এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ আচমকা বৃষ্টিতে ভিজল মহানগর, কিছুটা স্বস্তি বঙ্গবাসীর
প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সোহমের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ ৩

কলকাতা ৬ জুন ২০২৬ ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ৩৫৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 06.06.2026, Vol.19, Issue No. 353, 8 Pages, Price 3.00

পুলিশের হেপাজতে স্বরূপ, সুরুচিতে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৮ জুন পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতেই থাকতে হবে স্বরূপ বিশ্বাসকে, নির্দেশ দিল আলিপুর আদালত। বৃহস্পতিবার রাতেই রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর দুর্নীতি ও তোলাবাজির বিরুদ্ধে প্রশাসনের কড়া বার্তার মধ্যেই এবার পুলিশের জালে খোদ প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাই। পুলিশের দাবি, সম্প্রতি এক নির্মাণ সংস্থার পক্ষ থেকে সরাসরি কোটি টাকার তোলা দাবি এবং ভয় দেখানোর অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে নিউ আলিপুর থানার পুলিশ। তদন্তের অগ্রগতির পর বৃহস্পতিবার রাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় স্বরূপ বিশ্বাসকে। পরে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনে রাত প্রায় ১০টা নাগাদ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

উল্লেখ্য, শুক্রবারই অরূপ-স্বরূপের বিরুদ্ধে ক্ষোভের দরুণ সুরুচি সঙ্ঘে ভাঙচুর স্থানীয় বাসিন্দাদের। ক্লাব প্রাঙ্গণে ঢুকে তছনছ করেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। সুরুচি সঙ্ঘ ক্লাবে ঢুকে ঘরে ঘরে তল্লাশি চালান স্থানীয়দের একাংশ। জানা গিয়েছে, সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে দামি শাড়ি, আইপ্যাড, আইফোন, প্রচুর ফাইল উদ্ধার হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে নিউ আলিপুর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এক অভিযোগকারীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে নিউ আলিপুর থানায় ৪ জুন ২০২৬ তারিখে ৮৮ নম্বর ধারায় মামলা রুজু হয়। ওই মামলায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩-এর ৭৫(১)(২), ৩০৮(৪), ৩০৮(৫), ১০৯, ৩৫১(৩) এবং ৬১ ধারার পাশাপাশি অস্ত্র আইনের ২৫ ও ২৭ ধারাও প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে তোলাবাজির অভিযোগের পাশাপাশি অস্ত্র আইনেও তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। শুধু তাই নয়, স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগও সামনে এসেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তদন্তকারীরা অভিযোগের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছেন। আর এই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই তথা তৃণমূলের নিউ আলিপুর অঞ্চলের পরিচিত নেতাকে গ্রেপ্তার করে নিউ আলিপুর থানার পুলিশ। এরপর শুক্রবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ স্বরূপ বিশ্বাসকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। আর এই স্বরূপের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে, সেই প্রেক্ষিতেই তদন্তের স্বার্থে এবার পদক্ষেপ করে আদালত। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত স্বরূপ বিশ্বাসকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। সেই মতো এই নির্দেশ দেয় আলিপুর আদালত। তদন্তকারীদের অনুমান, জেরায় তোলাবাজি চক্র এবং অভিযোগে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত কয়েকদিন ধরেই তোলপাড় টলিপাড়া। পাল্টাচ্ছে চেনা সমীকরণ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন সকলেই। আর যে অভিযোগের কেন্দ্রে একাধিকবার উঠে আসতে দেখা গিয়েছে একটাই নাম, স্বরূপ বিশ্বাস। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিউ আলিপুর এবং টালিগঞ্জ এলাকার একাধিক নির্মাণ ব্যবসায়ী ও প্রোমোটারের কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরে তোলাবাজি, হুমকি এবং জোরপূর্বক টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠছিল স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে।

মায়ের নামে একটি গাছ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে নয়াদিল্লিতে নিজের বাসভবনের বাগানে সিঁদুর গাছের চারা লাগান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ' একটি গাছ মায়ের নামে ' কর্মসূচির সূচনা করে রাজ্যজুড়ে ১ কোটি ১০ লক্ষ গাছ লাগানোর লক্ষ্য ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন নলবনে বৃক্ষরোপণও করেন তিনি।
ছবি: অদিতি সাহা

নয়া কমিটি কালীঘাটের

বিদ্রোহেও আস্থা অভিষেকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি সপ্তাহে ঋতব্রত-ধাক্কায় দলের মধ্যে ভাঙন দেখা যায়, সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দলের সব কমিটি ভেঙে ফের শুক্রবার কালীঘাটে দলীয় বৈঠক থেকে নতুন ঘোষণা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়।

এবার দলের সাংগঠনিক কাঠামো আরও শক্তিশালী করতে বড়সড় রদবদলের পথে তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার দলের সর্বভারতীয় চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠকে নতুন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা-নেত্রী।

'নতুন তৃণমূলে'র উত্থান। রাজ্যে দল ও শাখা সংগঠনের সমস্ত কমিটি ভেঙে দেওয়া পর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শুক্রবার কালীঘাটের বাড়িতে বিশেষ বৈঠক ডাকেন তৃণমূল নেত্রী। এই বৈঠকে হাজির ছিলেন কলকাতার সদ্য প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীমা পাত্র, মদন মিত্র, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, কুণাল ঘোষরা। মূলত মমতা অনুগামী অর্থাৎ 'আদি'রাই এই বৈঠকে আসেন। জানা যাচ্ছে, 'বিদ্রোহী' বিধায়করা কেউ যাননি বৈঠকে।

বৈঠকের পর প্রকাশিত সাংগঠনিক তালিকা অনুযায়ী, সর্বভারতীয় চেয়ারপার্সনের পদে থাকছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বভারতীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে দোলা সেন এবং ডেরেক ও'ব্রায়েনকে। জাতীয় মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও'ব্রায়েন।

রাজ্য স্তরেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন মুখ ও পুরনো নেতৃত্বকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সভানেত্রী করা হয়েছে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে। যুব সংগঠনের সভানেত্রীর পদে রয়েছেন সায়নী ঘোষ। মহিলা সংগঠনের সভানেত্রী করা হয়েছে মালা রায়কে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভানেত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন প্রিয়াঙ্কা অধিকারী। এছাড়া রাজ্য মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্বে থাকছেন কুণাল ঘোষ। আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি করা হয়েছে মলয় ঘটককে। কৃষক সংগঠনের দায়িত্বে রয়েছেন মদন মিত্র এবং লিগ্যাল সেলের দায়িত্ব পেয়েছেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাজদা আহমেদ, মমতাবালা ঠাকুর এবং নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্য -সহ সভাপতি করা হয়েছে। রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে বাবর আলি, পুলক রায়, অসীমা পাত্র, অরূপ বিশ্বাস এবং রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্সিকিউটিভ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, রানা চট্টোপাধ্যায়, বিদেশ বসু, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, জয়া দত্ত, তাপস চট্টোপাধ্যায়, বসুন্ধরা গোস্বামী এবং গৌতম দেব।

তপসিলি জাতি ও উপজাতি সংগঠন দেখবেন বীরবাহা হাঁসদা। কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস চক্রবর্তী। দলের উত্তাল পরিস্থিতিতে এই প্রথমবার বড় পদক্ষেপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আগামী দিনে নতুন কমিটি নিয়ে তৃণমূল ফের ঘুরে দাঁড়াতে পারে কিনা, সেদিকেই তাকিয়ে কর্মী-সমর্থকরা।

নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তদের মাধ্যমে তৃণমূল নেতৃত্ব আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বার্তা দিয়েছে 'মমতা তৃণমূল'।

স্বস্তি অধরা

■ হাইকোর্টে অস্বস্তিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সই-জাল কাণ্ডে রক্ষাকবচ মিলল না শুক্রবার। দিনে ২ বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেও শুনানি করাতে ব্যর্থ অভিষেকের আইনজীবীরা। বুধবারই অভিষেকের মামলার পরবর্তী শুনানি হাইকোর্টে, জানিয়েছে আদালত। প্রসঙ্গত, সই জাল কাণ্ডে আগামী ৮ জুন অভিষেককে তলব করেছে সিআইডি। এই মুহূর্তে মামলায় নেই কোনও রক্ষাকবচ। আইনজীবীদের একাংশের যুক্তি যেহেতু কলকাতা হাইকোর্টে মামলা বিচারাধীন এই যুক্তি দেখিয়ে সিআইডির কাছে আরও সময় চেয়ে আবেদন করতে পারেন অভিষেক। আদালত সূত্রে খবর, শুনানি হবে ১০ জুনই। আদালতের এই নির্দেশ থেকে স্পষ্ট, সই কাণ্ডে এখনই স্বস্তি পাচ্ছেন না তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

চেয়ারের সম্মান রাখতেই পদত্যাগ মেয়রের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে যাবতীয় জল্পনার অবসান। কলকাতায় মেয়র পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার বিকেলে প্রথমে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে মেয়র হিসেবে তিনি কী করেছেন, কী করতে পারেননি বিস্তারিত জানান। তারপরে এই সাংবাদিক বৈঠক থেকে জানান, তাঁর ইস্তফার কারণ। ইস্তফা দিয়ে সদ্য প্রাক্তন মেয়র জানান, 'চেয়ারের মর্যাদা রাখতে পারছিলাম না। ফিরহাদ হাকিম কেউ নয়, কিন্তু এই চেয়ারটায় প্রচুর চিরস্মরণীয় ব্যক্তিরা বসেছিলেন, তাই এই চেয়ারটার একটা আলাদা সম্মান আছে। আমি দাপটের সঙ্গে কাজ চালিয়েছি। নিজেই পুরমন্ত্রী, নিজেই মেয়র। মানুষ সমস্যা নিয়ে আসলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে রিলিফ দেওয়া। সেই চেয়ারটার সম্মান আমি হানি করতে পারি না। চেয়ার ধরে বসে রইলাম আর ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার। এটা তাদের প্রতি অসম্মান করা হবে তাই আমি ঠিক করেছি, আমি আজই পদত্যাগ করছি।' এর থেকে স্পষ্ট যে বিজেপি সরকারের আমলে পুরসভায় কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে তাঁর। আর সেটাই তাঁর পদত্যাগের আসল কারণ।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের ৩ ডিসেম্বর প্রথম বার মেয়র হন ফিরহাদ। তার পর থেকে প্রায় সাড়ে সাত বছর মহানাগরিকের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। সাংবাদিক বৈঠক শেষে চেয়ারপার্সন মালা রায়ের ঘরে যান ফিরহাদ। সেখানে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। ৩ জন বরো চেয়ারম্যানের পর মহানাগরিক পদ থেকে ইস্তফা দেন ফিরহাদ। তবে ফিরহাদ-হীন পুরসভা কী ভাবে চলবে এই প্রশ্নের উত্তরে পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে বলে দেন, 'পুরো প্রস্তুত।'

এদিকে বৃহস্পতিবারই সই-কাণ্ডে ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে পৌঁছয় সিআইডি। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় কলকাতা বন্দরের বিধায়কের বাড়িতে পৌঁছে যান তদন্তকারীরা। সিআইডি সূত্রে খবর, বিধায়কদের সই জালিয়াতির তদন্তে ফিরহাদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। এদিন এই একই তদন্তে বয়ান রেকর্ড করা হয় দুই তৃণমূল বিধায়ক সন্দীপন সাহা ও ঋতব্রত ভট্টাচার্যের।

দিল্লিতে শুভেন্দু, সঙ্গে শমীকও

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হলেও এখনও ঘোষণা হয়নি দপ্তর বণ্টন। ফলে কে কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাবেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে জোর জল্পনা চলছে। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দিল্লি সফরের পর সেই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে সম্ভাব্য দপ্তর বণ্টন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এরপরই নবান্নে প্রশাসনিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, দপ্তর বণ্টন শুধু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, নতুন সরকারের অগ্রাধিকার ও অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার ভারসাম্যেরও প্রতিফলন। অর্থ, স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও সেচের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর কার হাতে যাচ্ছে, তার উপর অনেকটাই নির্ভর করবে সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি।

সূত্রের দাবি, অভিজ্ঞতা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি মাথায় রেখেই দায়িত্ব বণ্টনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল, রাঢ়বঙ্গ এবং কলকাতার রাজনৈতিক গুরুত্বকে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। নবান্নের এক শীর্ষ কর্তার বক্তব্য, মন্ত্রীদের নাম ঘোষণার পরবর্তী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল দপ্তর বণ্টন। দায়িত্ব নির্ধারিত হওয়ার পরই প্রশাসনিক কাজকর্ম পূর্ণমাত্রায় শুরু করা সম্ভব হবে।

ফলে এখন নজর রয়েছে সরকারের পরবর্তী ঘোষণার দিকে। দপ্তর বণ্টনের তালিকা প্রকাশ পেলেই স্পষ্ট হবে নতুন সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো এবং আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা। উল্লেখ্য, রাজ্যে নতুন মন্ত্রিসভার দপ্তর বণ্টন নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই শুক্রবার দিল্লি যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজধানীতে রয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও।

গত ১ জুন লোক ভবনে বিজেপির ৩৫ জন বিধায়ক মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। তাঁদের মধ্যে ১৩ জন পূর্ণমন্ত্রী, তিন জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন। এর আগে ৯ মে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আরও পাঁচ জন পূর্ণমন্ত্রী শপথ নিয়েছিলেন। তবে শপথ গ্রহণের কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত কোন মন্ত্রী কোন দপ্তরের দায়িত্ব পাবেন, তা ঘোষণা করা হয়নি।

'ব্যক্তিস্বার্থ নয়, নীতির বিরুদ্ধে রায়'

পোস্ট কাকলির

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আবহে ফের শুক্রবার মমতা বন্দোপাধ্যায়কে নিশানা করে তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। শুক্রবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে করা এক পোস্টে তিনি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়কে নিশানা করে দলের অভ্যন্তরীণ ভাঙন নিয়ে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহর জন্য দায়ী করে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন।

পোস্টে কাকলি মমতা বন্দোপাধ্যায়কে দায়ী করে নাম উল্লেখ করে লেখেন, 'একটি রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য এবং চারবারের সাংসদ, যিনি চার দশক ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, তিনি কি নিজের স্বার্থের কথা ভাবতে পারেন? এটি ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, নীতি এবং শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতার বিরুদ্ধে রায়।'

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে যে মতভেদ ও নেতৃত্ব নিয়ে বিতর্ক সামনে এসেছে, সেই প্রেক্ষাপটেই কাকলির এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও তিনি পোস্টে কারও নাম উল্লেখ করেননি, তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বার্তাটি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং দলের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনের সঙ্গেই সম্পর্কিত।

লুকোচুরির ইতি, অবশেষে এনআইএ-র জালে শওকত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাঙড়ের দক্ষিণ বামুনিয়া বোমা বিস্ফোরণ মামলার তদন্তে অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। এনআইএ-এর সঙ্গে ২ দিনের লুকোচুরির শেষের পর অবশেষে শুক্রবার রাতে সোনারপুরের কামালগাছি থেকে গ্রেপ্তার ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লা।

বৃহস্পতিবার তাঁর জীবনতলার বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ হানার পর থেকেই তিনি বেপাত্তা ছিলেন। ৪ জুন ভোরে শওকতের বাড়িতে পৌঁছনোর পর এনআইএ আধিকারিকরা দেখতে পান তালা ঝুলছে। এরপর আশেপাশে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি শওকত মোল্লার কার্যালয়ে তল্লাশি চালানো হয়। এনআইএ

আধিকারিকরা তাঁর ছেলের সঙ্গে কথা বলেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পরে তাঁকে আটক করা হয়। চিরুনি চল্লাশি চালানো হয় এলাকায়। তবে শওকত মোল্লাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সন্ধেয় ছেড়ে দেওয়া হয় ছেলেকে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের স্ত্রী ও মেয়েকেও। এই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পার হওয়ার পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

বৃহস্পতিবার ভাঙড়, ক্যানিং-এর মোট আট জায়গায় তল্লাশি চালানোর পর শওকত মোল্লাকে না পেয়ে তাঁকে পলাতক হিসাবে চিহ্নিত করে এনআইএ। অন্যদিকে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এর আগে মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করে তদন্তকারী দল। আগেই অ্যাম্বুল্যান্স চালক সুরজ মোল্লা ও তৃণমূল নেতা ওহিদুল মোল্লাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ভাঙড়ের এই বিস্ফোরণের ঘটনায় পরে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ। এই নিয়ে ভাঙড়ের বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেপ্তার তিনজন। সূত্রের খবর, বাইকে বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করেন তৃণমূল নেতা। তবে শওকত মোল্লাকে ৮ই জুন তলব করেছে এনআইএ। অবশেষে শুক্রবার রাতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জালে শওকত।

ফেরার সুশান্ত, ওডিশা সীমান্তে ধৃত চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে ফেরার নোটিস জারি করেছে আনন্দপুর থানা। যখন যে পরিস্থিতি খোঁজ মিলবে, সেখান থেকে গ্রেপ্তার করা হবে তাঁকে। পুলিশের তরফ থেকে এমন নির্দেশিকা জারির পর থেকে ফোন 'সুইচড অফ' কলকাতার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের। তোলাবাজির অভিযোগে কলকাতার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে খুঁজছিল পুলিশ। ওডিশা পর্যন্ত তাঁকে ধাওয়া করা হয়। অভিযোগ, পুলিশকে আসতে দেখে পড়শি রাজ্যে রাস্তায় গাড়ি থেকে নেমে গা-ঢাকা দেন সুশান্ত। তাঁর গাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে চালক সুজিত চৌধুরীকে।

পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে থেকে মনে করা হচ্ছিল, জোড়া এফআইআরের চাপে গা ঢাকা দিয়েছেন সুশান্ত ঘোষ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, রাজ্যে সরকার বদল হতেই ১২ নম্বর বরো চেয়ারম্যানের পদ ছেড়েছেন তিনি।

সুশান্তর খোঁজে পুলিশ হন্যে হলেও বেলদার ওডিশা সীমানা থেকে ধরা পড়েন তাঁর গাড়ির চালক। পাশাপাশি এসবের মধ্যেই সুশান্ত বেপাত্তা হয়ে যাওয়ায় এলাকার অনেকেই বলাবলি করছেন, তিনি নাকি পরিবার নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছিল, ভিন্‌রাজ্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। পুলিশ যদিও তাঁর খোঁজ চালাচ্ছিল। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে ওডিশার এক জায়গায় তাঁকে ধাওয়া করা শুরু করে পুলিশ। অভিযোগ, রাস্তায় গাড়ি রেখে তিনি পালিয়ে যান। পুলিশ যখন গাড়ির কাছে পৌঁছোয়, তখন ভিতরে ছিলেন শুধু চালক। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গত মাসের শেষে কলকাতা পুরসভার ১২ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন সুশান্ত। কলকাতার পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের কাছে ইস্তফাপত্র জমা দেন তিনি। পুরসভার পদ থেকে ইস্তফা দিলেও কাউন্সিলর পদ ছাড়ছেন না বলে জানিয়েছিলেন সুশান্ত।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, হকারদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে বিপুল পরিমাণ টাকা আদায়ের অভিযোগে এই সুশান্ত ঘোষ এবং তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন একদল ব্যবসায়ী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব কলকাতার আনন্দপুর থানায় অভিযোগ জমা দিয়েছেন একটি বাজারের হকার্স কমিটির অন্তত ১৩০ জন সদস্য। তাঁদের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ এবং তাঁর আরও অন্তত সাতজন সহযোগী মিলে প্রায় তিন কোটি টাকা আদায় করেন। শুধু দোকানের জায়গা বরাদ্দই নয়, নতুন করে তৈরি হওয়া বেশ কিছু দোকানও বিক্রি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 22/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12701 নং এফিডেভিট বলে আমি Sheikh Sahil S/o. Maharam Ali, Basinur Begam & Sk Sayel S/o. Sk Maharam, Maharam Mallik, Ali Mallik Basrum Bibi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/05/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8473 নং এফিডেভিট বলে আমি Prabir Parui S/o. Balaram Chandra Parui ও Prabir Parul S/o. B. Parul @ B. R. Parui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/05/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8474 নং এফিডেভিট বলে আমি Lipika Dey Ghosh W/o. Arnab Ghosh ও Lipika Dey D/o. B. R. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 05/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 28 নং এফিডেভিট বলে আমি Mahammad Selim S/o. Mahammad Majnu ও Md Selim S/o. Md Majnu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 05/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 62 নং এফিডেভিট বলে আমি Samar Ray ও Samar Roy S/o. Satish Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Change of Name

I, **RAJINDER SINGH** S/o Mahinder Singh Dhani, residing at Panjab Colony, South Inda, P.O: Kharagpur, P.S: KGP (T), Dist.-Paschim Medinipur, Pin: 721301, W.B., shall henceforth be known as **RAJINDER SINGH DHANI** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate, (1st class) at Kharagpur, vide Affidavit No. 6789, dated 01/06/2026. **RAJINDER SINGH** and **RAJINDER SINGH DHANI** both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, **MAHIRUN NISHA**, W/o-Sekh Mujibar Rahaman, Residing at Vill-Kamalpur, P.O-Khamargachi, P.S-Balagarh, Dist-Hooghly, Pin-712515,W.B, That my correct and original name is MAHIRUN NISHA, which has been correctly recorded in my Aadhaar card No.7375 XXXX 7965, That due to inadvertence in my voter ID card being No.NGB2334530 and also in my Bank pass Book being A/c No.XXXXXXXX063 issued by SBI Balagarh Branch, Dist-Hooghly Where my name has been recorded as MEHERUNNESA BIBI instead of my correct and original name MAHIRUN NISHA, That I, **MAHIRUN NISHA** and **MEHERUNNESA BIBI** is the same and one identical person. Vide Affidavit In the court of Ld. Executive Magistrate (1st court) Sadar, Hooghly at Chinsurah, Date-25/03/26

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে,আমার মক্কেল শ্রীমতি গৌরী দাস স্বামী শ্রী সুশান্ত দাস নিবাস শহিদ জহর ঘোষ সরণি, পাটনা, নিমতা, কলকাতা-৭০০০৪৯, পশ্চিমবঙ্গ রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১০২৪৩/২০০৬ তারিখ ২৬.১২.২০০৬, দাগ নং ৭৫, খতিয়ান ৩৪, জেএল নং ১, মৌজা - পাটনা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা ০৭.০৫.২০২৬ তারিখে উক্ত দলিলের ঠাকুরতলা বাজারে রাত আনুমানিক ৮ টার সময়ে ফটো কপি করানোর পর হারিয়ে যায় এবং উক্ত বিষয়ে নিমতা থানায় তিনি এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ২১৮/২৬ তারিখ ০৪.০৬.২০২৬ দায়ের করেন। কোনও উক্ত সম্পত্তিতে কারও কোনও দাবি থাকলে বা দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহকরে ৭ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

জয়দীপ মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা- ৭০০০১৪,ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬।
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com
তারিখ : ০৫.০৬.২০২৬

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি স্বরূপ মন্ডল, পিতা- শিশির মন্ডল, গ্রাম- শ্রীসুরুড়া, পোঃ- কাটোয়া, জেলা- পূর্ব বর্ধমান বাসিন্দা হইতেছি। আমি শ্রীসুরুড়া মৌজায় I-5667, Dt-2016 নং দলিল মূলে জ্ঞানকালী চৌধুরী গংএর নিকট হইতে 1549 নং দাগের উপর 62শতক পরিমান 20/5/1998 নং তারিখ এ IV- 29 নংআমোক্তারনামা দলিল মূলে স্নেহাশিষ চৌধুরী, পিতা- জ্ঞানকালী চৌধুরী এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি এবং MN/ 2026/0224/1289 নং নামপত্তন কেস মূলে কাটোয়া ১ নং বি.এল. এন্ড. এল. আর. ও. অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছি। এই বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কাটোয়া- ১ নং বি.এল. এন্ড. এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করিবার জন্য অনুরোধ যানানো যাইতেছে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পিতা - মৃত নিত্যনন্দ ঘোষ, গত ০২/০২/২০২৫ তাং IV-03/26 নং আমমোক্তার দলীল বলে আমমোক্তার ১. শংকর ভট্টাচার্য, পিতা- মৃত দিলীপ ভট্টাচার, ২. সুদীপ কুমার রায়, পিতা- মৃত প্রদীপ কুমার রায়, ৩. সমরেশ ঘোষ, পিতা - মৃত আনন্দ মোহন ঘোষ, উক্ত আমমোক্তারগন হইতে গত ইং ২২/০৫/২০২৬ I-4583/26 নং দলীল বলে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন উত্তম কুমার ঘোষ ও I-4585/26 নং দলীল বলে ৮.১১ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন প্রিয়ঙ্কা ঘোষ এবং I-4584/26 নং দলীল বলে ৪.৯১ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন পার্থনা ঘোষ, উক্ত সম্পত্তির খতিয়ান নং আর.এস. ৩৯৬, এল.আর. ৯৯৬, ২১৮৩ ও দাগ নং আর.এস ও এল.আর. ৫১৯, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০১, মৌজা ৪৩ নং পানিনালা, উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ করলে থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মতাবেক কার্য্য হইবে।

আমরা, ১নং ক্রেতা বিজয় কুমার আগরওয়াল, পিতা- সত্যনারায়ন আগরওয়াল, ২নং ক্রেতা রুনু আগরওয়াল, স্বামী-বিজয় কুমার আগরওয়াল ১২২৩ নং দলিল মূলে ০২/০৫/২০২৫ তারিখে ১) মমতা দত্ত, ২) অনিতা লাহা ০০৪/২০২১ নং আমমোক্তার নামা মূলে ০৮/০১/২০২১ তারিখে এবং ০১৭/২০২১ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে ১৮.০১.২০২১ তারিখে আমমোক্তার গ্রহীতা শ্রী নির্মল কুমার আগরওয়াল, পিতা-নাথুলাল আগরওয়ালের নিকট হইতে ভদ্রেশ্বর মৌজার অন্তর্গত জে.এল. নং-১২, এল.আর. দাগ নং-১২৯৩, এল.আর. খতিয়ান নং-১৭৬৪, ১০০৭১, জমির পরিমান ৩ কাঠা ১৪ ছটাক আমমোক্তার গ্রহীতার থেকে ক্রয় করিয়াছি। উক্ত দুটি আমমোক্তার দলিল সম্বন্ধে যদি কাহারো কোনও আপত্তি থাকে তাহা হইলে সত্বর ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে (মানকুন্ডু) যোগাযোগ করুন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-২য় আদালত চুঁচুড়া সদর
২০১৮ সালের ৩২২ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।
ডা: বিশেশ্বর ভট্টাচার্য্য ....বাদী
(বনাম)
শ্রী অসীম রায় দীং ....বিবাদী

এতদ্দ্বারা সর্ব সাধারন কে জানানো যাইতেছে যে- বাদী **ডা: বিশেশ্বর ভট্টাচার্য্য**, পিতা- ৺সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য, সাং-হাউস নং- বি-৩৩/১৪৬, গান্ধী নগর নাড়িয়া, বেনারসী-১১০০০৫, (উত্তর প্রদেশ) মহামান্য সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-২য় আদালতে দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং- ৩২২/২০১৮, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির প্রেক্ষিতে বিবাদী শ্রী **অসীম রায়,** পিতা- শ্রী ঠাকুর দাস রায়, সাং- গোয়ারা, পোঃ -সিমলাগড়, থানা-পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী, আপনি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র দেওয়ানী মোকর্দ্দমায় হাজির হইবেন নচেৎ আপনার বিরুদ্ধে উপরোক্ত মোকর্দ্দমাটির একতরফা রায় ঘোষনা হইবে ।

// তপশীল //

জেলা-হুগলী, থানা-পান্ডুয়া, জে, এল, নং-২০, মৌজা-বৈঁচী, এল.আর খতিয়ান নং- ৩৬৫২, আর.এস দাগ নং- ১০৪৬৪, এল.আর দাগ নং- ১০৪৮৫, পরিমান ১৲ আনায় ৩৮ শতক মধ্যে -০৩ শতক শ্রেনী-শুনা ।

বাদীর পক্ষে উকিলবাবু
সঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়

আদালতের আদেশানুসারে
Jyotirmoy Sarkar (Sheristadar)
Civil Judge, (Sr. Divn.) 1st / 2nd / Addl. Court Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

প্রথম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন), মেদিনীপুর
টাইটেল স্যুট নং ১৪৭/১৯৭৫
শ্রী সুব্রত সামন্ত দিং ... বাদীগণ
Vs.
শ্রীমত্যা পাপিয়া সামন্ত দিং ... বিবাদীগণ

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমত্যা অলকানন্দা সামন্ত**, স্বামী স্বর্গীয় শৈলেন সামন্ত, সাং ও পোস্ট- বালিচক, থানা- ডেবরা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ও অন্যান্য, মহামান্য ১ম সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশন), মেদিনীপুর আদালতে **শ্রীমত্যা মানিক হাজরা আঢ্য @ অনুরাধা আঢ্য**, স্বামী স্বর্গীয় সম্রাট আঢ্য ও নাবালক রাজসিক আঢ্য, পিতা স্বামী স্বর্গীয় সম্রাট আঢ্য, উভয় সাং ও পোস্ট- খড়গপুর, থানা- খড়গপুর (টাউন), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ও অন্যান্য দের বিরুদ্ধে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে ফাইনাল ডিক্রির জন্য উক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমায় আগামী 06/08/2026 তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমা সম্পর্কে কাহারো কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা উপরে লিখিত ধার্য্য তারিখে মহামান্য আদালতে আসিয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক শুনানি হইবে।

SCHEDULE "Ka"

Within District Paschim Medinipur, P.S. Debra, Sub Registry Office - Balichak, Pargana Sahapur, Mouza - Haricharan, J.L. No. 361, Khatian Nos. 21(113), 114

Plot Nos	Nature	Area
79	Jal	0.38 Acre
153	Jal	0.58 Acre
	Total	0.96 Acre

Within District Paschim Medinipur, P.S. Debra, Sub Registry Office Balichak, Pargana Kedarkundu, Mouza Bhogpur, J.L. No. 440,, Khatian No. 57

Plot Nos	Nature	Area
113	Bastu Kala + House	0.32 Acre out of 0.40 Acre in the Southern Portion

Mouza - Raghunathpur, J.L. No. 362, Khatian No. 101

Plot Nos	Nature	Area
124	Pukur	0.11 Acre out of 0.73 Acre
	Total	0.43 Acre

Grand Total of Ka Schedule 1.39 Acre

SCHEDULE "Kha"

Within District Paschim Medinipur, P.S. Debra, Sub Registry Office Balichak, Pargana Sahapur, Mouza Srimana Subhadra Pat, J.L. No. 359, Khatian No. 1, 63, 101, 88, 81, 63, 176

Plot Nos	Nature	Area
16	Jal	1.46 Acre
116(No. 2 Plot)	Jal	0.58 Acre
116(No. 4 Plot)	Jal	0.59 Acre
116(No. 6 Plot)	Jal	0.36 Acre
17	Jal	0.19 Acre
18	Jal	0.71 Acre
52	Jal	0.38 Acre
48	Jal	0.72 Acre
41	Jal	0.10 Acre
39	Jal	0.35 Acre
23	Jal	0.46 Acre
366	Jal	1.24 Acre
367	Jal	0.06 Acre
	Total	7.20 Acre

Within District Paschim Medinipur, P.S. Debra, Sub Registry Office Balichak, Pargana Sahapur, Mouza Chandiya, J.L. No. 443, Khatian No. 1(63)

Plot Nos	Nature	Area
243	Jal	1.09 Acre
126	Jal	0.54 Acre
133	Jal	1.00 Acre
	Total	2.63 Acre

Grand Total of Kha Schedule 9.83 Acre

Supriya Patra (Sheristadar)
Civil Judge (Sr. Division) 1st Court, Medinipur, Paschim Medinipur,-721101, West Bengal, 03/06/26

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৬ ই জুন । ২২ শে জ্যৈষ্ঠ , শনি বার । ষষ্ঠী তিথি, ধনিষ্ঠা নক্ষত্র । জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ১ কোটি ১০ লক্ষ গাছ রোপণের লক্ষ্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্ব পরিবেশ দিবসে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণকে জনআন্দোলনে পরিণত করার ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার নলবনে আয়োজিত রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানে তিনি ঘোষণা করেন, চলতি বর্ষে পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি ১০ লক্ষ গাছ রোপণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্যজুড়ে এদিন একযোগে ৬ লক্ষ ফলের গাছ লাগানোর কর্মসূচিও শুরু হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গাছ লাগিয়ে ছবি তোলাই উদ্দেশ্য নয়, বরং সেই চারাকে মহীরুহে পরিণত করার দায়িত্বও সরকার নেবে। তিনি জানান, শুধু নলবনেই নয়, রাজ্যের প্রায় ৪৫০ থেকে ৫০০ স্থানে একযোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চলছে। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস, পুরসভা, কর্পোরেশন, থানা, স্কুল-কলেজ এবং বিভিন্ন পার্কে এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর 'এক পেড় মা কে নাম' উদ্যোগের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মায়ের নামে গাছ লাগানোর এই ভাবনাকে পশ্চিমবঙ্গে বৃহত্তর পরিসরে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, স্কুল স্তর থেকেই পরিবেশ শিক্ষা এবং বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব আরও বেশি করে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। আগামী

প্রজন্মকে পরিবেশ সচেতন করে তোলাই এর লক্ষ্য।

পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতার উপরও জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, রাজ্যের ১০টি শহরে 'স্বচ্ছতা অ্যাপ' চালু হয়েছে। কোথাও আবর্জনা পড়ে থাকলে অ্যাপের মাধ্যমে অভিযোগ জানালে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই পরিষেবা রাজ্যের সমস্ত পুরসভা ও নগর স্থানীয় সংস্থায় সম্প্রসারণের নির্দেশও দেন তিনি। উত্তরবঙ্গে বনভূমি হ্রাস এবং অরণ্য ধ্বংসের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ১৪ থেকে ২০ জুলাই অরণ্য সপ্তাহ এবং ২৯ জুলাই বিশ্ব বাঘ দিবস উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণের কথাও ঘোষণা করেন তিনি।

বৃক্ষছেদনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় বন আধিকারিককে এফআইআর দায়ের করতে হবে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ২০২৪ সালে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে 'মায়ের নামে একটি গাছ' প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার রাজ্যে সেই প্রকল্প শুরু হয়েছে। রাজ্যজুড়ে ১ কোটি ১০ লক্ষ বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে নতুন সরকার। উক্ত কর্মসূচি সফল করতে শুক্রবার হালিশহর পুরসভার তরফে আয়োজিত 'মায়ের নামে একটি গাছ' প্রকল্পের সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী অর্জুন সিং এবং বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস। স্কুল শিক্ষা এবং বন দপ্তরের উদ্যোগে আগামী এক বছর ধরে গোটা রাজ্যে এই প্রকল্প চলবে। এদিন প্রকল্পের সূচনা করে মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, পরিবেশ বাঁচাতে বিভাগীয় বন দপ্তরের আধিকারিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, গাছ কাটার সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে। বৃক্ষছেদনে যুক্তদের বিরুদ্ধে বন আধিকারিককে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃক্ষছেদন রুখতে তাঁর পরামর্শ, জেলাশাসক কিংবা মহকুমা শাসক স্তরে কমিটি গঠন করতে হবে। যারা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় লড়াই করছেন, তাদেরকেই উক্ত কমিটিতে প্রাধান্য দিতে হবে। মন্ত্রী জানান, ভাটপাড়া পুরসভায় ২৫টি পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার। তাঁর অভিযোগ, কাউগাছি-১ পঞ্চায়েত এলাকায় গাছপালা, বাগান কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছে। নৈহাটিতে গৌরীপুর জুটমিল কম্পাউন্ডে থাকা প্রাচীন বড় বড় গাছ নির্বিচারে কেটে ফেলা হয়েছে। তাঁর হুঁশিয়ারি, এবার গাছ কাটলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া আইন প্রয়োগ করা হবে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে 'এক গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে গাঙ্গুলি বাগানের 'বাটারফ্লাই ভিলেজ'-এ চারাগাছ রোপণ করলেন বিজেপি নেতা ও ক্রীড়া সংগঠক নীতিন প্যাটেল। বাংলায় বিজেপির সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করার কঠিন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা নীতিন প্যাটেল ২০১৫ সালের 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানকেও রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে দিতে সক্রিয় ছিলেন। এদিন পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিয়ে নীতিন প্যাটেল বলেন, স্বচ্ছ, সবুজ ও পরিবেশবান্ধব ভারত গড়ে তোলার দায়িত্ব সবার।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে শুক্রবার মেট্রো রেল ভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার প্রেম সাগর গুপ্ত আধিকারিক ও কর্মীদের পরিবেশ সুরক্ষার শপথবাক্য পাঠ করান।

একটি গাছ কাটলে, দশটি চারাগাছ রোপণ করতে হবে: পবন সিং: 'একটি গাছ মায়ের নামে' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের এই প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে রাজ্যজুড়ে ১ কোটি ১০ লক্ষ চারাগাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের কর্মসূচি উপলক্ষে শুক্রবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল কম্পাউন্ডে বৃক্ষরোপণে অংশ নেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং। হাসপাতালে জরুরি বিভাগের পাশে ছোট্ট পার্কে চারাগাছ রোপণ করে ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, শুধু গাছ লাগালেই হবে না। গাছের পরিচর্চাও করতে হবে। বিশ্ব উষ্ণায়নের যুগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষায় চিন্তা-ভাবনা করছেন।

মেট্রো রেলের নতুন জেনারেল ম্যানেজার হলেন প্রেম সাগর গুপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা মেট্রো রেলের নতুন জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) হিসেবে দায়িত্ব পেলেন প্রেম সাগর গুপ্ত। শুক্রবার রেল মন্ত্রকের তরফে তাঁর নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়। ১৯৯০ ব্যাচের আইআরএসই কর্মকর্তা প্রেম সাগর গুপ্ত এর আগে উত্তর রেলের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার (পিসিই) পদে কর্মরত ছিলেন। দিল্লি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত গুপ্ত আইআইটি দিল্লি থেকে এমটেক-এ

প্রথম স্থান অধিকার করেন। এছাড়া তিনি ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ থেকে এমফিল ডিগ্রিও অর্জন করেছেন।

রেলওয়ে বোর্ডে প্রিন্সিপাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর/চিফ ইঞ্জিনিয়ার (প্ল্যানিং) এবং এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (কর্পোরেট কো-অর্ডিনেশন)-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে দায়িত্ব সামলানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। পাশাপাশি, কাশ্মীরের চেনাব ব্রিজের মতো উচ্চপ্রোফাইল প্রকল্পে কাঠামোগত স্থায়িত্ব সংক্রান্ত প্রকৌশল সমাধান তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি।

পূর্ণমন্ত্রী হয়ে বীরভূমে 'সৃজন' কাজে জগন্নাথ
বিশ্ব পরিবেশ দিবসে লাগালেন গাছ, বৈদ্যুতিক চুল্লির জন্য পরিদর্শন করলেন সতীঘাটা শ্মশান

মৃণালজিৎ গোস্বামী

সিউড়ির ভূমিপুত্র এখন রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী। শুক্রবার সরকারিভাবে প্রথম অনুষ্ঠান। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে একটি গাছ মায়ের নামে কর্মসূচি। কড়িধ্যা বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও পরিবেশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের একটি গাছ মায়ের নামে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জেলাশাসক ধবল জৈন, জেলা পুলিশ সুপার সূর্যপ্রসাদ যাদব, চিফ কনসারভেটিভ অফ ফরেস্ট অশোক প্রতাপ সিং, ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার রাহুল কুমার প্রমুখ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন,

বীরভূমে মন্ত্রী হয়ে এটি তাঁর প্রথম অনুষ্ঠান কর্মসূচি তাই একটু অন্যরকম অনুভূতি। তিনি বলেন, বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গাছ লাগালেই হবে না সেই গাছকে বাঁচাতে হবে। এই মঞ্চেই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে তিনি ঘোষণা করেন পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক চুল্লি সিউড়ি সতীঘাটায় করা হবে। একটি গাছ মায়ের নামে উৎসর্গ করে এই কর্মসূচিকে পরিপূর্ণ করতে সকলকে আহ্বান জানান। এরপর বৃক্ষরোপণ করে তিনি চলে যান রাজনগরে। সেখানে ভবানীপুর শম্ভুনাথ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন। পরে সাংবাদিকদের বলেন রাজনগরে জল সংরক্ষণ নিয়ে তার চিন্তা ভাবনা রয়েছে। এরপর সন্ধ্যায় বৈদ্যুতিক চুল্লির জন্য জায়গা পরিদর্শন করলেন সিউড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশ বান্ধব দাহ সম্পন্ন করার জন্য জেলাশাসক ধবল জৈন ও দুবরাজপুরের বিধায়ক অনুপ সাহাকে সঙ্গে নিয়ে সতীঘাটা শ্মশান পরিদর্শন করলেন। পরে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, নির্বাচনের প্রাক্কালে সংকল্প পত্রে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দুই বেডের ইলেকট্রিক চুল্লি করা হবে। সিউড়ি শহর সহ বিস্তীর্ণ এলাকার দাহ করার জায়গা একমাত্র সতীঘাটা শ্মশান কিন্তু তা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত। সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ইলেকট্রিক চুল্লির জন্য। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ভূমিপুত্র তথা রাজ্যের মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কথা রাখায় খুশি শহরবাসী।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৬ জুন ২০২৬, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, শনিবার

জয়প্রকাশকে লক্ষ্য করে ডিম

■ ফ্ল্যাট জবরদখল ও ফ্ল্যাটের মালিককে হুমকির অভিযোগে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে হয়েছে তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারকে। এরপর শুক্রবার তাঁকে নিয়ে জবরদখল করা ফ্ল্যাটে তল্লাশিতে যেতেই জনরোষের মুখে পড়তে হয় তৃণমূলের এই নেতাকে। তাঁকে লক্ষ্য করে উড়ে আসে ডিম। এর থেকে কোনওরকমে গা বাঁচিয়ে তাঁকে নিয়ে ফ্ল্যাটে ঢোকেন তদন্তকারীরা। প্রসঙ্গত, বুধবার দুপুরে সল্টলেক এলাকা থেকে জয়প্রকাশ মজুমদার প্রথমে আটক করে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, ২০১৪ সালে সল্টলেকের এই ব্লকের ৩৩৭ নম্বর বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন জয়প্রকাশ মজুমদার। নামমাত্র ভাড়াতে সেখানেই সপরিবারের থাকতেন তিনি। মালিকের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেও ক্ষমতার অপব্যবহার করে হুমকি দিতেন জয়প্রকাশ। ভাড়া চাইতে গেলেও তৃণমূল নেতা হুমকি দিতেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বুধবার ফ্ল্যাটে তালা লাগানো নিয়ে দু'পক্ষের বিবাদ বেধেছিল। আর এই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে ১২ বছর ধরে বাড়ি দখল করে রাখার অভিযোগ ওঠে। ভাড়া চাইতে গেলে বাড়ির মালিককে দেওয়া হত হুমকি। জয়প্রকাশকে ঘিরে ওঠে 'চোর চোর' স্লোগান। জয়প্রকাশ মৌখিকভাবে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলেও স্থানীয় লোকজন তা মানতে চাননি। এই নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সল্টলেক এলাকায়। এরপরই পুলিশ এসে তৃণমূল নেতাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। বাড়ির মালিকের অভিযোগের ভিত্তিতে পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

স্কুল ছাত্রের মৃত্যুতে পদক্ষেপ

■ স্কুলের গাফিলতিতে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর অভিযোগ, ঘটনার ১২ দিন কেটে গেলেও গ্রেপ্তারির তালিকা এখনও শূন্য। আর সেই কারণেই এবার মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চলেছেন আয়ুষ কুমার নাথের বাবা। শুক্রবার বিজেপি দপ্তরে এসে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ জানান আয়ুষের বাবা আশিস কুমার নাথ। এমনই অভিযোগ জানার পরই রাজ্য বিজেপির তরফ থেকে বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের আশ্বাস ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারি না হলে প্রতিবাদে থানায় যাবে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। পাশাপাশি লকেট চট্টোপাধ্যায় এও জানান, মুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে জানানো হচ্ছে। সুবিচারের আশ্বাস দিয়ে লকেট চট্টোপাধ্যায় এদিন এও জানান, পূর্ববর্তী সরকারের মতো পুলিশ এখনও নিজেদের বদলাতে পারেনি। এছাড়া থানায় ফোন করেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, ১৩ মে বাঁশদ্রোণীর মহাঋষি বিদ্যামন্দিরে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র আয়ুষ কুমার নাথ। ১১ দিন কোমায় থাকার পর ২৪ মে মৃত্যু হয় আয়ুষ কুমার নাথের। আয়ুষের বাবা আশিস কুমার নাথের অভিযোগ, ১৩ মে আয়ুষ অসুস্থতার কথা জানানোর পরও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি স্কুল কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘক্ষণ শেষ বেঞ্চে তাকে বসিয়ে রাখা হয়। স্কুল থেকে বের হওয়ার সময় সিঁড়ি দিয়ে পড়ে মাথায় চোট পায় আয়ুষ। এরপরই একাধিক হাসপাতাল ঘুরে ১১ দিন কোমায় থেকে মৃত্যু হয় ছাত্রের গত ২৪ মে। অভিযোগ ষষ্ঠ পিরিয়ড পর্যন্ত ছাত্রটি অসুস্থতায় ভ্রূক্ষেপ করেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। ছুটির পর ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে যান বাবা। ছেলের মৃত্যুর পর ২৪ মে স্থানীয় থানায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন আশিস কুমার নাথ। ২৬ মে স্কুলে অভিভাবকদের তরফে বিক্ষোভ শুরু হয়। উল্টে অভিভাবকদের লাঠিচার্জ করে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে বলে অভিযোগ।

'গ্রেপ্তারের পর কোমরে দড়ি দিয়ে রাস্তায় ঘোরানো অমানবিক'

পুলিশের ভূমিকা নিয়ে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসামী বা অভিযুক্তের ওপর অনেক রাগ থাকতে পারে, তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে পারেন জনগণ। কিন্তু আসামীকে অপমান কাম্য নয় বা এমনটা করা উচিতও নয়। অন্তত সংবিধান সেকথা বলে না। গ্রেপ্তারের পর কোমরে দড়ি নিয়ে রাস্তায় ঘোরানোর আপত্তি জানিয়ে আইনজীবী ওমর ফারুক গাজির আনা জনস্বার্থ মামলায় শুক্রবার এমনটাই স্পষ্ট বার্তা কলকাতা হাইকোর্টের। একইসঙ্গে এদিন একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের কোমরে দড়ি পরিয়ে রাস্তায় ঘোরাচ্ছে পুলিশ আর কেনই পুলিশ এই কাজ করছে এই বিষয়ে রাজ্যের কাছে রিপোর্টও চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। শুক্রবার ওই মামলার শুনানিতেই আদালত একাধিক পর্যবেক্ষণ করে। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে এই বিষয়ে রিপোর্ট দিতে হবে। সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্যে একাধিক জায়গায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটছে। শুধু তাই নয়, কোথাও অভিযুক্তকে থানা থেকে কোমরে দড়ি পরিয়ে রাস্তায় ঘোরানো হয়।

প্রথম এই বিতর্কের দানা বাঁধে হাওড়া জেলা পুলিশের একটি পদক্ষেপে। শিবপুর ও সাঁকরাইলের তোলাবাজি, মস্তানি, বোমাবাজি এবং পুলিশকে গুলি চালানোর অভিযোগে ধৃত কুখ্যাত দুষ্কৃতী ও স্থানীয় বিধায়ক ঘনিষ্ঠদের কোমরে দড়ি বেঁধে, হাফপ্যান্ট ও স্যান্ডো গেঞ্জি পরিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় হাঁটানো হয়েছিল, তা নিয়ে একাধিক প্রশ্নের অবকাশ ছিল।

এরপর প্রায় একই নিদর্শন ধরা পড়ে উত্তর ২৪ পরগনার বীজপুরে। সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত তৃণমূল যুব নেতা অভিজিৎ রায় ওরফে 'বনি'-কে পুলিশ কোমরে দড়ি বেঁধে 'চোর' স্লোগান দিতে দিতে এলাকায় ঘুরিয়েছিল। কিন্তু আইন বিশেষজ্ঞদেরই একাংশের মতে, সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে যে, বিচারাধীন বা পুলিশের হেপাজতে থাকা কোনও ব্যক্তির সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা যাবে না। কাউকে কোমরে বেঁধে নিয়ে যাওয়া কোনওভাবেই আইন সম্মত নয়। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে পুলিশের এই 'অতিসক্রিয়তা' নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। এবার তাতে হাইকোর্টে দায়ের হয় জনস্বার্থ মামলা।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, হাইকোর্টে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চে শুক্রবার এই মামলাগুলির শুনানি হয়। সেখানেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। তাঁর কথায়, 'পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পারে। আইন মেনে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপও করতে পারে। দোষ প্রমাণিত হলে তাঁকে ফাঁসিতেও চড়াতে পারে। কিন্তু গ্রেপ্তারের নামে ইচ্ছাকৃতভাবে অভিযুক্তদের সম্মানহানি করতে পারে না।' পুলিশ এভাবে কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানোয় ওইসব ব্যক্তির সম্মানহানি হচ্ছে বলে আদালতের পর্যবেক্ষণ।

প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সোহমের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অভিনেতা তথা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী। এবার তাঁর বিরুদ্ধে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ দায়ের হল চারু মার্কেট থানায়। আর এই অভিযোগে জানানো হয়েছে, সিনেমা তৈরির জন্য টাকা নিয়ে অভিনেতা সোহম কাজ করেননি বলে অভিযোগ। পাশাপাশি চারু মার্কেট থানা সূত্রে খবর, প্রাক্তন এই তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে প্রতারণা-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তার মধ্যে জামিন অযোগ্য ধারাতেও মামলা রয়েছে।

এদিকে চারু মার্কেট থানা সূত্রে খবর, কৌশিক কর্মকার নামে এক ব্যক্তি সোহমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি সোহম ও তাঁর সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্রে জানান, ২০২২ সালের মাঝামাঝি সোহমের সংস্থা তাঁদের সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাঁদের জানানো হয়, সোহম ও তাঁর সংস্থা সিনেমা ও ওয়েব সিরিজের প্রোডাকশনের সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি এও জানানো হয়, সোহম নিজে একজন খ্যাতনামা অভিনেতা। সোহমের সংস্থা 'লাল সুটকেসটা দেখেছেন' বলে একটি সিনেমা কিংবা ওয়েব সিরিজ করছে। সঙ্গে অভিযোগপত্রে কৌশিক এও জানিয়েছেন, সোহম তাঁদের সংস্থাকে জানান, পর্যাপ্ত মূলধন না থাকায় সেই সিনেমা কিংবা ওয়েব সিরিজটি শেষ করা যাচ্ছে না। ওই প্রোজেক্টটি শেষ করতে ৮০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে অনুরোধ করেন সোহম। কিন্তু, এত টাকা বিনিয়োগ করতে চাননি কৌশিকের সংস্থা। তখন সোহম নিজে তাঁদের অফিসে আসেন এবং বিনিয়োগের অনুরোধ করেন। তারপরই কৌশিকের সংস্থা ওই প্রোজেক্টে ৮০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন। তবে এই ৮০ লক্ষ টাকা দেওয়ার পরও সোহমের সংস্থা ওই প্রোজেক্ট শেষ করেননি বলে অভিযোগ। তারপর সেই প্রোজেক্ট শেষ করতে আরও টাকা চায়। সেইমতো তাঁর সংস্থা আরও ২৫ লক্ষ টাকা দেয় বলে অভিযোগপত্রে জানান কৌশিক। সব মিলিয়ে এই প্রজেক্টে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এমন ঘটনা সোহমের ক্ষেত্রে প্রথম নয়। এর আগেও অভিযোগ দায়ের হয়েছে সোহমের বিরুদ্ধে। কয়েকদিন আগে বালুরঘাট থানায় সোহমের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন বালুরঘাট শহরের মঙ্গলপুর এলাকার বাসিন্দা ও চলচ্চিত্র প্রযোজক তরুণ দাস। তাঁর অভিযোগ, একটি ছবিতে মূল চরিত্রে অভিনয়ের জন্য অগ্রিম ১৫ লক্ষ টাকা নেওয়ার পরেও শুটিংয়ে আসেননি অভিনেতা।

কলকাতায় বসবে শ্যামাপ্রসাদের ১২৫ ফুট মূর্তি

স্থান চূড়ান্ত না হলেও জল্পনায় রয়েছে ভবানীপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় ১২৫ ফুট উচ্চতার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি নির্মাণের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সেটিই হবে দেশের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সর্বোচ্চ মূর্তি।

রাজ্য সরকারের সূত্রে জানা যাচ্ছে, আগামী ৫ জুলাই এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কর্মসূচি রয়েছে। তবে মূর্তিটি শহরের কোন এলাকায় স্থাপন করা হবে, সেই বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। পূর্ত দপ্তর ও তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিকরা সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থান নিয়ে সমীক্ষা চালাচ্ছেন।

যদিও সরকারিভাবে কোনও স্থানের নাম ঘোষণা করা হয়নি, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ভবানীপুরকে ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার এই এলাকাতেই রয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাসভবন। ফলে তাঁর স্মৃতিবিজড়িত এলাকাকে কেন্দ্র করেই স্মারক নির্মাণের সম্ভাবনা বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশের সবচেয়ে উঁচু শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিটি রয়েছে উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে। 'রাষ্ট্র

প্রেরণা স্থল'-এ অবস্থিত সেই ব্রোঞ্জের মূর্তির উচ্চতা ৬৫ ফুট। কলকাতার প্রস্তাবিত ১২৫ ফুট মূর্তি সেই রেকর্ড ভেঙে নতুন নজির গড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাঠামোগত নিরাপত্তা, বায়ুর চাপ, ভূমিকম্প-সহনশীলতা এবং দর্শনার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্ব পাবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এজন্য বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির পরামর্শ নেওয়ার পরিকল্পনাও সরকারের আছে।

আচমকা বৃষ্টিতে ভিজল মহানগর, কিছুটা স্বস্তি বঙ্গবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে গরম থেকে কিছুটা রেহাই পেল দক্ষিণবঙ্গবাসী। শুক্রবার কাকভোর থেকেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে। সঙ্গে প্রবল বেগে হাওয়া বইতে শুরু করে। ইতিমধ্যেই শহরের একাধিক রাস্তায় জল জমে যায়। তবে এদিন ভোরের এই বৃষ্টিতে খানিক স্বস্তি ফেরে শহরে। এদিকে ভোরে ঝোড়ো হাওয়ার কারণে সল্টলেকে গাছ ভেঙে আহত হন এক পথচারী। এছাড়া, দক্ষিণবঙ্গের ৮টি জেলায় জারি করা হয় কমলা সতর্কতা। তবে বর্ষার বৃষ্টি শুরু না হওয়ায় ফের গরমের ফেরার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। দক্ষিণবঙ্গে রবিবার ঝড়বৃষ্টির তীব্রতা সবচেয়ে বেশি থাকবে। আজ শনিবার বৃষ্টির প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম থাকতে পারে।

যে ৮টি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে সেগুলি হল, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া। এই জেলাগুলিতে ঘন ঘন বজ্রপাতের পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই আগামী

মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রাক-বর্ষার বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারের কিছু অংশে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত এবং ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় উত্তরভাগেও কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে চার ডিগ্রি কম। বৃহস্পতিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি বেশি।

মৌসম ভবন সূত্রে খবর, গত ৪ জুন কেরালায় আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষা অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করেছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, কেরলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবেশের সাধারণ সময় ১ জুন।

এবার নির্ধারিত সময়ের চেয়ে তিন দিন দেরিতে বর্ষা ঢুকল দেশের মূল ভূখণ্ডে। তা ধীরে ধীরে উত্তরে এগোচ্ছে। তবে উত্তর ভারত এবং পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে বর্ষার আগমনে এখনও সময় লাগবে। এর পাশাপাশি মৌসম ভবন এও জানিয়েছে, জুনের শেষ বা জুলাইয়ের শুরুর দিকে দেশের উত্তরাংশে বর্ষা ঢুকতে পারে। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, গভীর রাতে এই মৌসুমি বায়ু লাক্ষাদ্বীপ এবং তামিলনাড়ুর কিছু অংশেও নিজেদের বিস্তার ঘটিয়েছে, যা আগামী দিনে দেশের অন্যান্য রাজ্যে বর্ষা আসার প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

তৃণমূলকে 'রাজনৈতিক দল নয়, স্টেট' বলে কটাক্ষ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশের বিরোধী জোট 'ইন্ডি' এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে শুক্রবার দিল্লিতে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শুক্রবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, 'ইন্ডি' জোটের শরিকদের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক ঐক্য নেই এবং তৃণমূল কংগ্রেস কার্যত একটি রাজনৈতিক দলের চরিত্র হারিয়েছে।

শমীকের বক্তব্য, সমস্যা হলে সবাই জোটের কাছে আসে, আবার সুবিধা মতো জোট ছেড়েও চলে যায়। কোনওদিন কি দেখেছেন ইন্ডি জোটের সব প্রতিনিধিরা একসঙ্গে বসে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন?

তাঁর দাবি, 'ইন্ডি' জোট এখন শুধুমাত্র নামেই জোট, বাস্তবে তার রাজনৈতিক ভিত্তি নেই। এইদিন তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে রাজ্য সভাপতি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস কখনও কোনও রাজনৈতিক দল ছিল না, এখনও তৃণমূল রাজনৈতিক দল নয়। তৃণমূল এখন একটি স্টেট বা রাষ্ট্রের মতো আচরণ করছে। তাঁর অভিযোগ, ভোটের আগে ও পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিকে নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করছে তৃণমূল।

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে শমীক বলেন, মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে রাজনীতিতে 'সুযোগসন্ধানী জোট'-এর কোনও স্থায়ী ভিত্তি নেই। তিনি দাবি করেন, বিরোধী শিবিরের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনই বর্তমানে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক বাস্তবতা।

এদিন দলের সাংগঠনিক কর্মসূচির কথাও ঘোষণা করেন বিজেপি নেতা। তিনি জানান, আগামী ৪, ৫ ও ৬ জুলাই হুগলির তারকেশ্বর-এ হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে এক বৃহৎ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। তারকেশ্বর রাজবাড়ি ও রেল কলোনি ময়দানকে কেন্দ্র করে আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজজীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বলেও জানান তিনি।

উল্লেখ্য, মন্ত্রিসভার দপ্তর বণ্টনকে কেন্দ্র করে শুক্রবার হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দিল্লিতে যান। এই বিষয়ে শমীকের স্পষ্ট দাবি, দল ও সরকার দুটি ভিন্ন অস্তিত্ব। রাজ্য বিজেপি এর সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত হবে না। এদিন দিল্লিতে শমীক ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে অবশ্য এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

সই জাল-কাণ্ডে রক্ষাকবচ মিলল না অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টে অস্বস্তিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সই-জাল কাণ্ডে রক্ষাকবচ মিলল না শুক্রবার। দিনে দু'বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেও শুনানি করাতে ব্যর্থ অভিষেকের আইনজীবীরা। বুধবারই অভিষেকের মামলার পরবর্তী শুনানি হাইকোর্টে, জানিয়েছে আদালত।

প্রসঙ্গত, সই জাল কাণ্ডে আগামী ৮ জুন অভিষেককে তলব করেছে সিআইডি। এই মুহূর্তে মামলায় নেই কোনও রক্ষাকবচ। এই পরিস্থিতিতে ৮ জুন সিআইডি-র ডাকে যাবেন তো অভিষেক এই নিয়ে জল্পনা চলছে বঙ্গ রাজনীতিতে। আইনজীবীদের একাংশের যুক্তি যেহেতু কলকাতা হাইকোর্টে মামলা বিচারাধীন এই যুক্তি দেখিয়ে সিআইডির কাছে আরও সময় চেয়ে আবেদন করতে পারেন অভিষেক। এদিকে শুক্রবার সিআইডি নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে করা মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ করে দেন বিচারপতি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় দাস। আদালত সূত্রে খবর, শুনানি হবে ১০ জুনই। আদালেতর এই নির্দেশ থেকে স্পষ্ট, সই কাণ্ডে এখনই স্বস্তি পাচ্ছেন না

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, সই কাণ্ডের সূত্রপাত ভোটের ফল ঘোষণার পর গত ৬ মে বিধায়কদের নিয়ে কালীঘাটে তৃণমূলনেত্রী বৈঠক করেন। তাতে বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করা হয়। ওইদিন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলে হাত তুলে শোভনদেবকে সমর্থন জানান। কিন্তু বিধানসভায় এই সংক্রান্ত যে প্রস্তাবনা জমা দিতে হয়, তা দেয়নি তৃণমূল। এরপর ১৩ ও ১৪ মে বিধানসভায় তৃণমূল বিধায়কদের শপথগ্রহণ হয়। শপথের পর নিয়ম মেনে সই করেন বিধায়করা। বিরোধী দল হিসেবে তৃণমূলের কাছ থেকে বিরোধী দলনেতার নাম নিয়ে প্রস্তাবপত্র চান বিধানসভার সচিব। তা জমা দিতে ১৯ মে ফের কালীঘাটের বৈঠক ডাকা হয় বিধায়কদের। ওইদিন কেউ ছিলেন, কেউ ছিলেন না। উপস্থিত সকলের সই নেওয়া হয় দলের তরফে। মিলিয়ে দেখা হয় ক'জন গরহাজির। পরে দলের প্রস্তাবিত বিরোধী দলনেতার নামে সমর্থন জানিয়ে ৭০ জনের সই করা একটি কাগজ জমা দেওয়া হয় বিধানসভায়। তৃণমূলের তরফে জানানো হয়, ওটাই বিরোধী দলনেতার প্রস্তাবনাপত্র। আর এখানেই গরমিল শুরু। দুই জায়গায় তৃণমূল বিধায়কদের সই না মেলায় জালিয়াতি সন্দেহ হয় সচিবের। তিনি থানায় এফআইআর করেন। তদন্তভার পেয়ে কাজ শুরু করে সিআইডি। এই সই জাল কাণ্ডে নাম জড়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তদন্তে নেমে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভবানী ভবনে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেয় সিআইডি। কিন্তু অসুস্থকার কারণ দেখিয়ে তিনি হাজিরা এড়িয়ে যান। চিঠি পাঠিয়ে ১৫ দিন সময়ও চান। এর পরবর্তীতে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডিও নোটিস ধরিয়েছে তাঁকে। একদিকে দল ভেঙে চুরমার, তারপর তদন্তকারী সংস্থার সাঁড়াশি আক্রমণে অভিষেক।

সন্দীপন সাহার বাড়িতে ঋতব্রতদের প্রতিনিধি দল, বিজেপির বিক্ষোভকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহার বাড়ির সামনে বিজেপির বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ঘটনার পর শুক্রবার বিধায়কের বাড়িতে যান বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধি দল। একই সঙ্গে ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপও চেয়েছে 'নব তৃণমূল ব্লক'। বৃহস্পতিবার সন্দীপন সাহার বাড়ির সামনে বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই নিউ মার্কেট থানায় বিধায়কের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কী পদক্ষেপ করে, সেদিকে নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের।

শুক্রবার সন্দীপনের বাড়িতে গিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিবাদের অধিকার সকলের থাকলেও কোনও ব্যক্তি বা পরিবারের ব্যক্তিগত পরিসরে হস্তক্ষেপ করে অশান্তি তৈরির চেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর অভিযোগ, বৃহস্পতিবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিতভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পক্ষে উদ্বেগজনক।

যদিও তিনি সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলের নাম নেননি, তবু তাঁর বক্তব্যে বিজেপির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। যদিও এর আগেই সন্দীপনের বাবা তথা প্রাক্তন বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা একই ধরনের অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই এই কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়েছিল।

ঋতব্রত জানান, ঘটনার পর থেকেই সংশ্লিষ্ট পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে এবং 'নব তৃণমূল ব্লক'-এর পক্ষ থেকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা পরিবারের সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন।

অন্যদিকে, বিক্ষোভকারীদের দাবি, এন্টালি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে সন্দীপন সাহা ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি এবং বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও নির্মাণ প্রকল্পে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন বলে দাবি বিজেপির।

চন্দ্রনাথ রথের খুনের ঘটনায় বালিয়া থেকে গ্রেপ্তার টাইগার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের খুনের ঘটনায় গোলু সিং ওরফে টাইগারকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের বালিয়া থেকে তাকে পাকড়াও করা হয়। অন্য দিকে, খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই ধৃত রাজকুমার সিংয়ের বন্ধু জ্ঞানেন্দ্র সিং ওরফে মনুকেও গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই, এমনটাই খবর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে। চন্দ্রনাথ খুনের মামলাতেই রাজকুমারকে মুজফ্‌ফরনগর থেকে গ্রেপ্তার করেছিলেন তদন্তকারীরা। ধৃত গোলু জ্ঞানেন্দ্রর বন্ধু। এদিকে ধৃত জ্ঞানেন্দ্রকে ১৪ দিনের সিবিআই হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে

আদালত। এদিকে সিবিআই ও উত্তরপ্রদেশ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তোলাবাজি, হুমকি-সহ একাধিক মামলা রয়েছে জ্ঞানেন্দ্রর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সকালে সেই পুরনো মামলাতেই বালিয়ার আদালতে আত্মসমর্পণ করে সে। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই গোলু সিং ওরফে টাইগারকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। বালিয়ার একটি আদালত তাঁকে ৪৮ ঘণ্টার ট্রানজিট রিমান্ড দিয়েছে। গোলুকে কলকাতায় নিয়ে এসে বিস্তারিত জেরা করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে সিবিআইয়ের দাবি, গোলু বাসুদেবপুর গ্রামের বাসিন্দা। চন্দ্রনাথ রথ খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র সে সরবরাহ করেছিল। সেই অস্ত্র ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল বলে জানা গিয়েছে। সিবিআই মনে করছে, গোলুকে জেরা করেই চন্দ্রনাথকে খুনে আর কারা জড়িত, সেই সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য সামনে আসতে পারে।

সম্পাদকীয়

লাটে উঠেছে পুর পরিষেবা, কলকাতা পুরসভায় প্রশাসনিক অচলাবস্থা কাটুক, চাইছে শহরবাসী

সমস্যার নাম কলকাতা পুরসভা। শহরবাসীর নিত্যদিনের সঙ্গী এই পুরসভা। হাজারো পরিষেবার জন্য কলকাতা পুরসভার দিকেই সারা বছর তাকিয়ে থাকেন শহরবাসী। পানীয় জল, থেকে বর্ষার জমা জল সরানোই হোক, রাস্তা পরিষ্কার থেকে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র, সবই মেলে পুরসভা থেকে। আর সেখানেই চরম ডামাডোল। গত প্রায় এক মাস ধরে চলছে এই অবস্থা। রাজ্যে পালাবদলের পর শুরু পুরসভার 'অসুখ'। বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড গোটা পরিস্থিতির জন্য আঙুল তুলছে রাজ্যের বিজেপি সরকারের দিকে। উল্টোদিকে প্রশাসন বলছে, তৃণমূলের অন্দরের বিবাদের খেসারত দিতে হচ্ছে শহরবাসীকে। বন্ধ পুরসভার মাসিক অধিবেশন। মেয়র থেকে মেয়র পারিষদ সবাই ছন্নছাড়া। কে কোথায়, কেউ জানে না। ৫/৬ জন তৃণমূল কাউন্সিলর পুলিশি হেফাজতে। কোনটা ঠিক, আর কোনটা বেঠিক, কেউ জানে না। আম জনতার অবশ্য অতশত ভাবার দরকারও নেই। তাঁরা কর দেন, বিনিময়ে চান নিত্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা। সেটা তাদের অধিকার। সেটাই এখন মিলছে না। কীভাবে, কোন পথে এই অচলাবস্থা কাটবে কেউ জানে না। এরমধ্যে আদালত পুর অধিবেশন ডাকার জন্য চেয়ারপার্সনকে নির্দেশ দিয়েছে। নির্দেশ পেয়েই তিনি ১৯ জুন পুর অধিবেশন ডেকেছেন। কিন্তু এর মধ্যে আবার গত দু'দিন ধরে জল্পনা ছড়িয়েছে, ইস্তফা দিতে চলেছেন খোদ মেয়র। তাঁকে নাকি 'সম্মানজনক' ভাবে বিদায় নেওয়ার জন্য সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন স্বয়ং তাঁর নেত্রী। কিন্তু তারপরও এখনও ইস্তফা দেননি তিনি। তিনি ইস্তফা দিলে কী হবে? মেয়র ইস্তফা দিলে তো মেয়র ইন কাউন্সিল বলেও কিছু থাকবে না। জটিলতা আরও বাড়বে। তাহলে কীভাবে চলবে পুরসভা, কেউ জানে না। সবমিলিয়ে বিশ বাঁও জলে মহানগরীর বাসিন্দাদের আগামীদিনগুলো। আতঙ্ক আরও বাড়ছে, কারণ, দরজায় কড়া নাড়ছে বর্ষা। আর কলকাতার বর্ষা মানে আলাদা করে বলবার দরকার নেই। দুর্গতি যে একেবারে দুয়ারে তা, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে শহরবাসী।

শব্দছক ১৮০ — রবি দাস

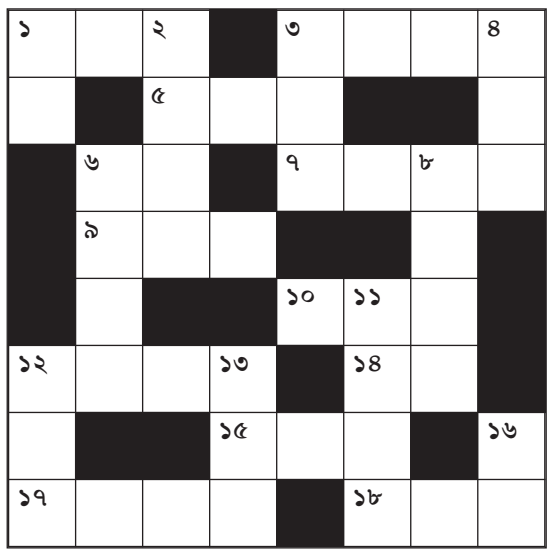

পাশাপাশি: ১. কুঁড়ে ৩. বিল্বপত্র ৫. মাছি ৬. পক্ক ৭. যুদ্ধের জাহাজ ৯. লোভ ১০. দ্রুত চলার জন্য লাঠি বাঁধা পদযুগল ১২. প্রয়োজন ১৪. অরণ্য ১৫. প্রিয়পাত্রী ১৭. ভূত-ভবিষ্যত দর্শনের জ্ঞান ১৮. শ্রীরাধার প্রিয় সখী

ওপর-নিচ: ১. শত্রু ২. সময়ের হিসাবে একই ৩. চাকুরীবিহীন ব্যক্তি ৪. অনুতাপগ্রস্ত ব্যক্তি ৬. যাত্রা ইত্যাদির পালা রচনাকারী ৮. ছোট সন্তান ১১. নয়মাত্রা বিশিষ্ট সঙ্গীতের তাল ১২. দরদ আছে যার ১৩. দাঁত ১৬. জননী

সমাধান ১৭৯ — পাশাপাশি: ১. অলস ৩. বাল্যকাল ৬. বাহুল্য ৭. কাড়া ৮. নাবিক ১০. বিছা ১২. শর ১৩. সেবাইত ১৫. হিমবাহ ১৭. রন ২০. রাস ২১. প্রলয় ২২. রাম ২৪. দক্ষিণ ২৫. মহীয়ান ২৬. তনয়

ওপর-নিচ: ১. অবিনাশ ২. সবাক ৩. বাল্যবিবাহ ৪. কাকা ৫. লড়াই ৯. বিরহি ১১. ছাই ১৩. সেবাসদন ১৪. তরল ১৬. মরা ১৮. নয়ছয় ১৯. বিরাম ২১. প্রণত ২৩. মহী

আজকের দিন

- **১৬৭৪** — রায়গড় দুর্গে মারাঠা অধিপতি শিবাজি ছত্রপতি হিসেবে অভিষিক্ত হন।
- **১৯৪৪**— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের নরম্যান্ডিতে মিত্রশক্তির আক্রমণের সূচনা দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়।
- **১৯৮৪** — ভারতে অমৃতসরের হরমন্দির সাহিব (স্বর্ণ মন্দির)-এর অভ্যন্তর থেকে সশস্ত্র জঙ্গিদের নির্মূল করার অভিযান শেষ হয়।

জন্মদিন

- **১৯২৯** *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুনীল দত্তের জন্মদিন।*
- **১৯৭০** *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সুনীল জোশীর জন্মদিন।*
- **১৯৮৮** *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী নেহা কক্করের জন্মদিন।*

সুনীল দত্ত

সন্তানের স্বপ্ন, শিক্ষার বাজার ও মধ্যবিত্ত মানুষের দীর্ঘশ্বাস

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

মাসের শেষ সপ্তাহ। মোবাইল ফোনে একটি বার্তা আসে;তস্কুল ফি জমা দেওয়ার শেষ দিন অমুক তারিখ।দ বার্তাটি পড়ে এক মধ্যবিত্ত বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। তাঁর সামনে খোলা থাকে সংসারের হিসাবের খাতা। বিদ্যুতের বিল বাকি, বৃদ্ধ বাবার ওষুধ কিনতে হবে, বাজার খরচও বেড়েছে। কিন্তু সব হিসাবের ওপরে স্থান পায় সন্তানের স্কুল ফি। কারণ ভারতীয় মধ্যবিত্তের জীবনে এমন অনেক কিছু আছে, যা ছাড়া চলে; কিন্তু সন্তানের পড়াশোনার সঙ্গে আপস করা যায় না। নিজের স্বপ্ন ভেঙে গেলেও চলে, কিন্তু সন্তানের স্বপ্ন যেন ভেঙে না যায়;এই বিশ্বাসই মধ্যবিত্ত জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি।

ভারতের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই শ্রেণি কর দেয়, সঞ্চয় করে, বাজারকে সচল রাখে এবং আগামী দিনের ভারত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি আশাবাদী থাকে। কিন্তু আজ সেই মধ্যবিত্তই এক গভীর সংকটের মুখোমুখি। তাদের আয় যত দ্রুত বাড়ছে, তার চেয়ে অনেক দ্রুত বাড়ছে শিক্ষার খরচ। ফলে এক অদ্ভুত বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। যে শিক্ষা একসময় সামাজিক মুক্তির পথ বলে বিবেচিত হতো, আজ সেটাই বহু পরিবারের কাছে আর্থিক উদ্বেগের সবচেয়ে বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এক সময় শিক্ষা ছিল সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। গ্রামের স্কুল থেকে উঠে এসে বহু ছাত্র-ছাত্রী দেশের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানে পৌঁছেছেন। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন সমাজের শ্রদ্ধেয় মানুষ। একটি সাধারণ পরিবার বিশ্বাস করত, পড়াশোনা করলে জীবনের অবস্থান বদলানো সম্ভব। সেই বিশ্বাস এখনও পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি, কিন্তু তার চারপাশে গড়ে উঠেছে এক বিশাল বাণিজ্যিক পরিকাঠামো, যা শিক্ষাকে ধীরে ধীরে পণ্যে পরিণত করছে।

আজ শহরের একটি বেসরকারি স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করানোর অর্থ কেবল পড়াশোনার সুযোগ নিশ্চিত করা নয়; বরং একটি ব্যয়বহুল অর্থনৈতিক যাত্রার সূচনা। টিউশন ফি, ভর্তি ফি, উন্নয়ন ফি, প্রযুক্তি ফি, কার্যক্রম ফি, বার্ষিক চার্জ, পরিবহণ খরচ; তালিকা দীর্ঘ। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বই, খাতা, ইউনিফর্ম, জুতো, ব্যাগ এবং কোচিংয়ের খরচ। অনেক সময় অভিভাবকরা নিজেরাই বুঝতে পারেন না, কোন খাতে কীসের জন্য টাকা নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা যেন সামাজিক অধিকারের পরিবর্তে একটি ক্রমবর্ধমান ব্যয়বহুল পরিষেবা।

আরও উদ্বেগজনক হলো, এই ব্যয় কেবল শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। নির্দিষ্ট প্রকাশকের বই, নির্দিষ্ট দোকানের ইউনিফর্ম, নির্দিষ্ট ধরনের ব্যাগ;সবকিছুই যেন আগে থেকে নির্ধারিত। প্রতি বছর সামান্য পরিবর্তনের অজুহাতে নতুন বই চালু হয়, যাতে পুরোনো বইয়ের পুনর্ব্যবহার সম্ভব না হয়। ফলে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয় এক নতুন ভোগবাদী সংস্কৃতি, যার বোঝা শেষ পর্যন্ত এসে পড়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের কাঁধে।

এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় শিকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কারণ দরিদ্র মানুষের জন্য কিছু সরকারি সহায়তা থাকে, ধনী মানুষের কাছে খরচের সমস্যা থাকে না; কিন্তু মাঝখানে থাকা এই বিশাল শ্রেণিটি সব চাপ নিজের কাঁধে বহন করে। তারা না পারে প্রতিবাদ করতে, না পারে বিকল্প খুঁজে নিতে। কারণ তাদের মনে একটি স্থায়ী ভয় কাজ করে;সন্তানের ভবিষ্যৎ কি ঝুঁকির মুখে পড়বে?

ফলত তারা নিজেদের জীবনযাত্রার মান কমিয়ে দেয়। বহু পরিবারে দেখা যায়, বাবা-মা নিজেদের চিকিৎসা পিছিয়ে দিচ্ছেন, প্রয়োজনীয় কেনাকাটা বাতিল করছেন, এমনকি সঞ্চয় ভেঙে বা ঋণ নিয়ে সন্তানের শিক্ষার খরচ চালাচ্ছেন। এক সময় উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষা ঋণের কথা শোনা যেত। এখন বহু পরিবারকে স্কুলশিক্ষার ব্যয় মেটাতেই ঋণ নিতে হচ্ছে। এটি শুধু একটি অর্থনৈতিক ঘটনা নয়; এটি একটি সামাজিক সংকেত।

শিক্ষার এই ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের আরেকটি বিপজ্জনক প্রভাব পড়ছে শিশুদের মনোজগতে। তারা খুব অল্প বয়সেই বুঝতে শিখছে যে তাদের পড়াশোনার জন্য বাবা-মা কতটা সংগ্রাম করছেন। ফলে তাদের উপরও এক ধরনের মানসিক চাপ তৈরি হচ্ছে। পড়াশোনার আনন্দের জায়গায় ঢুকে পড়ছে দায়িত্বের বোঝা। তারা ভাবতে শুরু করছে, ব্যর্থ হওয়ার অধিকার যেন তাদের নেই।

এই চাপের ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষা মানুষের মধ্যে প্রশ্ন করার ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি এবং মানবিক বোধ জাগিয়ে তোলার কথা। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় নম্বর, র‍্যাঙ্ক এবং প্রতিযোগিতাই যেন প্রধান হয়ে উঠেছে। শিশুরা শিখছে কীভাবে পরীক্ষায় সফল হতে হয়, কিন্তু সবসময় শিখছে না কীভাবে চিন্তা করতে হয়। সৃজনশীলতার জায়গায় মুখস্থ বিদ্যা এবং কৌতূহলের জায়গায় ফলাফল-নির্ভরতা স্থান করে নিচ্ছে।

এই পরিস্থিতির জন্য বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এককভাবে দায়ী করলেও ভুল হবে। সমস্যার মূলের দিকে তাকাতে হবে। স্বাধীনতার এত দশক পরেও আমরা এমন একটি সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারিনি, যা সাধারণ মানুষের পূর্ণ আস্থা অর্জন করতে সক্ষম। এখনও বহু সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট রয়েছে। কোথাও অবকাঠামো দুর্বল, কোথাও প্রযুক্তিগত সুবিধার অভাব, কোথাও বা প্রশাসনিক উদাসীনতা। অবশ্যই বহু সরকারি বিদ্যালয় এবং শিক্ষক অসাধারণ কাজ করছেন, কিন্তু সামগ্রিক ছবিটি এখনও আশাব্যঞ্জক নয়।

আরও একটি বিষয় আমাদের গভীরভাবে ভাবায়। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার সংকট নিয়ে আলোচনা হলেই আমরা অবকাঠামো, শিক্ষক-সংকট কিংবা নীতিগত দুর্বলতার কথা বলি। কিন্তু এমন একটি বাস্তবতা রয়েছে, যা সাধারণ মানুষের চোখ এড়ায় না। সেটি হলো;সরকারি বিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক নিজেদের সন্তানদের বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়াতে বেশি আগ্রহী।

অবশ্যই এটি তাঁদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। প্রত্যেক অভিভাবকের মতো তাঁরাও সন্তানের জন্য সর্বোত্তম শিক্ষার পরিবেশ খুঁজবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি একটি অস্বস্তিকর প্রশ্নের জন্ম দেয়। একজন শিক্ষক দিনের পর দিন যে বিদ্যালয়ে পড়ান, যে শিক্ষাব্যবস্থার অংশ তিনি নিজে, নিজের সন্তানের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে যদি সেই ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে না পারেন, তাহলে একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত বা শ্রমজীবী অভিভাবক কীভাবে সেই আস্থা অর্জন করবেন?

একজন কৃষক যদি নিজের জমির ধান না খান, একজন চিকিৎসক যদি নিজের চিকিৎসার উপর ভরসা না করেন, কিংবা একজন কারিগর যদি নিজের তৈরি জিনিস ব্যবহার না করেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই প্রশ্ন উঠে আসে। কারণ বিদ্যালয় শুধু একটি ভবন নয়; এটি বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠান। সেই বিশ্বাসে যখন চিড় ধরে, তখন সংকট আরও গভীর হয়ে ওঠে।

সব সরকারি শিক্ষককে এক চোখে দেখা অবশ্যই অন্যায় হবে। আজও বহু শিক্ষক আছেন, যাঁরা প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলে সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াচ্ছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় বহু সরকারি বিদ্যালয় অসাধারণ ফল করছে। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার একটি অংশে আত্মতুষ্টি, জবাবদিহির অভাব এবং কর্মস্পৃহাহীনতার অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে জমা হয়েছে।

সমাজে এমন একটি ধারণা তৈরি হয়েছে যে, কিছু শিক্ষক চাকরির নিরাপত্তা এবং নির্দিষ্ট বেতনের নিশ্চয়তার কারণে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত উদ্যোগী হতে চান না। তআমাদের পড়িয়ে কী হবে, মাইনে তো সুরক্ষিতদ;এই ধরনের মানসিকতা বাস্তবে যতটা থাকুক বা না থাকুক, মানুষের মনে এর অস্তিত্বই যথেষ্ট ক্ষতিকর। কারণ শিক্ষা এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে শুধু দায়িত্ব পালন করলেই হয় না, মানুষের আস্থাও অর্জন করতে হয়।

সবচেয়ে বড় কথা, সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাই চাইলে এই ব্যবস্থার চেহারা বদলে দিতে পারেন। তাঁরা শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণশক্তি। তাঁদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক প্রভাব;সবকিছু মিলিয়ে তাঁরা পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি হতে পারেন। যদি তাঁরা বিদ্যালয়কে কেবল চাকরির স্থান হিসেবে না দেখে সামাজিক দায়িত্বের ক্ষেত্র হিসেবে ভাবেন, তাহলে সরকারি বিদ্যালয়ের প্রতি মানুষের বিশ্বাসও ধীরে ধীরে ফিরে আসবে।

আসলে সমস্যাটি কোনো ব্যক্তির নয়; এটি একটি বৃহত্তর নীতিগত সংকট। সরকারকে তাই আরও গভীরভাবে ভাবতে হবে;কেন সরকারি বিদ্যালয়গুলো মানুষের আস্থা হারাচ্ছে? কেন শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী এবং মধ্যবিত্তের বড় অংশ নিজেদের সন্তানদের জন্য বেসরকারি বিদ্যালয়কে বেশি নিরাপদ মনে করছেন? কোথায় ঘাটতি? অবকাঠামোয়, শিক্ষার মানে, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায়, নাকি জবাবদিহির সংস্কৃতিতে?

এই আস্থাহীনতার সুযোগেই বেসরকারি শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। মধ্যবিত্ত পরিবার জানে খরচ বেশি, তবুও তারা বেসরকারি স্কুলে সন্তানের ভর্তি করায়। কারণ তারা মনে করে, এটাই হয়তো ভবিষ্যৎ সুরক্ষার একমাত্র পথ। বাস্তবে এই মানসিকতাই শিক্ষাবাজারকে আরও শক্তিশালী করছে।

আজ প্রয়োজন শিক্ষাকে নতুন করে ভাবার। শিক্ষা কোনো সাধারণ পণ্য নয়, যা বাজারের নিয়মে ছেড়ে দেওয়া যায়। শিক্ষা একটি সাংবিধানিক অধিকার, একটি সামাজিক দায়িত্ব এবং একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের ভিত্তি। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি। বেসরকারি স্কুলগুলির ফি কাঠামো স্পষ্ট হতে হবে। অভিভাবকদের উপর অপ্রয়োজনীয় আর্থিক চাপ সৃষ্টি করা বন্ধ করতে হবে। বই, ইউনিফর্ম এবং অন্যান্য সামগ্রী কেনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

তবে দীর্ঘমেয়াদে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার। দেশের প্রতিটি সরকারি বিদ্যালয়কে এমন মানে উন্নীত করতে হবে, যাতে একজন সাধারণ অভিভাবক নির্দ্বিধায় সেখানে নিজের সন্তানকে পাঠাতে পারেন। পর্যাপ্ত শিক্ষক, আধুনিক অবকাঠামো, প্রযুক্তিগত সুযোগ এবং জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ছাড়া এই পরিবর্তন সম্ভব নয়।

একটি সভ্য সমাজের পরিচয় তার অট্টালিকার উচ্চতায় নয়, তার বিদ্যালয়ের মানে। যে সমাজ তার শিশুদের শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয় না, সে সমাজ দীর্ঘমেয়াদে উন্নত হতে পারে না। আর যে সমাজে শিক্ষা ক্রমশ ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, সেখানে সামাজিক বৈষম্য আরও গভীর হয়।

আজ ভারতের মধ্যবিত্ত যে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, তা কেবল মাসের শেষে ফি জমা দেওয়ার উদ্বেগ নয়। সেটি আসলে একটি বৃহত্তর প্রশ্নের প্রতিধ্বনি;আমরা কি এমন একটি দেশ গড়ছি, যেখানে শিক্ষার অধিকার সবার জন্য সমান থাকবে, নাকি এমন একটি সমাজের দিকে এগোচ্ছি, যেখানে ভালো শিক্ষা কেবল অর্থবানদের নাগালে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে?

শিক্ষা তাই ব্যবসার পণ্য নয়, জাতির বিবেক। সেই বিবেককে রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, সমাজের এবং আমাদের সকলের। আজকের শিশুদের চোখে যে স্বপ্ন জ্বলছে, তাকে টাকার অঙ্কে মাপা শুরু করলে আগামী দিনের ভারতও একদিন তার সবচেয়ে বড় সম্পদ;মানুষকে;হারিয়ে ফেলবে। তখন হয়তো আমাদের কাছে স্কুল থাকবে, ডিগ্রি থাকবে, প্রযুক্তি থাকবে, কিন্তু থাকবে না সেই মুক্তচিন্তার মানুষ, যাদের উপর দাঁড়িয়ে একটি সভ্য জাতি নিজের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে।

(মতামত ব্যক্তিগত)

আজ শহরের একটি বেসরকারি স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করানোর অর্থ কেবল পড়াশোনার সুযোগ নিশ্চিত করা নয়; বরং একটি ব্যয়বহুল অর্থনৈতিক যাত্রার সূচনা। টিউশন ফি, ভর্তি ফি, উন্নয়ন ফি, প্রযুক্তি ফি, কার্যক্রম ফি, বার্ষিক চার্জ, পরিবহণ খরচ;তালিকা দীর্ঘ। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বই, খাতা, ইউনিফর্ম, জুতো, ব্যাগ এবং কোচিংয়ের খরচ। অনেক সময় অভিভাবকরা নিজেরাই বুঝতে পারেন না, কোন খাতে কীসের জন্য টাকা নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা যেন সামাজিক অধিকারের পরিবর্তে একটি ক্রমবর্ধমান ব্যয়বহুল পরিষেবা। আরও উদ্বেগজনক হলো, এই ব্যয় কেবল শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। নির্দিষ্ট প্রকাশকের বই, নির্দিষ্ট দোকানের ইউনিফর্ম, নির্দিষ্ট ধরনের ব্যাগ;সবকিছুই যেন আগে থেকে নির্ধারিত। প্রতি বছর সামান্য পরিবর্তনের অজুহাতে নতুন বই চালু হয়, যাতে পুরোনো বইয়ের পুনর্ব্যবহার সম্ভব না হয়। ফলে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয় এক নতুন ভোগবাদী সংস্কৃতি, যার বোঝা শেষ পর্যন্ত এসে পড়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের কাঁধে। এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় শিকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কারণ দরিদ্র মানুষের জন্য কিছু সরকারি সহায়তা থাকে, ধনী মানুষের কাছে খরচের সমস্যা থাকে না; কিন্তু মাঝখানে থাকা এই বিশাল শ্রেণিটি সব চাপ নিজের কাঁধে বহন করে। তারা না পারে প্রতিবাদ করতে, না পারে বিকল্প খুঁজে নিতে। কারণ তাদের মনে একটি স্থায়ী ভয় কাজ করে;সন্তানের ভবিষ্যৎ কি ঝুঁকির মুখে পড়বে?

সুলভ শৌচালয়ের ওপর বাড়ি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: গ্রাম পঞ্চায়েতের সুলভ শৌচালয়ের ওপর আস্ত দোতলা একটি বাড়িকে কেন্দ্র করে খণ্ডঘোষে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা। পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ বিধানসভার খণ্ডঘোষ পাঠানপাড়া এলাকায় পাঠানপাড়া বাস স্ট্যান্ডের পিছনে সাধারণ মানুষ ও বাসযাত্রীদের জন্য সরকারি অর্থে তৈরি হয়েছিল একটি সুলভ শৌচালয়। তবে সেই সুলভ শৌচালয়ের ওপর দোতলা বাড়িকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

কী ভাবে সরকারি সুলভ শৌচালয়ের ওপর একটি দোতলা বাড়ি তৈরি করা হয়, সেই নিয়ে উঠছে নানা মহলে প্রশ্ন, কে বা কারা ওই বাড়ির মালিক কে, সুলভ শৌচালয়ের উপরে দোতলা বাড়ি নির্মাণ করার অনুমতি দিল। সে নিয়েও রহস্য দানা বাঁধছে। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা কৃষ্ণকান্ত হালদার বলেন তৃণমূলের আমলে কোনও কিছুই অসম্ভব ছিল না। তারই একটা উদাহরণ সুলভ শৌচালয়ের ওপর আস্ত দোতলা বাড়ি। ২০২০ সালে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি তথা তৃণমূল নেতা দেবু টুডু আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সুলভ শৌচালয়টির উদ্বোধন করেন।

তিনি আরও বলেন, বিষয়টি তারা প্রশাসনের কাছে লিখিত ভাবে অভিযোগ জানাবেন। কিভাবে একটি সরকারি সুলভ শৌচালয়ের ওপর দোতলা বাড়ি তৈরি করা হয়। বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করার জন্য আবেদনও জানানো হবে। অবৈধ ভাবে যদি বাড়িটি তৈরি হয়ে থাকে তা হলে দ্রুত বাড়িটি ভেঙে ফেলতে হবে। এর পিছনে কে বা কার মদত রয়েছে তা তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ভাবে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে প্রশাসনকে।

দুর্নীতির অভিযোগে প্রধানের অপসারণ চেয়ে অনাস্থা প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অপসারণ চেয়ে অনাস্থা প্রস্তাব। শুক্রবার এই ঘটনাটি ঘটেছে বাদুড়িয়া বিধানসভার শায়েস্তানগর ১ নম্বর পঞ্চায়েতে। অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধানের নাম জেসমিনারা খাতুন। অভিযোগ, প্রধান জেসমিনারা খাতুন এবং তাঁর স্বামী বাংলাদেশি। প্রধানের লেটার প্যাড, স্ট্যাম্প, সই নকল করে ব্যবহার করতেন তাঁর স্বামী। আর এই পুরোটাই প্রধানের মদতে হত। এছাড়াও প্রধান এবং তার স্বামী দু'জনেই মিলে একাধিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি পঞ্চায়েতের উন্নয়নের টাকা তছরূপের অভিযোগ আছে তাঁর বিরুদ্ধে এমনই দাবি অন্যান্য সদস্যদের। তাই প্রধানের অপসারণের দাবিতে এদিন ১৭ জন মেম্বারের মধ্যে ১২ জন অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন। এদের মধ্যে ১০ জন তৃণমূলের মেম্বার, ১ জন বিজেপির মেম্বার, একজন নির্দলের মেম্বার-সহ মোট ১২ জন মেম্বার এই অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করে। পরবর্তীতে ঠিক হবে কে প্রধান হবে।

গ্রামীণ পুরুষ চিকিৎসকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পুরুষ গ্রামীণ চিকিৎসকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকল অন্নপূর্ণা যোজনার ৩ হাজার টাকা। ঘটনাটি নদিয়ার ভীমপুর থানার চাঁদপুর গ্রামের। পেশায় গ্রামীণ চিকিৎসক সঞ্জিত বিশ্বাস তিনি প্রতি মাসে সরকারি বৃদ্ধ ভাতা পান। বৃহস্পতিবার স্থানীয় একটি সাইবার ক্যাফেতে তার বৃদ্ধ ভাতা ঢুকেছে কিনা তা চেক করতে যান। এখানে গিয়েই দেখতে পারেন, তার অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার ৩ হাজার টাকা ঢুকেছে। যেখানে এতদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যাচ্ছে পুরুষ ব্যক্তিদের অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণ ভান্ডারে টাকা ঢুকত তার ব্যতিক্রমী চিত্র এবার অন্নপূর্ণা দুজনার ক্ষেত্রেও। ঠিক একই রকমই নদিয়া জেলার ভীমপুর থানার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামের পেশায় গ্রামীণ চিকিৎসকের ব্যাংক একাউন্টে ঢুকলো অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের তিন হাজার টাকা। গ্রামীন চিকিৎসক সঞ্জিত বিশ্বাস এই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকলেও সঞ্জিতবাবু সেই ৩ হাজার টাকা অ্যাকাউন্ট তোলেননি। তিনি যে বৃদ্ধ ভাতা পান মাসে মাসে সেই টাকাই তিনি তুলেছেন এবং তিনি জানান, 'আমি জানি না আমার এই অন্নপূর্ণা যোজনার ৩ হাজার টাকা কী ভাবে আমার অ্যাকাউন্টে ঢুকল?' রাজ্যজুড়ে অন্নপূর্ণা যোজনা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কী ভাবে পুরুষের অ্যাকাউন্টে এই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকল তা নিয়ে শুরু হয়েছে বিস্তর জল্পনা। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গ্রামীণ চিকিৎসক নিজেও বুঝতে পারছেন না কী ভাবে তার একাউন্টে এই তিন হাজার টাকা ঢুকল। তবে এই বিষয়টি তিনি পঞ্চায়েতের সদস্য সহ প্রধানকে জানাবেন এবং সরকারি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই টাকা যাতে সরকারের কোষাগারে জমা হয় তার ব্যবস্থার জন্য যা যা করণীয় সেটা করবেন বলে আমাদেরকে জানান। তবে গোটা ঘটনা এলাকায় বিশেষ চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

নব্য বিজেপির লোকজনের হাতে আক্রান্ত আদি গেরুয়ার তিন কর্মী!

নিজস্ব প্রতিবদন, হুগলি: হুগলির পোলবা-দাদপুর ব্লকে নব্য বিজেপির লোকজনের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন আদি বিজেপির তিন কর্মী বলে অভিযোগ। বিজেপির লোকজনের হাতেই আক্রান্ত হলেন বিজেপির কর্মীরা। সিন্ডিকেট চালানোর প্রতিবাদ করায় মারধর করা হয়েছে তাঁদের বলে অভিযোগ। আহতদের ভর্তি করা হয়েছে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে। এই নিয়ে অভিযোগ দায়ের হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে খবর, আক্রান্ত হওয়ার এই ঘটনা ঘটেছে পোলবা-দাদপুর ব্লকের মাকালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ওই ঘটনায় আহত ষষ্ঠীচরণ আদক ধনিয়াখালির ২৬৩ নম্বর বুথের বিজেপি সভাপতি। তাঁর সঙ্গেই আক্রান্ত হয়েছেন শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ চন্দন চৌবে এবং বিজেপির মণ্ডল ১-এর সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়। আহতদের প্রথমে পোলবা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।পরে সেখান থেকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁদের।

আক্রান্ত ওই বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ,মাকালপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান ও কয়েক জন ঠিকাদারের সঙ্গে বসে সিন্ডিকেট নিয়ে আলোচনা করছিলেন নব্য বিজেপি নেতা পার্থসারথি ঘোষ। কী বিষয় নিয়ে প্রধানের সঙ্গে কাঁচের ঘরে ঠিকাদার নিয়ে আলোচনা জানতে চাওয়ায় তাঁদের সঙ্গে বচসা হয়। তার পরে রাস্তার মোড়ে লোক জড়ো করে লাঠি বাঁশ দিয়ে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয় তাঁদের।

আহত বিজেপি কর্মীদের দাবি, আগে যারা তৃণমূল করতেন, ভোটের ফল বেরনোর পর তারাই বিজেপি হয়েছেন। এখন ওই নেতারাই তাঁদের মত পুরনো বিজেপি কর্মীদের আক্রমণ করছেন। যদিও এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান এবং অভিযুক্তরা। দাদপুর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনায় এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

মা আহার কেন্দ্রে মাছ-ভাতের সূচনা বিধায়ক সুকান্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে রামজীবনপুর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের হোগলা প্রজেক্ট এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। 'একটি গাছ মায়ের প্রাণ' এই বার্তাকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সুকান্ত দোলুই, চন্দ্রকোনা থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক পুরুষোত্তম পান্ডে, রামজীবনপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কল্যাণ তেওয়ারি এবং রামজীবনপুর ফাঁড়ির পুলিশ আধিকারিক সুমন মল্লিক।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুকান্ত দোলুই বলেন, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে প্রতি বছর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত জরুরি। তিনি পশ্চিমবঙ্গবাসী তথা চন্দ্রকোনা বিধানসভার সকল নাগরিকের কাছে আবেদন জানান, প্রত্যেকে যেন নিজের মায়ের নামে অন্তত একটি গাছ রোপণ করেন এবং মায়ের মতোই তার যত্ন নেন। এরপর রামজীবনপুরের মা আহার কেন্দ্রে পরিদর্শনে যান বিধায়ক। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামতো সপ্তাহে দু'দিন মাছ-ভাত পরিবেশনের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন তিনি। এদিন থেকেই রামজীবনপুর মা আহার কেন্দ্রে মাছ-ভাত পরিবেশন শুরু হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সারা বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। ৫ জুন মানেই পরিবেশ রক্ষার শপথ। সেই মতো আরামবাগ মহকুমা জুড়েই বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে। পরিবেশ দিবস পালিত হয়। খানাকুলের ফুটবল মাঠে থানার ওসি সমীর মুখার্জি, বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ ও প্রধান শিক্ষক অমিত আঢ্যের উপস্থিতিতে পরিবেশ দিবস পালিত হয় এবং বৃক্ষরোপণ হয়। আরামবাগ হাইস্কুলে 'এক পের মাকে নাম' কর্মসূচি হয়।

গাছ মাস্টার ভবানী প্রসাদ দাস বলেন, পরিবেশ দিবস পালনে মধ্য দিয়ে গাছ লাগতে হবে। সারা বছর ধরে পরিবেশ দিবস পালন করতে হবে এবং লাগাতার গাছ লাগাতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য গাছ লাগাতে হবে। একটি গাছ মায়ের নামে, এই কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ বার্তা দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ উপস্থিত ছিলেন। গোঘাট দু' নম্বর ব্লকের আনুর এলাকার পিএইচই দপ্তরে, পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশেষ করে, বৃক্ষরোপণ ও জল সংরক্ষণ থেকে শুরু করে জলের অপচয় বন্ধের জন্য শপথ নেওয়া হয়।

পাশাপাশি চলে পরিবেশ রক্ষা নিয়ে বিশেষ আলোচনা। ওই দপ্তর চত্বরে বৃক্ষরোপণ করেন পিএইচই দপ্তরের কর্মী ও আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন আনুর এলাকার বিশিষ্ট মানুষ গৌতম ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে প্রবীন মানুষেরা এবং ওই দপ্তরের কর্মী রাম ব্যানার্জী সহ অন্যান্য কর্মীরা। এই বিষয়ে গোঘাট এক নম্বর ব্লকের পিএইচই দপ্তরের বিপিএম তুহিনকুমার ঘোষ বলেন, ৫ জুন পরিবেশ দিবস। এদিন আনুর জল প্রকল্পের অফিসে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

অপরদিকে গোঘাট দু' নম্বর ব্লকের বিপিএম প্রদীপকুমার খান বলেন, 'জল জীবন প্রকল্পের মাধ্যমে ৫ জুন পরিবেশ দিবস পালন করছি। আমরা এখানে পরিবেশ বাঁচাতে বিশেষ শপথ নিয়েছি। গাছ লাগিয়েছি।' ওই এলাকার প্রবীণ মানুষ গৌতম ভট্টাচার্য বলেন, পরিবেশ বাঁচাতে হলে গাছ লাগাতে হবে। অপরদিকে গোঘাট এক নম্বর ব্লক ও পুড়শুড়াতেও পরিবেশ দিবস পালন করা হয়।

বাঁকুড়ায় পরিবেশ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিশ্ব পরিবেশ দিবস বাঁকুড়া জেলায় পালিত হল নানা অনুষ্ঠানে ও বিপুল উৎসাহে।

বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানার উদ্যোগে ছোটটিহি গ্রাম ও প্রাইমারি স্কুল চত্বরে গাছ লাগানো হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, পড়ুয়া ও গ্রামবাসীর এতে অংশ নেন। বাঁকুড়া জেলা স্কুলের সামনে বিধায়ক ও বিজেপির উদ্যোগে গাছ লাগানো হয়। পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডসের পক্ষ থেকে জেলার তিন মহকুমায় ৫টি করে পুকুর পরিষ্কার করা হয়।

সংস্থার সভাপতি সঙ্গীতা বিশ্বাস ও সম্পাদক ঝর্না গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, বৃষ্টির জল যখন যেখানে যতটুকু পড়বে তা ধরে রেখে জল সমৃদ্ধ ও সবুজ এলাকা গড়ার জন্য জলাশয় পরিষ্কারের এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। পুকুরে পদ্ম ও মাছ চাষ করে আয় করতে পারবেন গ্রামবাসীরা। সেই জল চাষ ও অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে। এতে পরিবেশের লাভ হবে বেশি। এলাকা ঠান্ডা হবে, মাটির নির জলস্তর বাড়বে, প্রকৃতি সবুজ, দূষণমুক্ত ও ঠান্ডা হবে। জলচক্র, বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র সুরক্ষিত থাকবে।

অন্যদিকে এই দিনটি কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের আয়োজিত এনভাইরনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালে বিভিন্ন সময় অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা বেলিয়াতোড়ে পরিবেশবাদী নাটক, নাচ ও গানে পালন করে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে 'একটি গাছ মায়ের নামে' স্লোগানকে সামনে রেখে ইন্দাস বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হল। শুক্রবার এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন ইন্দাস বিধানসভার বিধায়ক নির্মল কুমার ধারা। পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে এবং মাতৃস্নেহের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই উদ্যোগ বলে জানান বিধায়ক। প্রতিটি গাছ মায়ের নামে উৎসর্গ করে সবুজায়নের বার্তা দেন তিনি।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ইন্দাসের বিডিও জুপিটার বন্দ্যোপাধ্যায়, পাত্রসায়ের সার্কেল সিআই রঞ্জিত বিশ্বাস এবং ইন্দাস থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চয়ন কুমার ঘোষ। প্রশাসনের আধিকারিকরাও বিধায়কের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গাছ লাগান। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই উদ্যোগে সামিল হন।

তোলাবাজির অভিযোগে দুর্গাপুরে তৃণমূল শ্রমিক নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে বেসরকারি শিল্পসংস্থা গ্রাফাইট ইন্ডিয়া সঙ্গে যুক্ত দুই শ্রমিক নেতা শেখ রমজান ও কার্তিক রজক ওরফে পিউকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। অভিযোগ, চাকরি দেওয়ার নামে তোলাবাজি, শ্রমিকদের মধ্যে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা-সহ একাধিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে তাঁরা জড়িত ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অভিযোগগুলির ভিত্তিতে কোকওভেন থানায় একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। শুক্রবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালনে। পেশ করা হয়। থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় অভিযুক্তদের দেখে বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান এবং 'চোর চোর' স্লোগান তোলেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আদালত চত্বর ও আশপাশের এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

SBI রিটেল অ্যাসেট স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস সেন্টার দুর্গাপুর সিটি সেন্টার শাখা প্রেমিসেস, ২য় তল সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর - ৭১৩২১৬ বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩ ২১৬ পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

রামকৃষ্ণ রায়ের নামে মূল রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ০২০৬০৩৩৩৫/২০১৫ তারিখ ১৯.০৫.২০১৫ এর হারানোর বিষয়ে

[illegible]

তারিখ : ০৬.০৬.২০২৬
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, দুর্গাপুর শাখা

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নাদনঘাট শাখা
ই-মেল : sbi.06194@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই, নাদানঘাট শাখা** থেকে স্বর্ণ ঋণ গ্রহণ করেছিলেন এবং নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী উক্ত ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এইরকম পরিস্থিতিতে, যাঁরা নোটিশ/নোটিশসমূহের যথাযথ উত্তর প্রদান করেননি অথবা যাঁদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত নোটিশ বিলি না হয়ে ফেরত এসেছে, সেই সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যে, যদি আগামী **১৭.০৬.২০২৬** তারিখের পূর্বে উক্ত স্বর্ণ ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাঙ্ক পূর্ববর্তী দিনের কোনো নোটিশ ছাড়াই উক্ত বন্ধকী অলঙ্কার বিক্রয় করবে এবং নিলামের নির্দিষ্ট দিনে বন্ধকী অলঙ্কারসমূহ কোনো প্রকার অতিরিক্ত নোটিশ ব্যতিরেকেই নিম্নোল্লিখিত তারিখ ও সময়ে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রাঙ্গণ/গোল্ড হাব-এ প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা হবে।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৭.০৬.২০২৬	দুপুর ০২.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সিটি	গ্রস ওজন ৫.৫ গ্রাম নিট ওজন ৫.২ গ্রাম	২টি পলাপাতি
২.	১৭.০৬.২০২৬	দুপুর ০২.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সিটি	গ্রস ওজন ৬.৯ গ্রাম নিট ওজন ৬.৫ গ্রাম	২টি কানের দুল
৩.	১৭.০৬.২০২৬	দুপুর ০২.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সিটি	গ্রস ওজন ৩.৪ গ্রাম নিট ওজন ২.৪ গ্রাম	১টি পাথর সহ আংটি

তারিখ: ০৬.০৬.২০২৬
স্থান: বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই নাদনঘাট শাখা

SBI এসবিআই এইচএলসি বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল) ১/১৬ ভিআইপি রোড
কলকাতা - ৭০০০৫৪ ইমেল আইডি - sbi.15342@ sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/C No- Home Loan- 42426962430, Suraksha Loan- 42426938452

যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বিধাননগর নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর (২০০২ এর নং ৩) রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২৩.০৩.২০২৬ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী সঞ্জীব কুমার ঘোষ, পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ ২৮, বাগদি পাড়া লেন, সৈদাবাদ, নিমতলা পাড়া, খাগড়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০৩ এবং ফ্ল্যাট ২০১, ২য় তল, জি প্লাস ৪ স্টোরিড বিল্ডিং, প্রেমিসেস ১৩৮/এ, বিধান পার্ক, হোল্ডিং ১১৬৪, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৯০** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৭,৫৬,১৩৫ টাকা (সাতাশ লাখ ছাপান্ন হাজার একশ পঁয়ত্রিশ টাকা) ২৩.০৩.২০২৬ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৪ জুন ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বিধানগর** নিকট বকেয়া **২৭,৫৬,১৩৫ টাকা (সাতাশ লাখ ছাপান্ন হাজার একশ পঁয়ত্রিশ টাকা) ২৩.০৩.২০২৬ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ। **ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

অংশ -১ :
(অনুগ্রহ করে সমুদয় সকল দায়বদ্ধ সম্পত্তি, উল্লেখ্য চালু সম্পদ, মজুত, বুক ডেটস, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ার্স এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি নথিতে (তপশিল বি) উল্লেখ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে : নেই

অংশ -২
(সমুদয় জমি এবং ভবনের বিবরণ) :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া **২৮০৮ বর্গফুট সমপরিমাপ ৩ কাঠা ১৪ ছটাক ১৮ বর্গফুট** কমবেশি তদস্থিত জি-৪ তলা ভবন লিফট সুবিধা সহ, অবস্থিত মৌজা- নৈনান পূর্ব, জেএল নং ১০, সিএস এবং এলআর দাগ নং ২০৭ (অংশ), ২০৮(অংশ), ২০৯(অংশ) এবং ২১০ (অংশ), খতিয়ান নং ১২৮ হোল্ডিং নং ১১৬৪, প্রেমিসেস নং ১৩৮/এ/এফ-২০১, বিধান পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৯০, থানা : বরানগর, এডিএসআরও কাশীপুর দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ২১ বরানগর পুরসভা অধীন, চৌহদ্দি : **উত্তরে :** প্লট নং ১৩৮, বিধান পার্ক। **দক্ষিণে :** প্লট নং ১৩৮ বি বিধান পার্ক। **পূর্বে :** পুকুর। **পশ্চিমে :** রোড।

তারিখ : ০৪.০৬.২০২৬
স্থান : বিধাননগর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

GAGAN KUNJ CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED
(Registered under the West Bengal Co-operative Societies act XL of 2006)
[Registration No. 28/RTAH/MIG of 2018 Dated 23.03.2018]
Registered address: C/o, Anil Kumar Chowdhury, 32P, Gora Chand Bose Road, P.O. – Beadon Street, P.S. – Burtolla, Kolkata – 700 006.

Ref... Date:...

Election to the Board of Directors of the society is going to take place at the Co-operation Directorate, RATH Cell, WBHIDCO BHAWAN (Ground Floor) on 09-07-2026, 12.00pm

Name of Members	Father's/Husband's Name	Serial No.	Admission Date
Snehlata Sinha	W/O, Alakh Kumar Ranjan	9	30.11.2021
Manish Kumar	S/O, Surendra Kumar Pandit	10	30.11.2021
Sanjay Kumar Vish-wakarma	S/O,Rameshwar Prasad Vish-wakarma	11	30.11.2021
Upendra Prasad	S/O, Birendra Prasad	12	30.11.2021
Sudhansu Sekher Maity	S/O, Late Fakir Chandra Maity	13	20.02.2023
Debasis Maiti	S/O, Late Mriganka Sekher Maity	14	20.02.2023
Indrajeet Kumar	S/O, Indradeo Prasad	15	20.02.2023
Munindra Kakati	S/O, Late Jogendra Kakati	16	19.02.2024

If anybody has objection can file objection on or before 15/06/2026 in any official day under Govt. of W.B. at WBHIDCO BHAWAN (Ground Floor) between 12 Noon-5.00P.M. before Sushmita Chakrabarti, CDO, Cooperation Directorate, RATH Cell & Assistant Returning Officer, Gagan Kunj Co-operative Housing Society Ltd.

BY ORDER
SUSHMITA CHAKRABARTI
CDO & ARO, GAGAN KUNJ CHS LTD.

केनरा बैंक **Canara Bank**
भारत सरकार का उपक्रम
A Govt. of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখা
বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ই-মেইল : cb2364@canarabank.com

ই-নিলামের তারিখ ০৭.০৭.২০২৬

এতদ্দ্বারা এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২' এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২'-এর বিধানাবলীর অধীনে গঠনমূলক দখলে গৃহীত, এতদ্বিপাশে বর্ণিত সম্পত্তিসমূহ নিম্নোক্তভাবে ই-নিলামের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রয় করা হবে :
নিম্নলিখিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সাপেক্ষে নিম্নোক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) জামিনদত্ত ঋণদাতার নাম এবং ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	ক) দায় (বকেয়া সুদ সহ) খ) ১৩(২) অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ গ) ১৩(৪) অধীনে দখল নোটিশের তারিখ	অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) শাখা এবং রিজিওনাল অফিসের সহিত যোগাযোগের ব্যক্তি ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখা** ৬ষ্ঠ তল, বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **খ) শ্রী জয়ন্ত কুমার মন্ডল (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে আইনি প্রতিনিধিগণ মাধ্যমে)** পিতা শ্রী অসীম মন্ডল, গ্রাম রায়নগর, গোরেরহাট রোড, পো : দক্ষিণ বারাসত, থানা : জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪৩৩৭২। **শ্রীমতি প্রতিমা মন্ডল (সহ ঋণগ্রহীতা)** স্বামী শ্রী জয়ন্ত কুমার মন্ডল, গ্রাম রায়নগর, গোরেরহাট রোড, পো : দক্ষিণ বারাসত, থানা : জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪৩৩৭২।	**ক) ৩৮,৬৬,২৬৫.৩২ টাকা** (আটত্রিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার দুইশত পঁয়ষট্টি টাকা এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে **০১.০৬.২০২৬** থেকে পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ ও চার্জসমূহ। **খ) ২৮.০১.২০২৬** **গ) ০২.০৪.২০২৬**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ভবন এবং জমি পরিমাপ আনুমানিক ৯.২৫ শতক, মৌজা- রায়নগর, জেএল নং ৪৯, তৌজি নং ৩৭৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৯৩, দাগ নং ৭৯৫ এবং ৯১৪, আরএস খতিয়ান নং ২১১ এবং ৭৩৩, প্রেমিসেস নং গ্রাম -রায়নগর, গোরেরহাট রোড, পো : দক্ষিণ বারাসত, থানা : জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ -৭৪৩৩৭২। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** - উত্তরে: সদানন্দ সর্দারের প্লট। দক্ষিণে : ধীরেন্দ্র নাথ মন্ডলের প্লট। পূর্বে : জয়কৃষ্ণ দাসের প্লট। পশ্চিমে : পিডব্লুডি রোড। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)**	**ক) ৫৪,৬১,০০০.০০ টাকা** (চুয়ান্ন লক্ষ একষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৫,৪৬,১০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার একশত টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাংক, এআরএম শাখা, কলকাতা, মোবা. ৯০৫১৮৮২৩৬৪** **ঙ) ৫,৪৬,১০০.০০ টাকার ইএমডি BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে অর্থ যোগ করে জমা করতে হবে।**
২.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখা** ৬ষ্ঠ তল, বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **খ) মেসার্স প্যারাগন এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** ১, মেহের আলি রোড, (২য় তল) কলকাতা-৭০০০১৭। **শ্রী শেখ কামালউদ্দিন (অংশীদার)** ৭বি, সার্কাস রো, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৭। **শ্রী জুবের আলম (অংশীদার)** ১, মেহের আলি রোড, (২য়তল) কলকাতা-৭০০০১৭।	**ক) ২,৩৯,২৯,৯৭৬.৮৫ টাকা** (দুই কোটি উনচল্লিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার নয়শত ছিয়াত্তর টাকা এবং পঁচাশি পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে **০১.০৬.২০২৬** থেকে পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ ও চার্জসমূহ। **খ) ০৬.০৯.২০২৫** **গ) ১৮.১১.২০২৫**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ কমবেশি ২ কাঠা ৮ ছটাক তদস্থিত পুরানো এবং ভগ্নদশা দোতলা ইটের ভবন ১০০০ বর্গফুট নির্মাণ বসবাসের ভবন অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭বি, সার্কাস রো, (পূর্বতন ৭ সার্কাস রো),থানা : বেনিয়াপুকুর, কলকাতা এডিএসআর অফিস শিয়ালদহ, স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন ওয়ার্ড নং ৬৪, অ্যাসেসি নং ১১-০৬৪-০৮-০০০৭-০, বা অন্যভাবে উক্ত জমির পরম্পরা প্রেমিসেস এংব সকল ফিটিংস ফিক্সচার অন্যান্য সামগ্রি এবং অন্যান্য সুবিধা সিউয়ার স্যানিটেশন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ সামগ্রিকভাবে সমুদয় ব্যবহারের সুবিধা পাথওয়ে উক্ত জমির রাজস্ব আদায় জমি এবং নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ্য পরিশিষ্ট প্ল্যান চিহ্নিত লাল কালিতে সমুদয় অংশ চৌহদ্দি : উত্তরে প্রেমিসেস ৭৪, থিয়েটার রোড বর্তমানে শেক্সপিয়ার সরণি, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ৬, সার্কাস রো (অংশ) এবং অংশ সাধারণ চলার পথ। পূর্বে : অংশ প্রেমিসেস ৭ এবং ৭সি, সার্কাস রো এবং ১৫.৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৫, সার্কাস রো **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)**	**ক) ২,৪৭,০০,০০০.০০ টাকা** (দুই কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ২৪,৭০,০০০.০০ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাংক, এআরএম শাখা, কলকাতা, মোবা. ৯০৫১৮৮২৩৬৪** **ঙ) ২৪,৭০,০০০.০০ টাকার ইএমডি BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে অর্থ যোগ করে জমা করতে হবে।**
৩.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখা** ৬ষ্ঠ তল, বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **খ) প্রয়াত তাজমেল হক প্রয়াত ঋণগ্রহীতা এর সকল আইনি উত্তরাধিকারীগণ** প্রযত্নে হারান আলি মন্ডল, কালিগঞ্জ বিলাসপুর, নাছারেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪২৩০৫। **শ্রীমতি আয়েশা বিবি (প্রয়াত তাজমেল হক প্রয়াত ঋণগ্রহীতা এর সকল আইনি উত্তরাধিকারী)** স্বামী তাজমেল হক প্রযত্নে হারান আলি মন্ডল, কালিগঞ্জ বিলাসপুর, নাছারেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪২৩০৫। **শ্রী ইলিয়াস কাঞ্চন (প্রয়াত তাজমেল হক প্রয়াত ঋণগ্রহীতা এর সকল আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা তাজমেল হক প্রযত্নে হারান আলি মন্ডল, কালিগঞ্জ বিলাসপুর, নাছারেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪২৩০৫। **শ্রী ওলিয়াস কাঞ্চন (প্রয়াত তাজমেল হক প্রয়াত ঋণগ্রহীতা এর সকল আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা তাজমেল হক প্রযত্নে হারান আলি মন্ডল, কালিগঞ্জ বিলাসপুর, নাছারেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪২৩০৫। **শ্রী জুলিয়াস কাঞ্চন (প্রয়াত তাজমেল হক প্রয়াত ঋণগ্রহীতা এর সকল আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা তাজমেল হক প্রযত্নে হারান আলি মন্ডল, কালিগঞ্জ বিলাসপুর, নাছারেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪২৩০৫।	**ক) ৪১,৫৪,০৯৩.৫৫ টাকা** (একচল্লিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিরানব্বই টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে **০১.০৬.২০২৬** থেকে পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ ও চার্জসমূহ। **খ) ০৬.০১.২০২৬** **গ) ১৯.০৩.২০২৬**	**সম্পত্তি -১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন পরিমাপ আনুমানিক ২ ডেসিমেল মৌজা - বিলাসপুর নাচেরেরপাড়া, জেএল নং ৩৮, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৫৪, এলআর খতিয়ান নং ১২৪৬ (এলআর) সাদিকারদিয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন , থানা : জলঙ্গী, জেলা : মুর্শিদাবাদ, **সম্পত্তি শ্রী তাজমেল হক এর নামে।** **চৌহদ্দি :** উত্তরে : খালি জমি দুলাল মন্ডলের। দক্ষিণে : রোড। পূর্বে : রোড।পশ্চিমে : আবদুল কুদ্দুস এর ভবন। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)** **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি খালি জমি পরিমাপ আনুমানিক ২ ডেসিমেল মৌজা - বিলাসপুর নাচেরেরপাড়া, জেএল নং ৩৮, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৫৪, এলআর খতিয়ান নং ১২৪৬ (এলআর) সাদিকারদিয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন , থানা : জলঙ্গী, জেলা : মুর্শিদাবাদ, **সম্পত্তি শ্রী তাজমেল হক এর নামে।** **চৌহদ্দি :** উত্তরে : খালি জমি তোতন মন্ডলের। দক্ষিণে : রোড। পূর্বে : আসাদুল মন্ডলের ভবন। পশ্চিমে : জীতেন দাসের ভবন। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)**	**ক) সম্পত্তি - ১ : ১৮,৪৩,০০০.০০ টাকা** (আঠারো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **সম্পত্তি - ২ : ৩,৬০,০০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **খ) সম্পত্তি - ১ : ১,৮৪,৩০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ চুরাশি হাজার তিনশত টাকা মাত্র) **সম্পত্তি - ২ : ৩৬,০০০.০০ টাকা** (ছত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাংক, এআরএম শাখা, কলকাতা, মোবা. ৯০৫১৮৮২৩৬৪** **ঙ) সম্পত্তি - ১ : ১,৮৪,৩০০.০০ টাকা এবং সম্পত্তি - ২ : ৩৬,০০০.০০ টাকার ইএমডি BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে অর্থ যোগ করে জমা করতে হবে।**

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ০৭.০৭.২০২৬, সকাল ১১:৩০টা থেকে দুপুর ১:৩০টা পর্যন্ত, ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৬.০৭.২০২৬, বিকাল ৫টা পর্যন্ত

- নিয়ম এবং শর্তাবলী -

১. সম্পত্তিগুলো **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** এই শর্তে বিক্রি করা হবে।
২. সম্পত্তিটি সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৩. একক দরদাতার ক্ষেত্রে, দরদাতা/ক্রেতাকে বর্ধিত পরিমাণসহ দর দিতে হবে।
৪. নিলাম/দরপত্র প্রদান শুধুমাত্র পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **BAANKNET.com (https//baanknet.com/)** এর মাধ্যমে **"অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে"** অনুষ্ঠিত হবে।
৫. সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ ইএমডি (আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট) সরাসরি মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর **[BAANKNET.com (https//baanknet.com/)]** পোর্টালের ই-ওয়ালেটে জমা দিতে হবে অথবা উক্ত চালানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টের বিবরণ অনুযায়ী আরটিজিএস/এনইএফটি-এর মাধ্যমে জমা দেওয়ার জন্য চালান তৈরি করতে হবে। এই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **০৬.০৭.২০২৬ তারিখ, বিকাল ৫.০০টা।**
৬. পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা লি. -এর যোগাযোগের বিবরণ **[BAANKNET.com (https//baanknet.com/)], যোগাযোগ নম্বর ৭০৪৬৬ ১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯ ১০১৭২/ ৮২৯১২ ২২০ / ৯৮৯২২ ১৯৮৪৮/৮১৬০২০৫০৫১, ই-মেইল আইডি support.BAANKNET@psballiance.com**
৭. শাখা কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে **২২.০৬.২০২৬ থেকে ০৪.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪.০০ টার মধ্যে** সম্পত্তি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল ক্রেতা / সর্বোচ্চ দরদাতা, সর্বোচ্চ/সফল হিসেবে ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথেই বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ) জমা দেবেন এবং বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ পরিশোধ করতে হবে। যদি সফল দরদাতা / ক্রেতা উপরে উল্লিখিত বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে তার প্রদত্ত আমানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যেকোনো বিধিবদ্ধ বকেয়া/হার/কর/রেজিস্ট্রেশন ফি/বিবিধ খরচ/সরকারি বকেয়া/যেকোনো কর্তৃপক্ষের বকেয়া ইত্যাদি সকল চার্জ শুধুমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. উপরোক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের প্রতিও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি যে, যদি তাদের বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ করা না হয়, তবে উপরে উল্লিখিত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
১১. ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিলামের তারিখের পূর্বে উপরে উল্লিখিত অর্থ, হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচসহ পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় সম্পত্তিটি নিলাম/বিক্রয় করা হবে এবং যদি কোনো বকেয়া থাকে, তবে তা সুদ ও খরচসহ পরিশোধ করতে হবে।
১২. ব্যাংক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই প্রাপ্ত যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব বা দরপত্র গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান করার অথবা বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১৩. আরও বিস্তারিত তথ্য ক্যানারা ব্যাংকের ওয়েবসাইট **www.canarabank.com**-এ পাওয়া যাবে।

তারিখ : ০৫.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত কর্মকর্তা
ক্যানারা ব্যাংক

পরকীয়ার জের, শিশুকন্যাকে খুনের অভিযোগে শ্রীঘরে মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পরকীয়া সম্পর্কের জের দু'বছরের শিশুকন্যাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে শ্রীঘরে মা। খুনের কথা অকপটে স্বীকার মায়ের। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার গোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঘরিয়া নাপ্তিপাড়া এলাকায়। বাপের বাড়ি হাসনাবাদের ভেবিয়া গ্রামে স্বামী অজয় মণ্ডল। বছর ২২-এর রিয়া বিশ্বাস মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গণ্ডগোল চলছিল। তাঁদের প্রায় দু'বছরের শিশুকন্যা শ্রীনন্দা বিশ্বাস মণ্ডল। স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গণ্ডগোল ঝামেলা বচসা লেগেই থাকত। তাঁদের দু'বছরের শিশুকন্যা ছিল। এই নিয়ে একাধিকবার শ্বশুর ও বাপের বাড়ির লোকদের মধ্যে সালিশি সভা বসানো হলেও কোনও মীমাংসা হয়নি।

অভিযোগ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গণ্ডগোলের জেরে দু'বছরের শিশুকন্যাকে গলা টিপে খুন করল মা। এই খবর জানতে পেরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখে শিশুকন্যার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। হাতেনাতে আটক করে ঘাতক মাকে। তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন প্রতিবেশী থেকে শুরু করে মৃত শিশুর পরিবারের সদস্যরা। পুলিশকে খবর দিলেই ঘটনাস্থলে বসিরহাট থানার পুলিশ গিয়ে ঘাতক শিশু কন্যার মা কে গ্রেফতার করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে। মৃত শিশু কন্যার বাবা অজয় মণ্ডল পিসি মিঠু বিশ্বাসরা বলেন, 'ঘাতক রিয়ার এর আগেও একবার বিয়ে হয়েছিল। আমার দাদাকে ব্ল্যাকমেল করে বিয়ে করেছে। কঠিন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত যে ভাবে এক সন্তানকে হত্যা করল এমন শাস্তি দিক যাতে কোনও দিন যেন এমন নৃশংস ঘটনার পুনরাবৃত্তি না-ঘটে।' খুনের পিছনে কি অবৈধ সম্পর্কের জের না অন্য কোনও কারণ আছে সেটাও খতিয়ে দেখছে বসিরহাট থানার পুলিশ।

তোলাবাজি-জমি দখলের অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম শহরের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়, তোলাবাজি, হুমকি প্রদান এবং জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন ঝাড়গ্রাম পুরসভার কাউন্সিলর তথা ঝাড়গ্রাম শহর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি নবু গোয়ালা। দীর্ঘ তদন্তের পর বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে নবু গোয়ালা ও তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর বিরুদ্ধে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগকারী দাবি করেন, তাঁকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করা হয়। একইসঙ্গে একটি জমি জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টার অভিযোগও পুলিশের কাছে জমা পড়ে। অভিযোগ পাওয়ার পরই ঘটনার তদন্ত শুরু করে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। তদন্ত চলাকালীন একাধিক সাক্ষীর বয়ান, নথিপত্র এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হয়। তদন্তে উঠে আসা তথ্য ও প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার নবু গোয়ালাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

শুক্রবার ধৃত নবু গোয়ালাকে ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁর ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ হেফাজতে রেখে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তি এবং অভিযোগের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়েছে। ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ বলেন, 'এটা গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে হিটলারবাজি চলবে না, সে যেই হোক না কেন। টাকা লুঠ, জমি দখল, দুর্নীতি এবং সাধারণ মানুষের ওপর শোষণ-অত্যাচারের সঙ্গে যারা যুক্ত থাকবে, তাদের বিরুদ্ধে আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে। কেউ ছাড় পাবে না।' তবে এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। শাসকদলের এক প্রভাবশালী নেতার গ্রেপ্তারিকে ঘিরে ঝাড়গ্রামের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির দিকে নজর রয়েছে প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহলের।

কোটি টাকার সাফাই সরঞ্জাম ও গাড়ি নষ্টের অভিযোগ, ক্ষুব্ধ পুরমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পে কেনা কোটি কোটি টাকার আধুনিক সাফাই গাড়ি ও সরঞ্জাম বছরের পর বছর ধরে ব্যবহার না-হয়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে আসানসোল পুরনিগমের কেন্দ্রীয় মজুতঘরে। শুক্রবার কালিপাহাড়ি জাতীয় সড়ক সংলগ্ন বকবাঁধি এলাকায় এই স্টোরে আচমকা পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

স্টোররুম ঘুরে মন্ত্রী দেখেন, রাস্তা পরিষ্কারের অত্যাধুনিক বড় বড় স্প্রিংক্লার গাড়ি, ময়লা তোলার গাড়ি, বর্জ্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার সাইকেল ভ্যান এবং অগুনতি ডাস্টবিন খোলা আকাশের নীচে ঝোপঝাড়ে পরে নষ্ট হচ্ছে। এমনকি বহু নতুন গাড়ি যার নম্বর প্লেট বা রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত পর্যন্ত হয়নি সেই গাড়িগুলিও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে খোলা আকাশের নিচে। মজুতঘরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা ওই গাড়িগুলির মোটর ভেহিকেলস আইনের বিএস-৩ ইঞ্জিন সংক্রান্ত জটিলতার দোহাই দিলেও, মন্ত্রী এই অজুহাত মানতে রাজি হননি।বছরের পর বছর নতুন টেন্ডার ডেকে মাল কিনে কেন এভাবে ফেলে রাখা হলো, তা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তোলেন মন্ত্রী। অপরদিকে দেখা যায় স্টোরে হাজার হাজার জোড়া গামবুট বা সুরক্ষামূলক জুতো মজুত থাকা সত্ত্বেও, পুরনিগমের সাফাইকর্মীদের কোনও গ্লাভস, জুতো বা বর্ষাতি ছাড়াই খালি পায়ে কিংবা সাধারণ চটি পরে নর্দমার আবর্জনা পরিষ্কার করছে।

এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ মন্ত্রী বলেন, সাপ্তাহিক কর্মীদের ব্যবহারের জন্য জিনিস পড়ে নষ্ট হচ্ছে, অথচ সাফাইকর্মীরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এলাকা পরিষ্কার করছে। মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল স্টোরের সমস্ত সামগ্রীর বিস্তারিত তালিকা এবং এইগুলি বিতরণের পরিকল্পনার রিপোর্ট তলব করেছেন এবং এইসব জিনিস কেনার জন্য যে অর্থ লগ্নি করা হয়েছে তার ও তদন্ত হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পর থেকেই ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে কোমর বেঁধে নেমেছে নতুন সরকার। মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পরপরই ২০২১ এবং ২০২৩ সালের নির্বাচনী হিংসার ফাইল পুনরায় খোলার (রিওপেন) কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই নির্দেশিকার পরেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান। এবার সেই অভিযানের জেরেই জামালপুরের মশাগ্রাম থেকে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার হন এক তৃণমূল কর্মী।

এলাকায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ও বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে ক্ষমতা দেখিয়ে ও ভয় দেখিয়ে তোলাবাজির অভিযোগ ওঠে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তির নাম শেখ শামসুল জামান। তিনি আজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মসাগ্রামের এক সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত। বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের একটি বিশেষ দল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত তৃণমূল নেতা শেখ শামসুল জামালের বিরুদ্ধে ক্ষমতা দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন

দোকানপাট থেকে ভয় দেখিয়ে তোলাবাজির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে।

বঙ্গে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই ক্ষমতায় থাকাকালীন তৃণমূলে যে সমস্ত নেতা বা কর্মীরা ক্ষমতা দেখিয়ে হিংসা বা তোলাবাজি করেছেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। সেই তদন্তের তালিকার ভিত্তিতেই এই অ্যাকশন।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮- ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: জয়ন্ত অগাস্টাইন মুন্ডু, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯০৫১১০৮৭৪৫

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬) ও রুল ৯ (১) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়- তারিখ- ২৫.০৬.২০২৬
অকশনের সময়- সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগনের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হবে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	**মনোজ সরকার** পিতা- মন্টু সরকার **পিংকি কুমির (প্রয়াত পুতুল সরকারের আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা- মন্টু সরকার **উভয়ের ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং এফ-সি, প্রথম ফ্লোর। হোল্ডিং নং ১৬০, রাম রতন ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা, থানা- সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট যার ফ্ল্যাট নং এফ-সি, পরিমাপ ৮৬১ বর্গফুট, প্রথম ফ্লোরে অবস্থিত, যা দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং স্পেস, একটি রান্নাঘর, একটি স্নানঘর কাম পায়খানা, একটি ডব্লিউসি, একটি বারান্দা নিয়ে গঠিত, হোল্ডিং নং ১৬০, রাম রতন ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৭-এ অবস্থিত, রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার অধীনে, মৌজা- মজুর, জে.এল. নং ৫৫, তৌজি নং ২৫১, পরগনা- মেদান মল্ল, আর.এস. খতিয়ান নং ১২১৪, ১২১৮, ১২৩১, ১৮০৬, ১৮১০ এবং ১২৩৬ এর অধীনে যা আর.এস. দাগ নং ৫২৪ এর অন্তর্গত। থানা সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ। **উক্ত সম্পত্তির সীমানা ও চৌহদ্দি নিম্নরূপ-** পূর্বে- ফ্ল্যাট এ, পশ্চিমে- সাধারণ স্থান, উত্তরে- ফ্ল্যাট ডি। দক্ষিণে- সাধারণ স্থান। সম্পত্তিটি **পুতুল সরকার এবং মনোজ সরকারের নামে রয়েছে,** যার **দলিল নং ১৯০১০৭২৮০, সাল ২০১৮,** যা বই নং ১, পৃষ্ঠা ৩০২৬৭৩ থেকে ৩০২৭২৯, ভলিউম নং ১৯০১-২০১৮ তে, অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্স-১, কলকাতা এর অফিসে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে**	২৭,২২,২১৯.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ বাইশ হাজার দুইশত উনিশ টাকা মাত্র) ৩১.০৭.২০২৪ **তারিখ অনুযায়ী** এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২৬,১৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬১,৯০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১৫২০ **পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৬.২০২৬ এবং ২২.০৬.২০২৬** পরিদর্শনের সময়: সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ০৩.০০ পর্যন্ত
২.	**ক) শ্রীমতী কৃষ্ণা বৈদ্য** স্বামী- সলিল বৈদ্য **খ) শ্রী শুভাশিস বৈদ্য** পিতা- সলিল বৈদ্য **গ) শ্রী স্নেহাশিস বৈদ্য** পিতা- সলিল বৈদ্য **সকলের ঠিকানা-** নারায়ণীফ্লোর, পোঃ- গোচরন, থানা- জয়নগর (গোচরন গার্লস হাই স্কুলের কাছে), দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৭২।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১০ ডেসিমেল পরিমাপের জমি সহ একতলা ভবন যা মৌজা- নারায়ণীতলা, জে.এল. নং ০১, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৪০৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৫৩৭ এর অধীনে, এল.আর. খতিয়ান নং ১৬৯৪ এর অধীনে, নারায়ণীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, থানা- জয়নগর, ডিএসআর-৪, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত। **সীমানা ও চৌহদ্দি নিম্নরূপ-** উত্তরে- সুখেন্দু হাইতের জমি। দক্ষিণে- বুকাই সাঁতরার জমি। পূর্বে- পঞ্চান্ন বৈদ্যর জমি। পশ্চিমে- সরোজ বৈদ্যর জমি এবং ৬ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা। **দলিল নং- ১৬০৪০২২৪৩, সাল ২০১৮,** বই নং ১-এ নিবন্ধিত, পৃষ্ঠা ৫৯৬৬৩ থেকে ৫৯৬৮৭, ভলিউম নং ১৬০৪-২০১৮, ডিএসআর-৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সম্পত্তিটি **কৃষ্ণা বৈদ্য,** স্বামী- সলিল বৈদ্যর নামে রয়েছে **সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে**	২২,৯১,১৭০.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ একানব্বই হাজার একশত সত্তর টাকা মাত্র) ০৫.০৩.২০২৪ তারিখ **অনুযায়ী** এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২৯,৩৪,০০০.০০ টাকা খ) ২,৯৩,৪০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১৫২০ **পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৬.২০২৬ এবং ২২.০৬.২০২৬** পরিদর্শনের সময়: সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ০৩.০০ পর্যন্ত
৩.	**ঋণগ্রহীতা: দ্য ৩ গাইজ নেটওয়ার্ক প্রাইভেট লিমিটেড** **ঠিকানা-** গ্ল্যামার বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, আন্দুল রোড, পোঃ- দুইল্যা, থানা- সাঁকরাইল, হাওড়া- ৭১১৩০২ **পরিচালক এবং জামিনদারগণ-** ১. **গৌতম খাঁড়া,** পিতা- শ্রী নিত্যানন্দ খাঁড়া, ঠিকানা- জে.সি. চক্রবর্তী রোড। পাটকুয়াফ্লোর, গ্রাম ও পোঃ- দুইল্যা, হাওড়া- ৭১১৩০২। আরও ঠিকানা- গ্ল্যামার বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, আন্দুল রোড, পোঃ- দুইল্যা, থানা- সাঁকরাইল, হাওড়া- ৭১১৩০২ ২. **শ্রী শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য,** পিতা- শ্রী বাসুদেব ভট্টাচার্য, ঠিকানা- চরকডাঙ্গা, পোঃ- দুইল্যা, থানা- সাঁকরাইল, হাওড়া- ৭১১৩০২। আরও ঠিকানা- গ্ল্যামার বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, আন্দুল রোড, পোঃ- দুইল্যা, থানা- সাঁকরাইল, হাওড়া- ৭১১৩০২ ৩. **শ্রী গৌতম ঘোষ,** পাটকুয়াফ্লোর, দুইল্যা। পোঃ- দুইল্যা, হাওড়া- ৭১১৩০২। আরও ঠিকানা- গ্ল্যামার বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, আন্দুল রোড, পোঃ- দুইল্যা, থানা- সাঁকরাইল, হাওড়া- ৭১১৩০২	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল অফিস স্পেস নং ৩বি, ৩সি এবং ৩ডি, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩২০০ বর্গফুট, যা **'গ্ল্যামার বিল্ডিং'** নামক ভবনের ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত, এর তলদেশস্থ জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ, যা ৭ কাঠা ৯ ছটাক এবং ১৫ বর্গফুট (কমবেশি) জমির ওপর নির্মিত, এবং আর.এস. দাগ নং ৭৭৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৭১৮, এল.আর. দাগ নং ৭৯১, এল.আর. খতিয়ান নং ৪২১/১, জে.এল.- ৩৫, মৌজা- দুইল্যা, দুইল্যা গ্রাম পঞ্চায়েত, আন্দুল রোড, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া-তে অবস্থিত। **(কনভেয়েন্স দলিল নং ৩৭২০, সাল ২০০৯, তারিখ ১৫.০৯.২০০৯,** পুস্তক নং ১, ভলিউম নং ১১, পৃষ্ঠা ৫৫৪ থেকে ৫৮০, **মেসার্স ৩ গাইজ**-এর নামে, যার প্রতিনিধিত্ব করেছেন **১) শ্রী গৌতম ঘোষ, ২) শ্রী গৌতম খাঁড়া এবং ৩) শ্রী শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য)।** **সম্পত্তির সীমানা ও চৌহদ্দি নিম্নরূপ-** উত্তরে- ৫০ ফুট চওড়া আন্দুল রোড, দক্ষিণে- জমি ও ভবনের দাগ নং ৭৮০, পূর্বে- জমি ও ভবনের দাগ নং ৭৭৯, পশ্চিমে- জমি ও ভবনের দাগ নং ৭৭৩। **সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে**	২,৮৩,৭৬,০৯৮.০০ টাকা (দুই কোটি তিরাশি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার আটানব্বই টাকা মাত্র) ১১/০৮/২০২৫ তারিখ **অনুযায়ী** উপরিউক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যৎ সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রদান করতেও আপনি দায়বদ্ধ।	ক) ৫৩,৪৬,০০০.০০ টাকা খ) ৫,৩৪,৬০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৭৫৫০৯০০০৪৯ **পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৬.২০২৬ এবং ২২.০৬.২০২৬** পরিদর্শনের সময়: সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ০৩.০০ পর্যন্ত
৪.	ঋণগ্রহীতা: **মা গৌরী ট্রেডিং, স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী লিপিকা সাহা,** স্বামী- মানিকলাল সাহা, ঠিকানা- গ্রাম- দিঘিরপাড়, ক্যানিং সিনেমা রোড, পোঃ ও থানা- ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩২৯। **জামিনদার(গণ)- শ্রীমতী লিপিকা সাহা এবং মানিক লাল সাহা।** **জামিনদারগণের ঠিকানা-** নং ৫১, কালাপথর, বিজয়নগর, জিলফ্লোর শিব মন্দিরের কাছে, হ্যাভলক, দক্ষিণ আন্দামান, পিন- ৭৪৪২১১।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের জমি সহ তিনতলা ভবন যা মৌজা- দিঘিরপাড়, জে.এল. নং ১২১, হাল জে.এল. নং ১০৬, তৌজি নং ২৬৯২/২৮৩৪, আর.এস. হাল খতিয়ান নং ৬১৫, এল.আর. খতিয়ান নং ২৫৭৫, বর্তমানে ৪৭৫৫, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৭০, দিঘিরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, থানা- ক্যানিং, এডিএসআর- মাতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী লিপিকা সাহার নামে রয়েছে, দলিল নং আই-৩১৯০, সাল ২০১১।** **সম্পত্তির সীমানা ও চৌহদ্দি নিম্নরূপ (দলিল অনুযায়ী)-** উত্তরে- শ্যামল কান্তি দাস, দক্ষিণে- রঞ্জিত কুমার হালদার, পূর্বে- অর্পিত জমি (ভেস্টেড জমি), পশ্চিমে- মানিকলাল সাহার সম্পত্তি। **সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে**	৫০,৬৩,৭৯৭.০৯ টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ তেষট্টি হাজার সাতশত সাতানব্বই টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র) ১৭.০২.২০২২ তারিখ **অনুযায়ী** এবং অতিরিক্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ।	ক) ৩৭,৪৯,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৭৪,৯০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৭৭৩৭ ৯৬৭৪৭১১৫২০ **পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৬.২০২৬ এবং ২২.০৬.২০২৬** পরিদর্শনের সময়: সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ০৩.০০ পর্যন্ত
৫.	**শ্রীমতী গীতাঞ্জলি নায়ক** ১০/৭ শান্তি পল্লী রোড, পর্ণশ্রী, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৬০ এবং পানশিলা গভঃ কলোনি, সুশীল ভবন, একফ্লোর, ফ্ল্যাট নং এ.বি এবং এ.বি-১, সোদপুর, থানা- খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১২।	**দুটি (২) ফ্ল্যাটের বিবরণ- [শুধুমাত্র বিক্রয়ের জন্য]** ১) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক টাইলস ফ্লোরিং লিফট ছাড়া ফ্ল্যাট যার ফ্ল্যাট নং এ.বি, পূর্ব উত্তর দিকে একতলায়, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৫০ বর্গফুট (কমবেশি), উক্ত জমির ওপর **'সুশীল ভবন'** নামে নির্মিত বহুতল ভবনে, যাতে রয়েছে ২ টি বেডরুম, ১ টি ডাইনিং, ১ টি রান্নাঘর, ২ টি টয়লেট এবং ১ টি বারান্দা, ফিটিংস, ফিক্সচার সহ এবং জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা, ড্রেনেজ, আন্ডারগ্রাউন্ড এবং ওভারহেড জলাধার, সিঁড়ি, সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার, এর সাথে সম্পর্কিত যা নিচে উল্লেখিত প্রথম তফসিলে **(দলিল নং ১৯০১০২৭০৬, সাল ২০২৩)** বর্ণিত জমিতে অবস্থিত, একটি ফ্ল্যাট এবং এর সাথে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং অন্যান্য সমস্ত সাধারণ সুযোগ সুবিধা সহ। **ফ্ল্যাটটির সীমানা ও চৌহদ্দি নিম্নরূপ-** উত্তরে- খোলা আকাশ, দক্ষিণে- সিঁড়ি এবং গ্যারেজ, পূর্বে- খোলা আকাশ, পশ্চিমে- অন্যান্য ফ্ল্যাট। ২) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক টাইলস ফ্লোরিং লিফট ছাড়া ফ্ল্যাট যার ফ্ল্যাট নং এ.বি-১, পূর্ব উত্তর দিকে একতলায়, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৫০ বর্গফুট (কমবেশি), উক্ত জমির ওপর 'সুশীল ভবন' নামে নির্মিত বহুতল ভবনে, যাতে রয়েছে ২ টি বেডরুম, ১ টি ডাইনিং, ১ টি রান্নাঘর, ২ টি টয়লেট এবং ১ টি বারান্দা, ফিটিংস, ফিক্সচার সহ এবং জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা, ড্রেনেজ, আন্ডারগ্রাউন্ড এবং ওভারহেড জলাধার, সিঁড়ি, সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার, এর সাথে সম্পর্কিত যা নিচে উল্লেখিত প্রথম তফসিলে **(দলিল নং ১৯০১০২৭০৬, সাল ২০২৩)** বর্ণিত জমিতে অবস্থিত, একটি ফ্ল্যাট এবং এর সাথে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং অন্যান্য সমস্ত সাধারণ সুযোগ সুবিধা সহ। **ফ্ল্যাটটির সীমানা ও চৌহদ্দি নিম্নরূপ-** উত্তরে- খোলা আকাশ, দক্ষিণে- গ্যারেজ, পূর্বে- অন্যান্য ফ্ল্যাট, পশ্চিমে- খোলা আকাশ। উপরোক্ত (১ এবং ২ বর্ণিত) সম্পত্তিগুলি **শ্রীমতী গীতাঞ্জলি নায়কের নামে রয়েছে, দলিল নং ১৯০১০২৭০৬, সাল ২০২৩ অনুযায়ী। এবং দলিল নং ১৯০১০২৭০৬, সাল ২০২৩ অনুযায়ী** নিচে উল্লেখিত জমি ও ভবনে অবস্থিত। **জমি ও ভবনের বিবরণ যেখানে উপরোক্ত দুটি (২) ফ্ল্যাট (১ এবং ২) অবস্থিত:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৪ (চার) কাঠা পরিমাপের বাস্তু জমি যা মৌজা- পানশিলা, জে.এল. নং- ৬, আর.এস. নং ১০৩, তৌজি নং ১৫৫, সি.এস. দাগ নং- ২০০(পি) এবং ২৮৩(পি) যা আর.এস., এল.আর. দাগ নং ৫৫২ এর অনুরূপ, এল.ও.পি. নং ২২ এর অধীনে, এল.আর. খতিয়ান ১১২৫, ১৩১৬, পানিহাটি পৌরসভার সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১৯, পৌর হোল্ডিং নং ২৮, পানশিলা গভঃ কলোনি, সোদপুরে এডিএসআরও এর নিবন্ধন এখতিয়ারের অধীনে, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১২-এ অবস্থিত, সাথে **'সুশীল ভবন'** নামে নির্মিত নতুন বহুতল ভবন, **যার সীমানা ও চৌহদ্দি নিম্নরূপ-** উত্তরে- এল.ও.পি. নং ৯ রাজ কুমার চক্রবর্তীর সম্পত্তি, দক্ষিণে- ১৪ ফুট চওড়া পানশিলা গভঃ কলোনি রোড, পূর্বে- এল.ও.পি. নং ২১ উপেন্দ্র নাথ মজুমদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে- এল.ও.পি. নং ২৩ উষা রানী দত্তের সম্পত্তি। **সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে**	৪৩,৪৩,৫৯৫.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই টাকা মাত্র) ১০/০৮/২০২৫ **তারিখ অনুযায়ী।** উপরিউক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যৎ সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রদান করতেও আপনি দায়বদ্ধ।	ক) ২৩,৯৪,০০০.০০ টাকা খ) ২,৩৯,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৭৫৫০৯০০০৪৯ **পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৬.২০২৬ এবং ২২.০৬.২০২৬** পরিদর্শনের সময়: সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ০৩.০০ পর্যন্ত

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://BAANKNET.com এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে। যেকোন অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ নং-৮২৯১১২২০২২০ তে

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০৬.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি যার **বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পাইকপাড়া শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে",** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে",** আগামী **২৪.০৬.২০২৬** তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পাইকপাড়া শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)**-এর ব্যাংকের বকেয়া হিসেবে **৫২,৪৭,২৯৫.০০ টাকা** (বাহান্ন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশো পঁচানব্বই টাকা মাত্র) এবং তার উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে **মেসার্স শর্মা এন্টারপ্রাইজ, শ্রী নির্মল শর্মা (প্রোপ্রাইটর),** ২৪/৬, শ্রী গোপাল মল্লিক রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৭ - এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	১. **মেসার্স শর্মা এন্টারপ্রাইজ, শ্রী নির্মল শর্মা (প্রোপ্রাইটর)** ২৪/৬, শ্রী গোপাল মল্লিক রোড, কলকাতা ৭০০০৫৭। ২. **শ্রী নির্মল শর্মা (প্রোপ্রাইটর, জামিনদার এবং বন্ধকদাতা)** ২৪/৬, শ্রী গোপাল মল্লিক রোড, কলকাতা ৭০০০৫৭। ৩. **শ্রীমতী শেফালী শর্মা (জামিনদার এবং বন্ধকদাতা)** ২৪/৬, শ্রী গোপাল মল্লিক রোড, কলকাতা ৭০০০৫৭। **খ) পাইকপাড়া শাখা**	**সম্পত্তি- ১:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একতলায় উত্তর দিকে অবস্থিত ৯ নম্বর দোকান ঘর, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০ বর্গফুট বা সামান্য কম বা বেশি এবং এর সাথে সাধারণ অংশ এবং আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ বা স্বার্থ সহ বৈদ্যুতিক ফিটিং এবং ৯ কাঠা ৬ ছটাক ৩৯ বর্গফুট বা সামান্য কম বা বেশি পরিমাপের জমির উপর অবস্থিত, যা মৌজা বেলঘড়িয়া, থানা - বেলঘড়িয়া, জে.এল. নং ৩, আর.এস. নং ১৭, তৌজি নং ১৭২, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং ১৪, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১২-এর অংশ, বি.টি. রোড, প্রিমিসেস নং ১২, বি.টি. রোড, খতিয়ান নং ২৩৯৩ এবং ৬১০, দাগ নং ৪৯, ৫১, ৫০, ৪১, ৪০, ৪৮ এবং ৬১, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনার কামারহাটি পৌরসভার সীমানার মধ্যে অবস্থিত, যা **শ্রীমতী শেফালী শর্মা,** ২৪/৬, শ্রী গোপাল মল্লিক রোড, কলকাতা ৭০০০৫৬ **-এর নামে রয়েছে।** **চৌহদ্দি:** উত্তরে - আংশিকভাবে প্রিমিসেস নং ১৫ এবং প্রিমিসেস নং ৫, বি.টি. রোড দ্বারা, দক্ষিণে - সাধারণ যাতায়াতের পথ এবং পেট্রোল পাম্প দ্বারা, পূর্বে - অধীর চন্দ্র দাসের জমির অবশিষ্ট অংশ দ্বারা, পশ্চিমে - ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দ্বারা। **সম্পত্তি- ২:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল উত্তরমুখী দোকান ঘরের (ভিতরের অংশ) যা একতলার ১১ নম্বর, যার মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ১০০ বর্গফুট, এবং এর সাথে ৯ কাঠা ৬ ছটাক ৩৯ বর্গফুট বা সামান্য কম বা বেশি পরিমাপের জমির আনুপাতিক অবিভক্ত স্বার্থের অংশ, যা মৌজা এবং থানা - বেলঘড়িয়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, জে.এল. নং ৩, আর.এস. নং ১৭, তৌজি নং ১৭২, ১৪ নং ওয়ার্ডে ২৩৯৩ এবং ৬১০ নং খতিয়ানের অধীনে ৪৯, ৫১, ৫০, ৪১, ৪০, ৪৮ এবং ৬১ নং দাগের অংশে, হোল্ডিং নং ১২, বি.টি. রোড, কলকাতা ৭০০০৫৬-এ কামারহাটি পৌরসভার সীমানার মধ্যে অবস্থিত, যা **শ্রী নির্মল শর্মার নামে রয়েছে।** **সম্পত্তিটির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:-** উত্তরে- ৫ ফুট চওড়া সাধারণ করিডোর দ্বারা, দক্ষিণে- ১৩ নম্বর রুম দ্বারা, পূর্বে- ১১/এ নম্বর রুম দ্বারা, পশ্চিমে- ১০ নম্বর রুম দ্বারা।	৫২,৪৭,২৯৫.০০ টাকা (বাহান্ন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশো পঁচানব্বই টাকা মাত্র) এবং তার উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।	ক) **সম্পত্তি ১: ৯,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (নয় লক্ষ টাকা মাত্র) **সম্পত্তি ২: ৯,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (নয় লক্ষ টাকা মাত্র) খ) **সম্পত্তি ১: ৯০,০০০.০০ টাকা** (নব্বই হাজার টাকা মাত্র) **সম্পত্তি ২: ৯০,০০০.০০ টাকা** (নব্বই হাজার টাকা মাত্র) যা পোর্টালে ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে বা সেই দিনে জমা দিতে হবে। গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **সম্পত্তি-১: IDIB30225228723** **সম্পত্তি-২: IDIB030225228723** ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই চ) বাস্তবিক দখল

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের বেশি হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ১০.০৬.২০২৬ থেকে ২৩.০৬.২০২৬; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২৪.০৬.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৫.০৬.২০২৬ / স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর,
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ (অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[দ্রষ্টব্য রুল ৬(২) এবং রুল ৮(৬)]
অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া শাখা জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **০৯.০৭.২০২৬ তারিখ** ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে উল্লিখিত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক. নির্ধারিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকা) খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১	**ধাত্রীগ্রাম শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **শ্রী রূপক বসাক** **ঋণগ্রহীতার নাম :** **শ্রী রূপক বসাক**	চার চাকা ভেহিকেল **(হেক্টর প্লাস)** ইঞ্জিন নং **১৮এল১০৩২০২২৮,** চেসিস নং : **এমজেড৭বিডি১ডি৩জে৩এইচ০৩২৬২৯** (নথিভুক্ত মালিক **শ্রী রূপক বসাক),** রেজিস্ট্রেশন নং : **ডব্লুবি৪২এএক্স ৩৬৬৬।** ভেহিকেল লোন অ্যাকাউন্ট ধাত্রীগ্রাম শাখায় **উল্লেখ্য এ/সি নং ৪২০২৬০৫১০০০০০৯২।**	ক. ১৬.০৭ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০১.১২.২০২৫ গ. ১৩.০১.২০২৬	১. ৮,০৯,০০০.০০ টাকা ২. ৮০,৯০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২	**বাঁকুড়া শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **বাঁকুড়া ই ভি** **(স্বত্বা : অমৃতা দে)**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি মৌজা- গুয়ানালা, জেএল নং ১৯৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৬০ এবং ৪৬১, দাগ নং ৬৪৮ এবং ৬৪৯, এরিয়া -০.০৯ একর বা ৩৯২০ বর্গফুট বাস্তু জমি (বসবাসের এবং বাণিজ্যিক ভবন) অবস্থিত খাতরা এলআইসি রোড, পো এবং থানা : খাতরা, জেলা : বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ -৭২২১৪৬ উল্লেখ্য দলিল নং ১২০/২০০৫ তারিখ ২৪.০১.২০২৫ এবং দলিল নং ১০৭৮/২০০৫ তারিখ ১৭.০৫.২০০৫। সম্পত্তি অতনু দে এবং শান্তনু দে (জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে) এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : মালিকের খালি জমি। পশ্চিমে : খাতরা থেকে রানিবাঁধ মেন রোড। উত্তরে : মালিকের অন্যান্য ভবন। দক্ষিণে : মালিকের খালি জমি।	ক. ১০১.৮৯ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ১৬.১০.২০২৫ গ. ০৯.০১.২০২৬	১. ২,২৩,০০,০০০.০০ টাকা ২. ২২,৩০,০০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ০৯.০৭.২০২৬ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **০৮.০৭.২০২৬ বিকেল ৪টে পর্যন্ত** দেখতে পারেন।
(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য, এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লিখিত লিংক অনুসারে হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা পঙ্কজ সিং (+৯১ ৮০৫১৮ ০২৭৭৭) -এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে" বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময়। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া ক্ষেত্রে।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে ০৯.০৭.২০২৬ তারিখে বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ইএমডি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দর মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি সর্বদা বিড করার জন্য বৈধভাবে যোগ্য হন।
(৯) দর /ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের **১৫তম দিনে** বা তার আগে প্রদেয় হবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা শুধুমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের জন্য। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতার ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে পারেন।
(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৬(২) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের জন্য তিরিশ (৩০) দিনের নোটিশ।

তারিখ: ০৪.০৬.২০২৬ স্থান: বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মণিপুরে ফের হিংসা, নিহত দম্পতি-সহ ৩

একাধিক বাড়িতে আগুন

ইম্ফল, ৫ জুন: মণিপুরে হিংসা থামার নাম নেই। শুক্রবার সকালে দুষ্কৃতীরা হামলা চালাল কাংপোকপি জেলার কুকিদের একটি গ্রামে। সেখানে গুলি করে খুন করা হয়েছে এক দম্পতি-সহ তিন জনকে। পাশাপাশি বেশ কিছু বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত নাগারা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, কুকি সম্প্রদায়ের সংগঠন কুকি ইনপি মণিপুর শুক্রবার ভোরের হামলার নিন্দা করেছে। এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, কোনও পরিস্থিতিতেই নিরস্ত্র মানুষের উপর এই হামলা মানা যায় না। স্থানীয় নির্দল বিধায়ক হাওখোলেট কিপজেন এই হামলার ঘটনার নিন্দা করেছেন। এদিকে হামলার ঘটনায় আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করে মানুষের আস্থা ফেরানোর চেষ্টা করছে প্রশাসন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অজ্ঞাপরিচয় কয়েক জন বন্দুকবাজ এদিন ভোর চারটে বেজে দশ মিনিট নাগাদ লোইবোল খুল্লেন গ্রামে ঢুকে হামলা চালায়। ঘুমন্ত অবস্থায় হামলা চালানোয় পালটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি গ্রামবাসীরা। পুলিশ জানিয়েছে, দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে লেটখনগাম হাওকিপ (৩৪), তাঁর স্ত্রী তিনমারি হাওকিপ (৩০) এবং জঙ্গমিনলান হাওকিপের (৩৪)। সাতটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা।

রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখল আরবিআই

নয়াদিল্লি, ৫ জুন: ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের জেরে বিপর্যস্ত অর্থনীতি। শেয়ার মার্কেটে লাগাতার লোকসান ভুগছেন আমজনতা। তারমধ্যে সামান্য আশার আলো জোগাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। শুক্রবার আরবিআই জানিয়েছে, আপাতত অপরিবর্তিত রাখা হচ্ছে রেপো রেট। ফলে বাড়ি-গাড়ির ইএমআই বৃদ্ধির আশঙ্কা আপাতত নেই। তবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, তেলের দাম এবং অন্যান্য নানা কারণে রেপো রেট আগামী দিনে বাড়তে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের একাংশের।

দু'মাস অন্তর রেপো রেট নিয়ে বৈঠকে বসে আরবিআইয়ের মনিটরি পলিসি কমিটি। গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রার নেতৃত্বে বৈঠক হয়। জানা গিয়েছে, এই বৈঠকে কমিটির ৬ সদস্যই রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। গতবছর ডিসেম্বর মাসে রেপো রেট কমিয়ে ৫.২৫ শতাংশে আনা হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত সেটাই বহাল ছিল। অর্থাৎ আগামী দু'মাস পর্যন্ত ৫.২৫ শতাংশ থাকবে রেপো রেট। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মনে করছে, বর্তমান ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কিছুটা নিষ্ক্রিয় থাকাই উচিত। আগামী দিনে পরিবর্তনের দিকে নজর রেখে নীতি বদলানোর কথা ভাববে আরবিআই।

উল্লেখ্য, গত বছর জুন মাসে মুদ্রানীতির বৈঠকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমিয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। যার জেরে রেপো রেট দাঁড়ায় ৫.৫ শতাংশে। তার আগে অবশ্য ফেব্রুয়ারি ও এপ্রিল মাসে রেপো রেট দফায় দফায় কমায় শীর্ষ ব্যাঙ্ক। এভাবে ১০০ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমানোর ফলে আরবিআইয়ের ক্যাশ রিজার্ভ রেট কমে আসে ৩ শতাংশে। তার জেরে আগস্ট মাসে আর রেপো রেট কমায়নি আরবিআই।

শিয়ালদহ ডিভিশনের সুবর্ণমুগী হল্ট স্টেশনে হল্ট কন্ট্রাক্টর নিয়োগ

বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিডব্লু/৩৮৮/হল্ট/সুবর্ণমুগী তারিখ ঃ ০৫.০৬.২০২৬

পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনের **সুবর্ণমুগী হল্ট স্টেশনে** নির্ধারিত কমিশনের ভিত্তিতে টিকিট বিক্রির উদ্দেশ্যে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য (প্রাথমিক ভাবে) হল্ট কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করতে, পশ্চিমবঙ্গের **মুর্শিদাবাদ জেলার** যোগ্য ব্যক্তিদের থেকে সাদা কাগজে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। হল্ট স্টেশনের নাম এবং সিকিউরিটি ডিপোজিটের বিশদ নীচে দেওয়া হল ঃ

● **হল্ট স্টেশনের নাম ঃ** সুবর্ণমুগী। ● **হল্ট স্টেশনের দায়িত্ব নেওয়ার পূর্বে মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক প্রদেয় সিকিউরিটি মানির পরিমাণ ঃ** (১) ২,০০০ টাকা (এফএ অ্যান্ড সিএও/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতার অনুকূলে ডিম্যান্ড ড্রাফট রূপে প্রদেয়), (২) টিকিটের জন্য অগ্রিম জমা (৭ দিনের গড় বিক্রয়ের সমতুল), (৩) ব্লুটুথ এনাবলড পোর্টেবল থার্মাল প্রিন্টারের জন্য সিকিউরিটি ডিপোজিটের পরিমাণ ৩১,৫০০ টাকা (এফএ অ্যান্ড সিএও/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতার অনুকূলে ডিম্যান্ড ড্রাফট রূপে প্রদেয়), (৪) টিকিট রোলের জন্য সিকিউরিটি ডিপোজিটের পরিমাণ ২৫,০০০ টাকা (এফএ অ্যান্ড সিএও/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতার অনুকূলে ডিম্যান্ড ড্রাফট রূপে প্রদেয়)। ● **আবেদনপত্র জমার স্থান ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ-এর কার্যালয়, ডিআরএম বিল্ডিং, রুম নং ৪৪, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪। ● **আবেদনপত্র জমার তারিখ ঃ** ০৯.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে ২৯.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রতিটি কাজের দিনে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা অবধি এবং ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে দুপুর ২টো অবধি। ● **আবেদনপত্রের বাক্স খোলার তারিখ ঃ** ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **নোটিস বোর্ডের স্থান ও ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখানে সম্পূর্ণ বিশদ (আবেদনপত্রের বয়ান, নিয়ম ও শর্তাবলি সহ) দেখা যাবে ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ-র কার্যালয়ে এবং **www.er.indian railways.gov.in**-তে।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দিল্লির ফ্ল্যাটে উদ্ধার বাঙালি অধ্যাপিকার রক্তাক্ত দেহ

নয়াদিল্লি, ৫ জুন: হাড়হিম হত্যাকাণ্ড রাজধানীর বুকে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকার মৃতদেহ উদ্ধার হল তাঁর ফ্ল্যাটের ঘর থেকে। জানা গিয়েছে, দিল্লিতে একাই থাকতেন অধ্যাপিকা দেবস্মিতা পাল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে একাধিকবার ফোন করেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে দেবস্মিতার দেহ উদ্ধার হয়। গোটা ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে রাজধানীর নারী নিরাপত্তা নিয়ে।

জানা গিয়েছে, পূর্ব দিল্লির বসুন্ধরা এনক্লেভে বসবাস করতেন দেবস্মিতা। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির অধ্যাপিকা ছিলেন তিনি। তাঁর স্বামী থাকেন বেঙ্গালুরুতে। দেবস্মিতার বাবা-মাও দিল্লির ওই এলাকাতেই থাকতেন। বাঙালি অধ্যাপিকা একাই থাকতেন ওই ফ্ল্যাটে। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দেবস্মিতাকে বহুবার ফোন করেছিলেন তাঁর দিদি। কিন্তু সাড়া মেলেনি। বাধ্য হয়ে দুপুর আড়াইটে নাগাদ ফ্ল্যাটে যান দেবস্মিতার দিদি দেবারতি। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। দরজা ভেঙে ঢুকতেই দেবারতি দেখেন, পড়ে রয়েছে দেবস্মিতার রক্তাক্ত মৃতদেহ।

বোনের এমন অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেন দেবারতি। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মাথায় কোনও ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্নও মিলেছে দেবস্মিতার দেহে। কিন্তু ডাকাতি হয়নি। কারণ দেবস্মিতার ঘর থেকে কোনও জিনিস চুরি হয়নি। তাঁর কানের দুলটাও চুরি হয়নি। আপাতত গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

আপাতত ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে দেবস্মিতার দেহ। জানা গিয়েছে, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া চলছে তাঁর। এই খুনের সঙ্গে সেই বিষয়টির যোগ রয়েছে কিনা, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বছর দশেক আগে জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লাভ করেন দেবস্মিতা। দীর্ঘ দশ বছর ধরে তিনি যুক্ত ছিলেন শিক্ষকতার সঙ্গে।

মার্কিন শুল্কবাণের মধ্যেই মোদীর 'ঢাল' পুতিন

মস্কো, ৫ জুন: 'নতুন বন্ধু' আমেরিকা শুল্কবাণ ছুড়ছে। এমতাবস্থায় ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়াল 'পুরনো বন্ধু' রাশিয়া। শুল্কযুদ্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের আবহে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বললেন, মোদীর উপর অহেতুক চাপ সৃষ্টি করছে পশ্চিমি দেশগুলি। সেটার কারণেই বিশ্বজুড়ে তৈরি হচ্ছে অশান্তি। ইরানের সঙ্গে আমেরিকার সংঘাত এবং তার জেরে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির দুরবস্থার মধ্যে পুতিনের এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

e-TENDER NOTICE
N.I.e-T. No. : 01/2026-27/15thF.C. vide Memo No.: 155/Bh-I P.S., dated 03/06/2026 has been published. N.I.e-T: http://wbtenders.gov.in.
Sd/- Executive Officer, Bharatpur-I, Murshidabad

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিশ
ডে. সিএমই/রিপেয়ার-চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, এন ই রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর-ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইন ই-অবাধ টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রম নং : ১ : ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নাম :** টেন্ডার নং "০৭-জিকেপি-এমডব্লুএস-২০২৬-২৭" "জিকেপিএস তে ০২ বছরের জন্য, সংখ্যা -০৯ টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর ও প্ল্যান্ট এবং চিলার ইউনিট এর সমাগ্রিক এএমসি"। **আনুমানিক ব্যয় (টাকায়) :** ২৭৭৬০৮৯.৯৪, **বায়না জমা (টাকায়) :** ৫৫৫০০.০০, **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ :** ২৫.০৬.২০২৬ সকাল ১১ টা পর্যন্ত, **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** নেই, **চুক্তির মেয়াদ :** ২৪ মাস। ●উক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত ভারতীয় রেলওয়ে ওয়েবসাইট "http://www.ireps.gov.in" থেকে পাওয়া যাবে।
ডে.সিএমই(রিপেয়ার) গোরক্ষপুর
CPRO/Mech-34
ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট ধূমপান করবেন না

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসএএনডিটি/কন/এইচডব্লুএইচ/টিএন/১৭/২০২৬, তারিখ ০৩.০৬.২০২৬। ডেপুটি চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ ঠিকাদারের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন কন্ট্রাক্টর, অংশীদারি সংস্থা, যাঁদের পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতি ও পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে, থেকে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ এসএএনডিটি-কন-১৭-২০২৬-এইচডব্লুএইচ। কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিশনে সোন নগর থেকে অন্ডাল মাল্টিট্র্যাকিং কাজ সম্পর্কিত ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর কাজের জন্য প্রধান খাঁটা ও মুগমা (২৫ কিমি আনুঃ) শাখার মধ্যে নিউ মুগমা (ইআই) এবং মুগমা ইয়ার্ডে (পিআই থেকে ইআই) একটানা ট্র্যাক সার্কিটিং এবং ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং কাজের জন্য এমএসডিএসি ব্যবহার দ্বারা স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং কাজ চালু করা। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮২,৫৭,৭৭,৬০৮ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১,৬৫,১৫,৬০০ টাকা, যা এফএ অ্যান্ড সিএও/কন/পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতার অনুকূলে জমা করতে হবে। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ০.০০। **অফারের বৈধতা এবং বায়না মূল্য** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে হতে হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৬.২০২৬-এ সকাল ১১টা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। ওয়েবসাইট **www. ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের আগে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে 'টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য' এবং 'বায়নামূল্য' অনলাইনে জমার পর অনলাইনে বিড জমা করা যাবে। সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার এবং উপরিল্লিখিতমতো সকল নথিপত্র এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে **www. ireps.gov.in**-এ আপলোড করতে হবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার, যদি পাওয়া যায়, গ্রাহ্য না করে বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী(সমূহ) ও অন্য প্রাথমিক তথ্যাদি **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। ডেপুটি চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১-এর অফিসের নোটিস বোর্ডেও বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেখা যাবে। (CON-11/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের চুক্তি প্রদান
নং ঃ সিওএম-পিইউবি-ই-অকশন-এসডিএএইচ, তারিখ ০৪.০৬.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ শিয়ালদহ ডিভিশনে ০১টি অ্যাসেটে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের চুক্তি প্রদানের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে **ই-অকশন ক্যাটালগ নং এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৬-০৩** প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগের বিশদ নিম্নরূপ ঃ • **ই-অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৬-০৩, • অকশন শুরু ঃ ১৬.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। সিকোয়েন্স নং; লট নং/ক্যাটিগরি; বিবরণ; চুক্তির মেয়াদ ঃ এএ/১;** এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-১২সি০৭২২০৪-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ); শিয়ালদহ ডিভিশনে চলাচলকারী প্রতিটি ১২ কোচের ০৫টি তিন ফেজ ইএমইউ রেকের কোচের অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট অবস্থানে এবং সম্পূর্ণ বডির বহির্ভাগ তলে ভিনাইল স্টিকার দ্বারা বিজ্ঞাপন প্রদর্শন (গ্র্যাফিক ফিল্ম আরডিএসও মাপকাঠি দ্বারা হবে); ০৩ বছর। • **ই-অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৬-০৪, • অকশন শুরু ঃ ১৮.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। সিকোয়েন্স নং; লট নং/ক্যাটিগরি; বিবরণ; চুক্তির মেয়াদ ঃ এএ/১;** এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-২৪৩৪৬৩-১-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ); ১৩১৭৩-১৩১৭৪ (শিয়ালদহ-সাব্রুম-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস)/১৩১৭৫-১৩১৭৬ (শিয়ালদহ-শিলচর-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস)-এর ০১টি রেকের (মোট ০৪টি রেক) অভ্যন্তরে নির্দিষ্টকৃত অবস্থানে এবং বহির্ভাগে (সম্পূর্ণ বডিতে) (গ্র্যাফিক ফিল্ম আরডিএসও মাপকাঠি দ্বারা) ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন; ০৩ বছর। বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য **www.ireps.gov.in**-এর ই-অকশন মডিউল দেখতে সম্ভাব্য বিডারদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। (SDAH-70/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিক্রয়/ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
গ্লেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড - দেউলিয়াগ্রস্ত
CIN: U45400WB2008PTC131298
রেজিস্টার্ড ঠিকানা : হোমল্যান্ড, ১৮বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ৪র্থ তল, ইউনিট - ৩১৬, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০২০
লিকুইডেটর - শ্রীমতী বৃন্দা বিদাসারিয়া
রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329
লিকুইডেটরের ঠিকানা : সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ২য় তল, ইউনিট ১০৭, কলকাতা-৭০০০১৩
ইমেল : liquidation.gipl@gmail.com যোগাযোগ নং ৯৮৮৩৩৩৯৮৮২

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩২-এর ক্লজ (এ), রেগুলেশন ৩৩-এর সাব-রেগুলেশন (১) এবং শিডিউল। অনুসারে, মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক C.P. (IB)/185(KB)/2018 এবং IA (IBC)/1110(KB)/2025 মামলায় ২৭ জানুয়ারী ২০২৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিযুক্ত লিকুইডেটর শ্রীমতী বৃন্দা বিদাসারিয়া দ্বারা কর্পোরেট দেনাদারের সম্পদসমূহকে "স্বতন্ত্র ভিত্তিতে সম্পদ" হিসাবে https//ibbi.baanknet.com ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিক্রয়।

বিবরণ	ই-নিলাম
সম্পদের ধরন	কর্পোরেট ডেটর - স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে সম্পদের বিক্রি ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুউডেশন প্রসেস রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে, গ্লেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড - এর সম্পদ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে' এবং ' পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' বিক্রি করা হবে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি এবং বিক্রয় নোটিশ এর প্রকাশনার তারিখ	০৬.০৬.২০২৬
আগ্রহী ডাকদাতারা ২৯এ অধীনে উপযুক্ততার নথি সহ অনলাইনে ডাক আবেদন দাখিলের তারিখ	০৬.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।
বিক্রয় অধীন সম্পদের অবধারণ এবং পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় (আগাম নিবন্ধন সাপেক্ষে)	০৬.০৬.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে ২৩.০৬.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।
আগ্রহী ডাকদাতাদের বায়না দাখিলের তারিখ এবং সময়	০৭.০৬.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে ০৪.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	বুধবার ০৮.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে বেলা ২ টা পর্যন্ত (প্রতিটি অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
সর্বোচ্চ ডাকদাতার নাম ঘোষণা	১১.০৭.২০২৬
সফল ডাকদাতার নাম ঘোষণা	সম্ভাব্য ১৫.০৭.২০২৬ তারিখ
লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টার্ন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ২য়তল, ইউনিট ১০৭, কলকাতা - ৭০০০১৩। ইমেল : liquidation.gipl@gmail.com

নিলাম রেফা	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি পরিমাণ	বর্ধিতকরণ মূল্য
ই-নিলাম	অ্যাপার্টমেন্ট নং ৩০১, ৪র্থতল, টাওয়ার নং এ২, ইডেন সিটি মহেশতলা, অবস্থিত বি১-৯০/এ/১/নিউ, বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, মৌজা-সারঙ্গাবাদ এবং পুটখালি, কলকাতা- ৭০০১৪১।	আইএনআর ২২,০০,০০০ টাকা	আইএনআর ২,২০,০০০ টাকা	আইএনআর ৫০,০০০ টাকা

সংরক্ষিত মূল্য কর, জিএসটি, টিডিএস, অন্যান্য শুল্ক, চার্জ, ডিউটি, হস্তান্তর ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি, প্রিমিয়াম ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত নয়। ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে না।

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য :

১. আগ্রহী দরদাতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে https//ibbi.baanknet.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে। সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com / মোবাইল নম্বর +৯১ ৮২৯১২২০২২০।
২. লিকুইডেটর-এর যোগাযোগের বিবরণ শ্রীমতী বৃন্দা বিদাসারিয়া, ইমেল liquidation.gipl@gmail.com, যোগাযোগ নম্বর ৯৮৮৩৩৩৯৮৮২।
৩. সম্পত্তির বিবরণ, অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণা/অঙ্গীকারপত্র ফরম্যাট, নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী সম্বলিত বিস্তারিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি https//ibbi.baanknet.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
৪. আগ্রহী দরদাতারা, তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে, সম্পত্তির মালিকানা, ইজারা ভাড়া (যদি থাকে), স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বকেয়া ইত্যাদি বিষয়ে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করবেন এবং উপরোক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইজারা হস্তান্তর চার্জ (যদি থাকে) বহন করবেন এবং নিজ খরচে সম্পত্তি পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হবেন। সম্ভাব্য দরদাতারা লিকুইডেটর এবং তার দলের সাথে যোগাযোগ করে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপরে উল্লিখিত সম্পদগুলোর বিস্তারিত পরিদর্শন করতে পারবেন।
৫. বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি অবশ্যই ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথির সাথে পড়তে হবে এবং তাতে উল্লিখিত শর্তাবলীতে সম্মত হতে হবে, যা https//ibbi.baanknet.com -এ পাওয়া যাবে।
৬. সম্ভাব্য দরদাতা শুধুমাত্র ব্যাংকনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দেবেন।
৭. সম্ভাব্য দরদাতারা ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি কোডের ধারা ২৯এ-এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণাসহ প্রয়োজনীয় নথি ইলেকট্রনিক নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জমা দেবেন।
৮. **যদি সর্বোচ্চ দরদাতাকে অযোগ্য বলে প্রমাণিত করা হয়, যার মধ্যে উপরে ক্রমিক ৬-এ উল্লিখিত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত, তবে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) বাজেয়াপ্ত করা হবে।**
৯. যদি লিকুইডেটর পরামর্শ কমিটির সাথে পরামর্শ করে সর্বোচ্চ দরদাতাকে অযোগ্য বলে মনে করে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তিনি পরামর্শ কমিটির সাথে পরামর্শ করে, প্রবিধানের (১২এ) থেকে (১২ ই) ধারায় প্রদত্ত একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরবর্তী সর্বোচ্চ দরদাতাকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন।
১০. সফল দরদাতা নিলামে তোলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/লিজ হস্তান্তর চার্জ, ফি ইত্যাদি এবং সমস্ত স্থানীয় কর, শুল্ক, হার, মূল্যায়ন চার্জ, ফি, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ ইত্যাদি বহন করবেন।
১১. ই-নিলাম অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে https//ibbi.baanknet.com-এ **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** পরিচালিত হবে।
১২. বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ও বিক্রয় নথিপত্রের সংশোধন পোর্টালে পাওয়া যাবে।

বৃন্দা বিদাসারিয়া
লিকুইডেটর
মেসার্স গ্লেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনে)
রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329
এএফএ ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত বৈধ
লিকুইডেটরের ঠিকানা : সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ২য় তল, ইউনিট ১০৭, কলকাতা-৭০০০১৩
তারিখ : ০৬/০৬/২০২৬
স্থান : কলকাতা

Kothari Group — Imagine Inspire Deliver

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194, ওয়েবসাইট : www.gillandersarbuthnot.com
টেলিফোন : ০৩৩-২২৩০-২৩৩১, **ফ্যাক্স :** ০৩৩-২২৩০-৪১৮৫
ই-মেল: secretarial@gillandersarbuthnot.com

পাবলিক নোটিস – ৯২তম বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ও তদধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (**"সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস"**)-এর প্রযোজ্য বিধানাবলী এবং এই বিষয়ে এমসিএ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত সার্কুলারসমূহ মেনে, কোম্পানির সদস্যদের ৯২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (**"এজিএম"**) সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (**"ভিসি/ওএভিএম"**) এর মাধ্যমে আগামী শুক্রবার, ৩ জুলাই, ২০২৬ তারিখে সকাল ১০ ঘটিকায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে। এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম-এর নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে, যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') এবং ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নিবন্ধিত আছে। এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশন অনুসারে, যে সমস্ত সদস্যদের ই-মেইল আইডি কোম্পানি/আরটিএ বা ডিপোজিটরিগুলির কাছে নিবন্ধিত নয়, তাদের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়েব-লিঙ্ক সহ একটি চিঠি পাঠানো হবে। এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.gillandersarbuthnot.com**, স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট (**www.nseindia.com এবং www.bseindia.com**) এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এও পাওয়া যাবে।

ই-মেইল আইডি নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি :

যেসব সদস্যের কাছে ভৌত পদ্ধতিতে শেয়ার রয়েছে এবং যারা তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করেননি, তাদের এজিএম-এর নোটিশ, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং-এর লগইন তথ্য পাওয়ার জন্য কোম্পানির আরটিএ-তে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। প্যান, ই-মেইল আইডি ইত্যাদি আপডেটের লিঙ্ক - **http//www.mdpl.in**

যেসব সদস্যের কাছে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে শেয়ার রয়েছে, তাদের কোম্পানির কাছ থেকে ইলেকট্রনিকভাবে যোগাযোগ পাওয়ার জন্য নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি :

সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহার করে ভোট দেওয়ার সুবিধা এবং এজিএম-এর দিন ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধা সিডিএসএল দ্বারা প্রদান করা হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারা অনুযায়ী কোরাম নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, ভিডিও কনফারেন্সিং ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের গণনা করা হবে।

উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিতে সদস্যরা সফলভাবে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করার পর, ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন তথ্য ই-মেইলের মাধ্যমে তাদেরকে প্রদান করা হবে।

বুক ক্লোজার, লভ্যাংশের রেকর্ড তারিখ এবং তার প্রদান :

শেয়ারহোল্ডাররা অবগত হবেন যে, পরিচালক পর্ষদ সোমবার, ১১ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের জন্য কোম্পানির ৭.৭৫ শতাংশ কিউমুলেটিভ রিডিমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার (সিআরপিএস)-এর উপর লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে।

সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই শনিবার, ২৭ জুন, ২০২৬ থেকে শুক্রবার, ৩ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা অনুমোদিত হলে, লভ্যাংশ ঘোষণার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সেইসব প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারদের প্রদান/জমা/প্রেরণ করা হবে, যাদের নাম রেকর্ড ডেট অর্থাৎ শুক্রবার, ২৬ জুন, ২০২৬ অনুযায়ী কোম্পানির সদস্য রেজিস্টারে রয়েছে। এছাড়াও, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে, সেইসব সদস্যদের প্রদান করা হবে যাদের নাম রেকর্ড ডেট অনুযায়ী ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড কর্তৃক সুবিধাভোগী মালিক হিসাবে সরবরাহ করা হয়েছে।

যেসব সদস্য কোম্পানির কাছে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেছেন, তাদের লভ্যাংশ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রদান করা হবে। যেসব সদস্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেননি, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট/ডিমান্ড ড্রাফট/চেক পাঠানো হবে। লভ্যাংশ পেতে বিলম্ব এড়াতে, প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা যেন তাদের ডিপোজিটরিগুলিতে (যেখানে শেয়ার ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে ধারণ করা আছে) এবং কোম্পানির আরটিএ-তে (যেখানে শেয়ার ফিজিক্যাল মোডে ধারণ করা আছে) তাদের কেওয়াইসি আপডেট করেন, যাতে তারা সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশ পেতে পারেন।

এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির সকল সদস্যের অবগতি ও সুবিধার জন্য জারি করা হচ্ছে।

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নেহা সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৫ জুন ২০২৬

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য ত যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
2nd Corrigendum of
e-NIT No: EE(E/M)/JNNURM-II/T-01 of 2026-27
With reference to above NIT the following change has been made. Please read end date & time of online Bid submission is 12.06.26 at 14.00Hrs. in place of 28.05.26 at 14.00Hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-76) www.kmda. wb.gov.in, www.wbtenders. gov.in**
ICA- T9372(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting Tender
e-NIT invited by the AE/SDO, North canals E & M Sub-Division, I&WD, Rampurhat for 02 no. work. **e-NIT No-WBIW/AE/NCEMSD/e-NIT-02/26-27, (Tender ID-2026_IWD_1026374_1). (Tender ID-2026_IWD_1026374_2).** Last date of bid submission : 15/06/2026. Detailed e-NIT may be seen at www.wbiwd.gov.in and www.wbtenders.gov.in Sd/- AE/SDO, North Canals E & M Sub-Dvn., Rampurhat, Birbhum.
ICA- T9375(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridged Tender Notice
NIeT No. 08 OF EE/NACD-II OF 2025-2026 (3rd Call) is here by invited for various works. Last date of submission: 15/06/2026 up to 16.00 p.m. For NIeT documents & other details visit: www.wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in
Sd/- Executive Engineer
Nadia Arsenic Civil Division - II
P.H.E. Dte.
ICA- T9387(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice inviting Tender
Tenders are invited from Bonafied resourceful and financially sound agencies with valid credential against eNIT 10 OF 2025-26 (2nd Call) of the undersigned vide Tender **ID. 2026_HSD_1026519_1.** Details may be had from the Notice Board, O/o the undersigned on all working days within office hours. Bid Submission closing (Online): 22.06.2026 up to 12.30 pm. **(website:http://wbtenders. gov.in)** Sd/-Assistant Engineer, Kolkata North Sub Divn. II, HD.
ICA- T9382(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice
e-Tender is invited by the Assistant Engineer, Jhargram Sub-Division, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. **eNIT No. 01 of AE/JSD of 2026-2027 and ID: 2026_PHED_ 1026233_1** for various works in Jhargram District. Details will be available in the website **wbtenders.gov.in** The last date for submission of tender is **12.06.2026** upto **18:00** Hours. Sd/- Assistant Engineer Jhargram Sub-Division, P.H.E. Dte.
ICA- T9393(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
WBPWD/EE-WKED/NIT-13/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5015032_1: Name of Work: Necessary repairing and renovation of 4th floor of HRBC Bhawan to accommodate office of the enquiry Commission at Munshi Premchand Sarani, Kolkata-700021 during the year 2026-27-Necessary repairing and renovation of Electrical Installation work.; Bid Submission End Date: 27/06/2026 upto 1-00 p.m.; Website: - https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, P.W.Dte., West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T9468(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
2nd Corrigendum Notice of
e-NIT No. 02/EE/D-III/W&S/KMDA of 2026-2027
With reference to above NIT the following changes have been made. Please read end date & time for online Bid Submission-12.06.2026 at 18.15 Hrs. in place of 06.06.2026 at 18:15 Hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-87), www.kmda.wb. gov.in, www.wbtenders.gov.in**
ICA- T9410(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works: "Repairing of Electrical wiring and installations of different type light fittings and fixtures and allied Electrical works at Newtown Rajarhat Fire station, Kolkata-700156." Tender No: WBPWD/AE/RESD/e-NIT-01/26-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5015027_1. Document Download Closing Date: 18.06.2026 up to 15.00 Hrs. Details may be downloaded from etender.wb.nic.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Rajarhat Electrical Sub-Division
ICA- T9435(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-NOTICE INVITING QUOTATION
No. 06 of 2026-27 of Assistant Chief Engineer (Mechanical), R&BRI, P.W (Roads) Directorate. is being invited by the undersigned for "Supply, installation/commissioning, trials & training (as applicable), of laboratory Machine/Apparatus, for the office of the Chief Engineer & Director, Road & Building Research Institute, P.W.(Roads) Directorate. Tender ID: 2026_WBPWD_5015070_1. Bid submission end date: 03-07-2026 at 11:00 Hrs. Sd /- Assistant Chief Engineer (Mechanical) Road and Building Research Institute P. W(Roads) Directorate.
ICA- T9470(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
AE/NKHSD-III/NIeQ-03/26-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5015033_1
Online tenders (e-Tender) are here by invited by the undersigned for Periodical inspection of water based fire vide NIeQ number mentioned above. Online bid submission will be start on 09/06/2026 & closing date and time is 16/06/2026 upto 03:00 P.M. For detail information and tender documents please visit https://tenders.wb.gov.in Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, PWD, North Kolkata Health Sub-Division-III, 3rd floor, 33A Eden Hospital Road, Kolkata-700073.
ICA- T9438(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender ID-2026_WBPWD_5014865_1. NIeT Reference No.- 05/A.E./P.W.D. /J.S.D. of 2026-27. Jadavpur Police Housing Estate-IPS Quarter No A-2-Replacement of roofing sheet at extended verendah with allied works. Amt. Rs. 4,11,735.00 Last Date of Submission of Bid 15.06.2026 up to 2:00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details may be seen from the departmental Website & in office notice board. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Jadavpur Sub-Division.
ICA- T9452(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Executive Engineer, Tamluk Highway Division, P.W. (Roads) Directorate invited **Tender of e - NIT No.: 04 of 2026 – 2027** for maintenance of different roads under the jurisdiction of Tamluk Highway Division in the District of Purba Medinipur. Tender Id. No.: 2026_WBPWD_ 5015034_1 to 5. Bid submission start date (online) : **09.06.2026 at 12:00 Noon.** Bid submission closing date (Online) : **16.06.2026 at 12:05 P.M.** for **Sl. No. 1, 2, 3, 4 & 5.** Corrigendum if any will be published in website only. Intending Bidders are requested to visit the Website : **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- EE, THD, PW (R) Dte., Govt. of W.B.
ICA- T9439(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/MSD/PWD invites "Online e-tender for 06(six) No. work" N.I.T. NO. 01(06)/MS of 2026-2027 of AE/MSD, P.W.D. Bid submission start date (Online) 05.06.2026. Bid submission closing date (Online) 13.06.2026. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in TENDER ID NO 2026_WBPWD_5015046_1. 2026_WBPWD_5015046_2. 2026_WBPWD_5015046_3. 2026_WBPWD_5015046_4. 2026_WBPWD_5015046_5. 2026_WBPWD_5015046_6. Sd/-Assistant Engineer, PWD Midnapore Sub-Division Paschim Medinipur.
ICA- T9442(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD, Kalyani Electrical Sub- Division invites online Tender for the work:- **Electrical Installation work for installation AC Machines at all Chambers of all the Judicial Officers pealed at Kalyani Sub-Divisional Court, Kalyani, Nadia. e-NIT No. WBPWD/AE/e-NIT-01/KLY of 2026-27.** Tender ID: **2026_WBPWD_5015036_1.** Bid Submission Start Date (Online) 08.06.2026 at 1:00 P.M. Bid Submission Closing Date (Online) 16.06.2026 at 4:00 P.M. Pre meeting Date : 08.06.2026 at 12:00 P.M. Sd/- B. Saha Assistant Engineer, PWD Kalyani Electrical Sub-Division Kalyani, Nadia.
ICA- T9441(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-TENDER No.: WBPWD / KWSD-II/AE/ NIT-03/2026-2027 E-tender under jurisdiction of Kolkata West Sub-Division-II, PWD is invited from bonafide outsiders having sufficient work experience of similar nature in Government works. Bid Submission Start Date (Online) : 10.06.2026 from 13:30 P.M. upto 16.06.2026 upto 12:00 P.M. Tender ID : 2026_WBPWD_5015063_1. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app** Sd/- Assistant Engineer, PWD Kolkata West Sub-Division-II N.S. Building.
ICA- T9456(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
E-tender work is hereby invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No. 115, 1st Floor, DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091. Name of Work:- Construction of 10-bedded Hospital Building (PHC) at Rohini under Sankrail Block in the district of Jhargram-SITC of LAN Network, CCTV Surveillance System and allied IT works. NIT No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-09OF 2026-2027. Tender id: 2026_WBPWD_5015006_1. Bid Submission start date (Online): 12.06.2026. Bid Submission Closing date (Online): 19.06.2026. Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, Bidhannagar IT Division, P.W.D.
ICA- T9413(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/Ghatal Highway Sub-Division/ P.W.(Roads)/2025-2026, invites e-Tender for e-NIT-01/AE/Ghatal Highway Sub-Division/P.W.(Roads)/ 2026-2027, Tender ID: 2026_WBPWD_5014937_1, 2026_WBPWD_5014937_2, 2023_WBPWD_538801_1. Bid submission start date (online): 06.06.2026 from10:00 A.M. Bid Submission closing date (online): 15.06.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeT and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- Public Works Directorate(Roads), Ghatal Highway Sub-Division.
ICA- T9418(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI & DD e-NIT
Executive Engineer (A-I), SWI Division No. 1, Midnapore, WRI&DD invites e-tender for Network Monitoring of Water Level and Collection of Water Samples for chemical analysis in different blocks of Purulia district (20 blocks) for 212 nos. PHS for the financial year 2026-27 under EE (A-I) SWI Division No.-I Midnapore under Core Sector (SWID) Programme vide e-NIT No. SWID/EE(AI)/MID/eNIT-**01/26-27 ID-2026_SWID_1026561_1** estimated value is Rs. 360458.00, and **last dropping date 25/06/2026 at 11:00 AM.** Intending bidders are requested to visit the website http//wbtenders.gov.in for details.
Sd/-
Executive Engineer (A-I)
SWI Division No.1, Midnapore
ICA- T9379(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-AUCTION NOTICE
Government of West Bengal, Tamluk Division, Social Sector, P.W.Dte.
e-AUCTION NO-01/2026-27 of the Tamluk Division, Social Sector, P.W.Directorate. Sl-1 and Sl-2 of the Executive Engineer, Tamluk Division, Social Sector, P.W.Directorate. Sealed tenders are hereby invited for and on behalf of the Governor of West Bengal for 1) Sale with Demolition of 05(Five) dilapidated structures at the premises of Kelomal PHC and another work Sl-2. The details can be obtained from the website http://wbtenders.gov.in Tender I.D. No. 1) 2026_WBPWD_5015012_1, 2) 2026_WBPWD_5015012_2. Submission Start Date:- 12.06.2026 at 9.00 hours, End Date:- 27.06.2026 at 17.00 hours. Corrigendum or Addendum if issued will be published only through Website. Sd/- Executive Engineer, Tamluk Division, Social Sector, P.W.Dte.
ICA- T9419(2)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

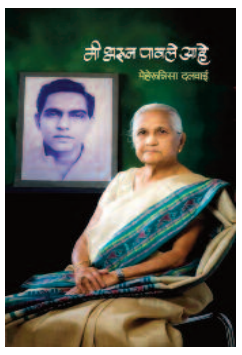

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

নারী জাগরণের সংগ্রামে এক আধুনিকতাবাদী ভারতীয় নারী

মেহরুন্নেসা দলোয়াই

এদেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিসরে হামিদ দালোয়াইএর মত মেহরুন্নেসারাও প্রান্তিক হয়েই থেকে যান। তাঁদের প্রয়াসে যেমন স্বতস্ফুর্ত সমর্থন জোটে না নিজ সমাজের, তেমনই অনেকক্ষেত্রেই অলভ্য রাষ্ট্রের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতাও । এমনকি এ বঙ্গভুমেও অনেক বামপন্থা বা প্রগতিশীলতার ধ্বজাধারীরা আছেন যারা ভোটবাক্সের দিকে লক্ষ্যরেখে সংখ্যালঘুদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করলেও এঁদেরকে 'দুধেল গাই' এর বেশি মর্যাদা দিতে অনীহ এবং মধ্যযুগীয় আবহে ও পরিসরে আবদ্ধ রেখে দিতেই আগ্রহী দলীয় স্বার্থে। এঁরা শুধু যে মুসলিম মৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত(স্বদলীয় কর্মীর নিছক ধর্মীয় কারণে হননের মত ঘটনাও)না দেখা/শোনার ভান করেন এবং মুখ ফুটে সত্যটা উচ্চারণ করতে এঁদের বুক ফাটে তা নয় ধর্মীয় গোঁড়ামি মুক্ত আধুনিক মনষ্ক কোন মুসলমানের বিপদে ও ,তাঁর চিন্তনের/মত প্রকাশের স্বাধীনতার পাশেও দাঁড়ান না-এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

জীবৎকালে দালোয়াইকে তাঁর সকল সমাজসংস্কারমূলক কাজে যেমন অনেক বাধা ও প্রবল বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল নিজের সমাজের থেকেই। মেহেরন্নেসার পক্ষেও ভারতের মত দেশে একজন মুসলিম নারীসমাজসংস্কারক বিধায় কাজটি যে কঠিনতর হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। তবু ১৯৯৩ এ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন- হামিদ দালোয়াই ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট। দলোয়াইএর মৃত্যুর পর মেহরুন্নেসা প্রায় দশ বছর ধরে এম এস এস এম -এর সভাপতি ছিলেন। মেহরুন্নেসা সর্বদা স্বামীর জীবদ্দশায় এবং পরে এম এস এস এম পরিচালিত প্রচারণায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ কাজে সক্রিয় ছিলেন। শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ বাস্তবায়নের দাবিতে সমাবেশ ও আন্দোলন সংঘটনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিন তালাক,বহু বিবাহ এবং হালালা তালাকের মতো প্রথা বিলোপের দাবিতে 'তালাক মুক্তি মোরচা' সমাবেশেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শান্তনু রায়

সদ্য চলে গেল যাঁর ছাপ্পান্নতম প্রয়াণবার্ষিকী সেই মুক্ত চিন্তক কাজী আবদুল ওদুদ ঠিক একশ বছর আগে 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধে লিখেছিলেন- জীবনের অর্থই যেন আধুনিক মুসলমান বোঝে না- সে সম্মোহিত।সে শুধু পৌত্তলিক নয়; সে এখন যে অবস্থায় উপনীত তাকে পৌত্তলিকতার চরম দশা বলা যেতে পারে। তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গের মুসলমানদের অবস্থা আচরণ ও যাপন ধারা পর্যালোচনা করে শ্রী ওদুদের ওরকম উপলব্ধি হলেও দেশের অন্যত্রও হয়ত এমনকি স্বাধীনোত্তর পর্বেও চিত্রটা (সম্মোহন) খুব একটা ভিন্ন ছিল না।সেকারণেই তাঁর ঐ লিখনের ছ'বছরের উপান্তে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলার কোঙ্কোনের মির্জোল গ্রামে সাধারণ মারাঠি ভাষাভাষী পরিবারে ভুমিষ্ঠ(১৯৩২) এক আধুনিকতাবাদী মুসলিম হামিদ দালোয়াইর , প্রধানত মারাঠাভুমকে কেন্দ্র করে হলেও, জীবনব্যাপী সস্ত্রীক নিরলস প্রচেষ্টা ছিল লিঙ্গবৈষম্য সহ অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কারের নিগড়,সংকীর্নতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ অতিক্রম করে ভারতের মুসলিম সমাজকে আপন প্রগতি ও উন্নয়নের স্বার্থেই মূলস্রোতে সামিল করানোর ।

প্রসঙ্গত ১৯৬৮ এ 'ইতিহাসের বোঝা' শীর্ষক প্রবন্ধে দালোয়াই লিখেছিলেন-কোনও ব্যক্তি বা সমাজের ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ সর্বদা আসে না দেওবন্দের উলেমার চাপে নতি স্বীকার করে হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিকতাকে গ্রহণ করার প্রথম সুযোগ মুসলিম সমাজ হারায় কিছুকাল বাদে ইতিহাস তাদের আর একটি সুযোগ এনে দেয় তাহল ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে বলীয়ান করতে হিন্দুদের সঙ্গে পা মেলানো কিন্তু হিন্দু এবং মুসলিম সমাজ যে স্বতন্ত্র এবং সমান্তরাল, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা সেই সুযোগও হারায়

বস্তুত ইদানীং রাজনৈতিক পরিসরেও প্রায়শ ব্যবহৃত 'রাষ্ট্রবাদী মুসলিম' শব্দবন্ধটিও প্রায় অর্ধ শতক আগে প্রয়াত বিশিষ্ট সমাজকর্মী এই মানুষটির নামের আগে দিব্যি জুড়ে দেওয়া যায় ।

বর্তমান নিবন্ধের প্রতিপাদ্য অবশ্য নন হামিদ দালোয়াই সেই ষাটের দশকের মধ্যভাগেই যাঁর একক সক্রিয় উদ্যোগ ও ব্যতিক্রমী প্রয়াস মুসলিম নারীর অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে জনমত গঠনে এক বিশেষ মাত্রা লাভ করেছিল ।

আসলে এই নিবন্ধে যে মহিয়সী নারীর কর্মকাণ্ডের কথা ফিরে দেখার প্রয়াস তিনি হলেন দালোয়াই পত্নী মেহরুন্নিসা -সদ্য চলে গেল তাঁর ৯৬তম জন্মবার্ষিকী । সত্য মেহরুন্নিসা দলোয়াই নামটি সাধারন ভাবে খুবই পরিচিত কিংবা সর্বজনবিদিত নয়- প্রায় অনালোচিত ও অনুল্লেখিত চলতি নারীবাদী আন্দোলনেও,অন্তত পূর্বদেশাংশে ।

তবে উল্লেখ্য মেহেরুন্নেসার প্রয়াণের ঠিক এক মাস পরে ২০১৭ র ৮ই জুলাই এক ইংরেজি দৈনিকে এক নিবন্ধে ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ লিখেছিলেন..there have been exceptions of brave individuals who sought to promote reason and justice among their fellow Muslims. One of such modernizers was the Marathi writer Hamid Dalwai. In a brief life he worked tirelessly to get Muslims to shed their social and religious prejudices.The pursuit of gender equality was of preéôéeminent importance to him— and he waged a long battle against triple talaq.

ঘটনা হল মেহরুন্নিসা দলোয়াইও মুসলিম সংস্কারবাদী আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য ভুমিকা পালন করে গেছেন বরাবর স্বামী হামিদ দালোয়াইর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। একই ভাবাদর্শে প্রাণিত তিনি ছিলেন স্বামীর যোগ্য সহযোদ্ধা। এক রক্ষনশীল উর্দুভাষী মুসলমান পরিবারে ভুমিষ্ঠ(২৫শে মে, ১৯৩০) ও পুনেতে বেড়ে ওঠা মেহরুন্নিসা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশের পর বোম্বাই চলে আসেন ও খাদি ও গ্রামীন শিল্প পর্ষদের অফিসে চাকরিতে যোগদান করেন।চাকরির পাশাপাশি প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারের কাজেও জড়িয়ে পড়েন ।যদিও চিরাচরিত উর্দুতেই তাঁর শিক্ষাপ্রাপ্তি তবু তিনি মারাঠি ভাষায়ও যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।বোম্বাইতে আসার পর তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে প্রগতিশীল মুসলিম সমাজ সংস্কারক প্রথম যৌবনে রামমনোহর লোহিয়া জয়প্রকাশ নারায়ন প্রমুখের প্রভাবে সোশ্যালিস্ট পার্টির শাখা সংগঠন রাষ্ট্রীয় সেবাদলে যোগদানের মাধ্যমে রাজনীতির হাতেখড়ি হওয়া হামিদ দলোয়াই এর সঙ্গে যিনি আজীবন নিরলসভাবে চেষ্টা করে গেছেন মুসলিম মহিলাদের উন্নতিকল্পে। সক্রিয় রাজনীতির পরিসর ত্যাগ করে সমাজসেবায় এবং মুসলিম সমাজ সংস্কারে পুরোপুরি উৎসর্গীকৃত সাংবাদিক দলোয়াই সেদিন তরুণী মেহরুন্নেসার মধ্যে তাঁর আত্মা-সহচর ও ভবিষ্যত সহযোদ্ধা খুঁজে পাওয়ায় হয়ত মেহরুন্নেসার ভবিষ্যত জীবনের অভিমুখ নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। তথাপি স্বচ্ছল ও রক্ষণশীল পরিবারের মেহরুন্নেসার বিশিষ্ট সমাজকর্মী কিন্তু বে-রোজগেরে নিতান্ত নিম্নবিত্ত পরিবারের বছর দু'য়েকের ছোট দলোয়াইকেই জীবনসঙ্গী করার ঘোষণায় সাময়িক আলোড়ন উঠেছিল পঞ্চাশের দশকের মারাঠাভুমে।যাহোক ১৯৫৬ সালে হামিদ দালোয়াই এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন মেহরুন্নেসা-প্রথমে ইসলামিক রীতিনীতি অনুসারে,তার পরপরই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বিশেষ বিবাহ আইনে বিবাহ নিবন্ধন করেন। সম্ভবত তাঁদের ঐ বিবাহ নিবন্ধনই এদেশে বিশেষ বিবাহ আইেন নিবন্ধীকৃত প্রথম মুসলিম বিবাহ । বিয়ের পর তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু বোম্বাইএর যোগেশ্বরী এলাকায় একটি অপরিসর ঘরে পরে যেখানে হামিদের অনুজদেরও-যার অন্যতম পরবর্তীকালের কংগ্রেস সাংসদ হুসেন দলোয়াই, এসে ঠাই নিতে হয়েছিল।কোনরকমে দিনযাপন হত প্রধানত মেহরুন্নেসার চাকরির মাইনেতে। মেহেরুন্নেসা কিন্তু তাঁর সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। এত অসুবিধা ও আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের মাঝেও তিনি সময় করে নিতেন সমাজের অন্ধ গোঁড়ামি লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্বামীর সমাজসংস্কারমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী মিটিং মিছিল প্রতিবাদ সংগঠনের কাজে সহায়তা করতে।তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায় সহযোদ্ধা স্ত্রীর এই ভুমিকায় যার পর নাই আপ্লুত ও কৃতজ্ঞ ছিলেন হামিদ দলোয়াই।

উল্লেখ্য ষাটের দশকে দালোয়াই যখন মুসলিম সমাজে সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনতালাক, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা নিরসনে এবং বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের মত বিষয়গুলি রাষ্ট্র কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করার দাবি করেছিলেন তখন পর্যন্ত রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিসরে এ দাবির কথা কারো ভাবনায়ও আসেনি। সেসময় তাঁর পিছনে না ছিল কোন রাজনৈতিক দল না কোন সামাজিক সংগঠন, তাঁর ভাই মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের এক সক্রিয় নেতা রাজ্যসভার সদস্য হলেও ।কিন্তু তাঁর সাথে সব সময় ছিলেন তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী সমমনস্ক এবং একই আদর্শে প্রাণিত মেহরুন্নেসা যাঁর সমর্থন সক্রিয় সহযোগিতা এবং সর্বোপরি পরিবারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব স্বেচ্ছা-গ্রহণে কঠিন অবস্থায়ও তিনি লড়াইটা চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

বিচ্ছিন্নতাবোধ কাটিয়ে ভারতের মুসলিম সমাজের মূলস্রোতে সম্পৃক্তির মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ সুবিধা ও সার্বিক উত্তরন, সমাজে দত্তক নেওয়ার রীতির স্বীকৃতি-এবিধ লক্ষ্যে বরাবর সচেষ্ট মুসলিম সমাজে সংস্কারের অগ্রপথিক চিন্তক হামিদ দলোয়াইএর সমর্থনে শক্তি জুগিয়ে গেছেন সমাজ সংস্কারমনস্ক সহযোদ্ধা মেহরুন্নেসা ।

মহারাষ্ট্রে মুসলিমদের উর্দুর পরিবর্তে তাদের মাতৃভাষা মারাঠিতে শিক্ষালাভের সুযোগের দাবিতে সোচ্চার দালোয়াই ১৯৭৩ এ প্রতিষ্ঠা করেন কোলাপুরে মুসলিম মারাঠি শিক্ষন পরিষদ। মারাঠি সাহিত্যে অনুরাগী ও মারাঠি ভাষায় সার্থক উপন্যাস 'ইন্ধন' ছাড়াও অন্যান্য সাহিত্য রচয়িতা হামিদ দলোয়াই এর মতো মেহরুন্নেসারও স্বামীর সাথে তাঁর জীবনের সমৃদ্ধ উপাখ্যান-বিধৃত আত্মজীবনী 'মী ভরুন পাভলে আহে'ও মারাঠি ভাষায় রচিত ।

মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ১৯৭৭এ দলোয়াইএর প্রয়ানের পর জ্যোতিরাও ফুলের সত্যশোধক সমাজের দৃষ্টান্তে ১৯৭০এ পুনেতে স্বামীর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সত্যশোধক মন্ডলের প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মেহরুন্নেসা এবং আটের দশকে তিনতালাক রদের দাবিতে মহারাষ্ট্রে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ।

তবে জীবৎকালে দালোয়াইকে তাঁর সকল সমাজসংস্কারমূলক কাজে যেমন অনেক বাধা ও প্রবল বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল নিজের সমাজের থেকেই । মেহেরন্নেসার পক্ষেও ভারতের মত দেশে একজন মুসলিম নারীসমাজসংস্কারক বিধায় কাজটি যে কঠিনতর হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। তবু ১৯৯৩ এ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন- হামিদ দালোয়াই ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট।দলোয়াইএর মৃত্যুর পর মেহরুন্নেসা প্রায় দশ বছর ধরে এম এস এস এম -এর সভাপতি ছিলেন। মেহরুন্নেসা সর্বদা স্বামীর জীবদ্দশায় এবং পরে এম এস এস এম পরিচালিত প্রচারণায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ কাজে সক্রিয় ছিলেন। শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ বাস্তবায়নের দাবিতে সমাবেশ ও আন্দোলন সংঘটনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন । তিন তালাক, বহু বিবাহ এবং হালালা তালাকের মতো প্রথা বিলোপের দাবিতে 'তালাক মুক্তি মোরচা' সমাবেশেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তিনদশক আগে মুসলিম মহিলার মুসলিম মহিলাদের সমানাধিকার অভিন্ন দেওয়ানী বিধি প্রণয়ন বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরন ও তিন তালাক প্রথা রদের দাবিতে তৎকালীন বোম্বাই নগরীর নাগরিক সমাজের বিস্ময় ও কৌতুহলে জাগিয়ে হামিদ দলয়াইএর নেতৃত্বে প্ল্যাকার্ড হাতে সাতজন রাজ্য সরকারের মন্ত্রনালয় অভিমুখে অভিনব পদযাত্রার পরম্পরায় ১৯৯৬ এ মেহরুন্নেসার নেতৃত্বেও ছ'জন মহিলা মন্ত্রণালয় অভিমুখে মিছিল করে যান তিন তালাক প্রথা বাতিলের দাবিতে এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে দাবিপত্র দাখিল করেন। দুর্ভাগ্যের, দু'টি কন্যা ইলা কাম্বলী ও রুবিনা চ্যবনকে রেখে তিনি ২০১৭ সালে প্রয়াত হন।সেকারণে জেনে যেতে পারলেন না মুসলিম মহিলাদের স্বাধিকার ও উন্নতিকল্পে স্বামী-স্ত্রীর নিরলস আন্দোলনের ফসল তিন তালাক নিষিদ্ধকরণ আইনের প্রণয়ন।তবে স্বামীর আদর্শে যথার্থ প্রাণিত সহযোগী হিসেবে কুসংস্কারমুক্ত এই মুসলিম নারীর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী,মৃত্যুর পর তাঁর দেহ দান করে দেওয়া হয়।

মেহেরুন্নেসা নামটি স্বল্পালোচিত হলেও মুসলিম নারীদের সামাজিক ও আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠায় এক নিভৃতচারী কিন্তু বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিলেন।

দূর্ভাগ্য, এদেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিসরে হামিদ দালোয়াইএর মত মেহরুন্নেসারাও প্রান্তিক হয়েই থেকে যান। তাঁদের প্রয়াসে যেমন স্বতস্ফুর্ত সমর্থন জোটে না নিজ সমাজের, তেমনই অনেকক্ষেত্রেই অলভ্য রাষ্ট্রের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতাও । এমনকি এ বঙ্গভুমেও অনেক বামপন্থা বা প্রগতিশীলতার ধ্বজাধারীরা আছেন যারা ভোটবাক্সের দিকে লক্ষ্যরেখে সংখ্যালঘুদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করলেও এঁদেরকে 'দুধেল গাই' এর বেশি মর্যাদা দিতে অনীহ এবং মধ্যযুগীয় আবহে ও পরিসরে আবদ্ধ রেখে দিতেই আগ্রহী দলীয় স্বার্থে। এঁরা শুধু যে মুসলিম মৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত(স্বদলীয় কর্মীর নিছক ধর্মীয় কারণে হননের মত ঘটনাও)না দেখা/শোনার ভান করেন এবং মুখ ফুটে সত্যটা উচ্চারণ করতে এঁদের বুক ফাটে তা নয় ধর্মীয় গোঁড়ামি মুক্ত আধুনিক মনষ্ক কোন মুসলমানের বিপদে ও ,তাঁর চিন্তনের/মত প্রকাশের স্বাধীনতার পাশেও দাঁড়ান না-এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দলোয়াইও উপলব্ধি করেছিলেন যে এদেশের তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলিও ভারতীয় মুসলিম সমাজকে মধ্যযুগীয় আবহে ও পরিসরে আবদ্ধ রেখে দিতেই আগ্রহী এবং বাস্তবিক কংগ্রেস দলের আচরনে পরিস্ফুট যে তারা ভারতীয় মুসলিম সমাজের আধুনিকীকরনের বিরোধী সেজন্যই ১৯৬৮ এ প্রতিষ্ঠা করলেন 'মুসলিম সেকুলার সোসাইটি' অনেকেরই অনুমান দালোয়াইএর সমাজসংস্কারের কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করতেই ১৯৭৩ সালে তৈরি হয় মুসলিম পার্সোনাল ল' প্রোটেকশান কমিটি যেটিই পরবর্তীকালের মুসলিম ল' বোর্ড যাদের ভুমিকা সবসময় প্রগতি বিরোধী ও দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চাৎগামী। এরা মুসলিম নারীসমাজকে ধর্মের নামে তমসাচ্ছন্ন করে রাখতে সদা সক্রিয়।

কিন্তু অবাক ও হতাশ করে এই মহানগরের কারো কারো এমনও উন্নাসিক উবাচে যে এই উন্নত প্রযুক্তির যুগেও নাকি ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ কর্তৃকটত্র স্তুন্স্থ ঋদ্রত্বত্রন্থন্স্থ আখ্যায় ভুষিত হামিদ দলোয়াই কিংবা তাঁর সহযোদ্ধা স্ত্রী মেহরুন্নেসার নামই নাকি অশ্রুত-সন্দেহ জাগে এইসব বিরল 'পণ্ডিত'জনদের বিচারে রামচন্দ্র গুহ মহাশয়ের (না,তিনি আর এস এস এর সদস্য কিংবা 'হিন্দুত্ববাদী' ছিলেন না)মেকার্স অফ মডার্ন ইণ্ডিয়া গ্রন্থটিও অশ্রুত কিংবা অচ্ছুত কিনা । তবে ফেমিনিজম ইন ইণ্ডিয়ার মত জাতীয় স্তরের নারীবাদী আন্দোলন দ্বারা অভিধাপ্রাপ্ত 'আননসাং মুসলিম অ্যাক্টিভিস্ট' মেহরুন্নেসা দলোয়াই এর মতো আধুনিকতাবাদী সমাজকর্মীর মহতী জীবনের স্মরনে চর্চায় প্রাণিত হলে কেবলমাত্র মুসলিম নারীসমাজ নয় সার্বিকভাবে এদেশের বর্তমান নারীবাদীরাও ঋদ্ধ হতে পারেন।